উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

হার্দিকের স্কোয়ার কাটে আহত পন্থ » ১১

নেপোলিয়ানকে অস্ত্র করলেন ট্রাম্প

তাঁর বিরুদ্ধে আইন ভাঙার অভিযোগ উঠলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্রাট নেপোলিয়ানের উদ্ধৃতিকে ব্যবহার করে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৮°	২৯°	২৯°	২৯°
সর্বনিম্ন	১৪°	১২°	১৪°	১৩°

সংঘে যোগ দিতে ডাক ভাগবতের » ৫

শিলিগুড়ি ৪ ফাল্গুন ১৪৩১ সোমবার ৫.০০ টাকা 17 February 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 269

কুম্ভপথে রক্তাক্ত রাজধানী

অমৃতকুম্ভের সন্ধানে প্রয়াগরাজে যেতে চাইছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। বিপর্যয় কিন্তু কুম্ভমেলাকে ছাড়ছে না। শনিবার রাতে নয়াদিল্লি স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে মারা গেলেন ১৮ জন। আহত প্রচুর। রবিবার অবশ্য মেলায় জনস্রোত দেখে কিছু বোঝা গেল না।

সুগন্ধি সিগারেটে নবীনদের স্বাস্থ্যে শঙ্কা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : এক শীতের বিকেলে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কের সামনে চোখে পড়ল, স্কুল ইউনিফর্ম পরা একদল পড়ুয়া দাঁড়িয়ে। কয়েকজনের হাতে সিগারেট। সুখটান দিতে দিতে খোশগল্পে ব্যস্ত তারা। পাশে দাঁড়ানোর কিছুক্ষণ পর কানে এল, 'এটা নতুন পেলাম বুঝলি। ফ্লেভারটা বেশ দারুণ।' সেখানে একজন প্রবীণও দাঁড়িয়েছিলেন। কৌতূহল সামলাতে না পেরে তিনি প্রশ্ন করে ফেললেন, 'বাড়িতে টের পায় না? কিছু বলেন না বাবা-মা?' মুচকি হেসে একজনের সটান উত্তর, 'বাড়িতে বুঝলে তো বলবে, জেঠু। বাবা-মা মনে করে, চকোলেট খেয়েছি।'

নয়া প্রবণতা

- পড়ুয়াদের মধ্যে তামাক জাতীয় নেশার প্রবণতা অনেকটা বেড়েছে
- নতুন কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে সুগন্ধি সিগারেটে ঝোঁক বাড়ছে
- এতেই বিপদের আশঙ্কা করছেন ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা

সিগারেট খেয়ে বাড়িতে ধরা পড়ার সেই চিরাচরিত ভয় কিন্তু আর ততটা নেই। মুখে যদি চকোলেট, মিন্ট কিংবা মৌরির গন্ধ পান অভিভাবক, তাহলে তাঁর পক্ষে বোঝা কার্যত অসম্ভব যে, সেটা আদতে সিগারেটের। ধূমপানের পর চুইংগাম চিবোনোর বিকল্প হিসেবে ফ্লেভার্ড সিগারেট হট ফেভারিট নতুন প্রজন্মের কাছে।

বকা খাওয়া এড়াতে 'নিরাপদ' হলেও এসব কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়, বলছেন পরিচিত ক্যানসার বিশেষজ্ঞ। ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষের দাবি, যে কোনও ধরনের সিগারেট ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে দশগুণ বাড়ায়।

একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া মেয়ে যে দু'বছর ধরে সিগারেট খাচ্ছে, তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি পরিবারের কেউ। ক্রিসমাসের ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে তাকে লুকিয়ে সিগারেট খেতে দেখে মাথায় হাত পড়ে বাবা-মায়ের। বকাবকির পর অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে সে। তাতে ঘাবড়ে গিয়ে তড়িঘড়ি মেয়েকে নিয়ে শিলিগুড়ি ফেরেন দম্পতি। দ্বারস্থ হন কাউন্সেলারের।

এরপর দশের পাতায়

মৃত ১৮, বিভ্রান্তির জেরেই স্টেশনে বিপর্যয়

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভে যেতে গিয়ে শনিবার রাতে নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৮ হয়েছে। রবিবার মৃতদের তালিকা প্রকাশ করেছে দিল্লি পুলিশ। গুরুতর আহত কমপক্ষে ১০ জন। হতাহতদের বেশিরভাগ বিহার এবং দিল্লির বাসিন্দা। তবে দুর্ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও হুড়োহুড়ির কারণ নিয়ে জট কাটেনি। বরং রেল, পুলিশ এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া পরস্পর-বিরোধী খবরে প্রকৃত ঘটনা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

প্রয়াগরাজের পর দিল্লিতে পদপিষ্টের ঘটনায় ভিড় নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। হুড়োহুড়ির সময় রেলকর্মী ও পুলিশের দেখা মেলেনি বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। মৃত ও আহতদের উদ্ধারেও দেরি হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার অবশ্য 'কুম্ভ মুড'-এ দেখা গিয়েছে নয়াদিল্লি স্টেশনকে। শনিবারের দুঃস্বপ্ন ভুলে মহাকুম্ভে যাওয়ার জন্য যাত্রীদের হুড়োহুড়ির চেনা ছবিটাই ধরা পড়েছে। আগের রাতের চিহ্ন হিসাবে রয়ে গিয়েছে স্টেশনের একাংশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা যাত্রীদের চটি, জুতো, মালপত্র। দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। গুরুতর আহতরা পাবেন আড়াই লক্ষ টাকা। যাঁদের সামান্য চোট-আঘাত লেগেছে তাঁরা ১ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

পুলিশ সূত্রে দাবি, মহাকুম্ভে যাওয়ার জন্য শনিবার রাত ১০টার আশপাশে পরপর ২টি ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস। সেটি ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ার কথা ছিল। সেজন্য ওই প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের ভিড় উপচে পড়েছিল। কিন্তু ট্রেনটি আসতে দেরি হয়। তার পরিবর্তে জম্মুগামী একটি ট্রেন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রয়াগরাজ স্পেশাল নামে আরও একটি ট্রেনের ঘোষণা হয়। ফলে প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেসের যাত্রীদের মনে হয় তাঁদের ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম বদল করা হয়েছে। এরপরেই ১৬ নম্বরের যাত্রীরা তাড়াহুড়ো করে ১৪ নম্বরের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন। সেখানে আগে থেকে হাজির ছিলেন প্রয়াগরাজ স্পেশালের যাত্রীরা। মানুষের চাপে ওভারব্রিজ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ভিড়ের চাপে এক যাত্রী পড়ে যান। তখনই পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে, মোট ৪টি ট্রেন প্রয়াগরাজের দিকে যাচ্ছিল। তার মধ্যে ৩টি ট্রেন নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে চলছিল। যার জেরে স্টেশনে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ভিড় হয়েছিল। একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী আবার দাবি করেছেন, প্রয়াগরাজ স্পেশাল ট্রেনটি ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসার কথা থাকলেও আচমকা সেটি ১৬ নম্বরে আসবে বলে ঘোষণা করা হয়। ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার এটাও একটি কারণ। রেল অবশ্য যাবতীয় দাবি-অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে।

উত্তর রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক হিমাংশু শেখর বলেন, 'কোনও ট্রেন বাতিল হয়নি। শেষমুহূর্তে বদল হয়নি প্ল্যাটফর্মও। প্রতিটি ট্রেন সময়ে চলেছে।' তিনি জানান, স্টেশনে খুব ভিড় ছিল। অনেকে তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন।

এরপর দশের পাতায়

দিল্লিতে ১৮ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর মন ভেঙে দিয়েছে। এটি আরও বেশি করে মনে করিয়ে দিল যে, মানুষের সুরক্ষার ব্যাপারে পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা কত জরুরি। যাঁরা মহাকুম্ভে যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য উন্নত পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। রেলের অব্যবস্থার কারণে এতগুলি মানুষকে প্রাণ দিতে হল। রেলমন্ত্রীকে এর দায় নিতে হবে। এই কুম্ভের কোনও অর্থ হয়? এটা একদম ফালতু।

লালুপ্রসাদ যাদব
আরজেডি সুপ্রিমো

ভেঙে পড়েছেন স্বজনহারারা। দুর্ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও হুড়োহুড়ির কারণ নিয়ে জট কাটেনি। পরস্পর-বিরোধী খবরে প্রকৃত ঘটনা নিয়ে ধোঁয়াশা।

রেলের দিকে উঠছে আঙুল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে শনিবার রাতের ভয়াবহ পদপিষ্টের ঘটনায় রেল-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন উঠছে। যেসব প্রশ্নের কোনও উত্তর মেলেনি। নয়াদিল্লি রেলস্টেশন দেশের অন্যতম ব্যস্ত ও স্পর্শকাতর স্টেশনগুলির মধ্যে একটি। প্রতিদিন এখানে পাঁচ লক্ষেরও বেশি যাত্রী যাতায়াত করেন। নিরাপত্তার জন্য আরপিএফের বিশেষ গোয়েন্দা ইউনিটও এখানে মোতায়েন থাকে, যাদের কাজ হল যে কোনও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির আগাম তথ্য সংগ্রহ করা। তবুও কেন তারা স্টেশনে বাড়তে থাকা বিপুল জনসমাগমের আগাম বার্তা দেয়নি? এই প্রশ্ন এখন মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। দুর্ঘটনার সময়ে স্টেশনে মোতায়েন আরপিএফের সদস্যই বা এত কম ছিল কেন, উঠেছে সেই প্রশ্নও।

দিল্লি পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, যাত্রীরা 'প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস' এবং 'প্রয়াগরাজ স্পেশাল' ট্রেনের মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অনেকেই ভেবে নিয়েছিলেন, তাঁদের ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে। ফলে প্ল্যাটফর্ম বদল করতে গিয়ে প্রচণ্ড ভিড় তৈরি হয়। এর মধ্যেই চারটি প্রয়াগরাজগামী ট্রেনের মধ্যে তিনটি দেরিতে চলছিল। ফলে স্টেশনে যাত্রীদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়, যা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঠেলে দেয়।

ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৫০০ জেনারেল টিকিট বিক্রি হচ্ছিল। কিন্তু ট্রেন ছিল মাত্র দুটি!

এরপর দশের পাতায়

'৪৪ বছরে এত ভয়ংকর রাত দেখিনি'

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : এক রাতের অতল অন্ধকার, রয়ে গেল কিছু প্রশ্ন, কিছু কান্না। শনিবারের ভয়াবহ রাত পেরিয়ে এসেছে রবিবারের সকাল। তবে সেই রাতের স্মৃতি যেন এখনও রয়ে গিয়েছে প্ল্যাটফর্মের বাতাসে, মানুষের চোখের জল আর হাহাকারে। নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে রবিবার সকালে যে দৃশ্য দেখা গেল, তাতে একটা কথা স্পষ্ট, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। ভারী বুটের আওয়াজ, আরপিএফ ও দিল্লি পুলিশের ব্যস্ত টহলদারি, লাগাতার নজরদারি, যেন রাতের সেই ভয়াবহতার সব চিহ্ন মুছে ফেলতে ব্যস্ত প্রশাসন।

৪৪ বছর ধরে নয়াদিল্লি স্টেশনে কুলি হিসেবে কাজ করছেন কৃষ্ণকুমার যোগী ও বলরাম। ট্রেন থেকে নামা যাত্রীদের মালপত্র বয়ে দেওয়া তাঁদের নিত্যদিনের কাজ। কিন্তু শনিবার রাতে, তাঁদের হাত কাঁপছিল অন্য কারণে। তাঁরা একটার পর একটা নিথর দেহ তুলেছেন অ্যাম্বুল্যান্সে। বলরামের কণ্ঠে কষ্ট, 'রাতভর চোখের পাতা এক করতে পারিনি। ঘুম আসেনি। তাই সকাল হতেই প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছি, যদি কিছু করতে পারি।' একটু থেমে বললেন, '৪৪ বছরে স্টেশনে এত ভয়ংকর রাত দেখিনি। রেলের এমন অব্যবস্থা, তা আর না বলাই ভালো।'

আবার ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের সিঁড়ির নীচে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা মুক্তেশ্বর যাদবের চোখে শুধুই আতঙ্ক আর আক্ষেপ। ৬০ বছরের মানুষটির কান্নাভেজা গলা, 'এই তৎপরতা যদি কাল দেখা যেত! তাহলে এতগুলো প্রাণ অকালে চলে যেত না!' উত্তরপ্রদেশের বালিয়া থেকে স্ত্রী লালি দেবীর সঙ্গে কুম্ভে যাওয়ার জন্যই এসেছিলেন তিনি। কিন্তু এখন তাঁর হাতে শুধুই স্ত্রীর পরিচয়পত্র, আর মনে ভয়, যদি তিনি আর খুঁজে না পান লালিকে।

এরপর দশের পাতায়

দাবি-পালটা দাবি

- শনিবার রাত ৯.৩০ থেকে ১০.১৫-র মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে
- ১৪ এবং ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে মহাকুম্ভগামী প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস এবং প্রয়াগরাজ স্পেশাল ছাড়ার কথা ছিল
- প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেস আসতে দেরি হচ্ছিল
- সেই সময় মাইকে ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রয়াগরাজ স্পেশাল আসার কথা ঘোষণা হয়
- এক্সপ্রেসের যাত্রীরা ভাবেন তাঁদের ট্রেন ১৬ নম্বরে আসছে
- তাড়াহুড়ো করে ১৪ থেকে ১৬-য় যাওয়ার পথে ঘটে দুর্ঘটনা

রেল অবশ্য যাবতীয় দাবি খারিজ করে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য, কোনও ট্রেন বাতিল হয়নি। শেষমুহূর্তে বদল হয়নি প্ল্যাটফর্মও। প্রতিটি ট্রেন সময়ে চলেছে।

কোন্দলে হোঁচট মণ্ডল কমিটিতে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : আগামী বছর বিধানসভা ভোট। সেদিকে লক্ষ রেখে দলীয় সংগঠনকে ঢেলে সাজাচ্ছে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। কিন্তু গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় বিজেপি সব মণ্ডল সভাপতির নাম ঘোষণাই করতে পারল না। অথচ এই সাংগঠনিক জেলার মধ্যে চোপড়া বাদে বাকি চারটি বিধানসভা কেন্দ্রই তো বিজেপির দখলে। এমনকি শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের নিজের মণ্ডলের সভাপতির নামও এদিন ঘোষণা করা হয়নি!

এমনটা হল কেন? বিজেপির বর্তমান জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বিধায়কদের মতভেদের জেরেই এই পরিস্থিতি বলে দলের একাংশ দাবি করছে। তবে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেছেন, '২৮টি মণ্ডলের মধ্যে ১৪টি ঘোষণা হয়েছে। বাকিগুলিও দ্রুত ঘোষণা হবে।'

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকরের নিজের এলাকা, ৪ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি ছিলেন সুশান্ত বসাক। সূত্রের খবর, পুনরায় তাঁর নামই পাঠিয়েছিল জেলা নেতৃত্ব। কেননা সুশান্ত শংকরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এদিনের তালিকায় শংকরের মণ্ডলের সভাপতি পদে কারও নাম নেই। যা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি শংকরের বিরুদ্ধে গিয়েই তাঁর ঘনিষ্ঠকে ছেঁটে ফেলল বিজেপি? শংকর অবশ্য এই তত্ত্ব মানতে নারাজ। তাঁর দাবি, কয়েক দিনের মধ্যে নিশ্চই বাকিদের নাম ঘোষণা হবে।

রবিবার গোটা রাজ্যেই জেলা ধরে ধরে বিজেপি প্রতিটি মণ্ডলের সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেছে। শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এবং চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। এই পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্র মিলিয়ে মোট মণ্ডলের সংখ্যা ২৮। যার মধ্যে এদিন ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ১৪টি মণ্ডলের সভাপতির নামের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এদিন প্রকাশিত তালিকায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে দুটি, শিলিগুড়িতে একটি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে তিনটি এবং ফাঁসিদেওয়ায় তিনটি নতুন মুখ নিয়ে আসা হয়েছে।

শিলিগুড়িতে পাঁচটির মধ্যে দুটি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে ন'টির মধ্যে তিনটি, ফাঁসিদেওয়ায় সাতটির মধ্যে চারটি, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে তিনটির মধ্যে একটি এবং চোপড়ার চারটির একটিও মণ্ডল সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়নি।

তৃণমূলের একচ্ছত্র দাপটে চোপড়ায় বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই ধুঁকে ধুঁকে চলছে, এটা সবার জানা। কিন্তু বাকি চারটি বিধানসভায় ক্ষমতায় থেকেও কেন মণ্ডল সভাপতির নামের তালিকা একলপ্তে ঘোষণা করা গেল না,

এরপর দশের পাতায়

মাল্লাগুড়িতে বিজেপির অফিস। -সংবাদচিত্র

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

দিল্লি বিপর্যয়ে এনজেপিতেও সিঁদুরে মেঘ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : নয়াদিল্লির মতো পরিকাঠামোর দিক থেকে দেশের সেরা স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় বিমূঢ় সারা দেশ। প্রশ্ন উঠছে রাজধানীর বুকে এমন ঘটনা ঘটলে দেশের অন্য প্রান্তের অবস্থা কেমন?

উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন এনজেপি জংশনকে নিয়ে চিন্তা বেড়েছে অনেকের। অতিরিক্ত ট্রেনের চাপ, সীমিত প্ল্যাটফর্ম নিয়ে বহু বছর থেকে সমস্যায় রয়েছে এই স্টেশন। স্থানীয় বাসিন্দা রজত সেনের মতে, 'কয়েক বছরে যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা বেড়েছে কয়েক গুণ। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম বাড়েনি। ওভারব্রিজগুলো থেকে নামার সিঁড়ি অত্যন্ত সরু।' এতে যে সমস্যা হয় সেই কথা রবিবার সন্ধ্যায় স্বীকার করে নিয়েছেন বহু রেলযাত্রী।

এদিন সন্ধ্যা তখন সাতটা বেজে কুড়ি মিনিট। এনজেপি রেলস্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে অসম অভিমুখে ছেড়ে যাচ্ছে পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস। মাইকে তখন তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে দার্জিলিং মেল আসার কথা ঘোষণা হচ্ছে। ওভারব্রিজে তখন যাত্রী গিজগিজ করছে। কিছুক্ষণ পরই পাটনা-এনজেপি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছায়। একই সময়ে আনন্দবিহার টার্মিনালগামী নর্থইস্ট এক্সপ্রেস ঢোকে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে। এর মধ্যেই গুয়াহাটিগামী অবধ-অসম এক্সপ্রেস এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকার ঘোষণা হয়। পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায় হাওড়াগামী সরাইঘাট এক্সপ্রেস। সব মিলিয়ে স্টেশনে তখন যাত্রীদের তুমুল ছোটাছুটি।

এই স্টেশনের পরিকাঠামো নিয়ে যাত্রীদের অভিযোগের শেষ নেই। সরাইঘাট এক্সপ্রেসে পরিবার নিয়ে হাওড়া যাচ্ছিলেন রুস্তম ওয়াহিদ। বেশ কিছুক্ষণ লিফটের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেও এক সময় বিরক্ত হয়ে ব্যাগপত্র নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন তিনি। তাঁর পরিবারের এক সদস্য বললেন, 'এত ব্যস্ততম রেলস্টেশনে লিফটের সংখ্যা বেশি হওয়া প্রয়োজন।' এই স্টেশনের তিনটি ওভারব্রিজের মধ্যে মাত্র একটিতে সাকুল্যে তিনটি লিফট রয়েছে। বাকি দুটো ওভারব্রিজ থেকে নামতে সিঁড়িই ভরসা।

নর্থইস্ট এক্সপ্রেসের যাত্রী রেশমি আগরওয়ালের মতে, 'এখানকার পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে নয়াদিল্লির মতো অবস্থা হলে সামাল দেওয়া মুশকিল হবে।' কেন, সেটা খোলসা করলেন মেদিনীপুরের মেচেদার বাসিন্দা ধৃতিশা গঙ্গোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও গ্যাংটক ঘুরতে এসেছিলেন তিনি। এদিন দার্জিলিং মেলে ফেরার আগে ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে তিনি বলতে থাকেন, 'স্টেশনের বাইরের দিকে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। প্ল্যাটফর্ম থেকে অনেকটা দূর আঁকাবাঁকা, এবড়োখেবড়ো পথে হেঁটে যেতে হয়। হঠাৎ আপৎকালীন পরিস্থিতি তৈরি হলে সমস্যা হতে পারে।' যাত্রীদের সমস্যা হওয়ার কথাটি স্বীকার করে নিয়েছেন একজন কুলি। তাঁর থেকে জানা গিয়েছে, 'এমনিতে প্রায় প্রতিদিন শিয়ালদাগামী দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। সরাইঘাট এক্সপ্রেস আসে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। এছাড়াও আপ ট্রেনগুলি এক এবং এক-এ প্ল্যাটফর্মে বেশি ঢোকে,

এরপর দশের পাতায়

রবিবার সন্ধ্যায় এনজেপি প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ধরার ব্যস্ততা। -সংবাদচিত্র

মেলার শেষ প্রস্তুতি

হলদিবাড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : দিনরাত এক করে জোরকদমে চলছে ঐতিহ্যবাহী হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নের প্রস্তুতি। আগামী মঙ্গলবার ও বুধবার মেলা হবে। সোমবার বিকেলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৮১তম এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন হুজুর সাহেবের ইসালে সওয়াব বংশধর গদিনশিন হুজুর খন্দকার মহম্মদ নুরুল হক।

হুজুরের মাজার চত্বরে প্রায় ৩৩ বিঘা জমিতে এই মেলার আয়োজন করা হয়। ইতিমধ্যে প্রতিবেশী রাজ্য সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা নিজেদের পসরা নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে হাজির হতে শুরু করেছেন। কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলম সরকার বলেন, 'ইতিমধ্যে ব্যবসায়ীরা নিজেদের পসরা নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে হাজির হয়েছেন। প্রায় তিন হাজার দোকান বসবে বলে আশা করা হচ্ছে।'

ইসালে সওয়াব কমিটির কোষাধ্যক্ষ নুর নবিউল ইসলাম জানান, হুজুরের মাজার এবং মেলার নিরাপত্তার জন্য বসানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ওয়াচটাওয়ার। পুলিশের পাশাপাশি মেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে থাকছেন মেলা কমিটির নিজস্ব ৭০০ জন স্বেচ্ছাসেবক। হুজুর সাহেবের বংশধর সাজু হুজুর বলেন, 'মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের মানুষের কাছেও এই মেলা সমান জনপ্রিয়। সম্প্রীতির এক অনন্য নজির তৈরি হয় এই ঐতিহ্যবাহী মেলায়।' কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির এড়াতে প্রস্তুত হলদিবাড়ি থানার পুলিশও।

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে **প্রথম কদম ফুল** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ প্রণমি তোমায়, ১০.০০ রাখে হরি মাকে কে, দুপুর ১.০০ মহাগুরু, বিকেল ৪.০০ মস্তান, সন্ধে ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.৩০ সত্যমেব জয়তে, ১.০০ সিনেমাওয়ালা।

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ মিলন তিথি, দুপুর ২.০০ শতরূপা, বিকেল ৫.০০ পূজা, রাত ১০.০০ মেমসাহেব, ১২.৩০ ভয়।

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.১০ সন্ত্রাস, সন্ধে ৭.০০ বাঙালি বাবু ইংলিশ মেম, রাত ৯.৫৫ সহজ পাঠের গপ্পো।

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মাল্যদান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সাথী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মর্যাদা

ডিডি ন্যাশনাল : দুপুর ১.০০ মেরি জবান

জি সিনেমা : বেলা ১১.৩৪ কুগল কুটাপ্পা, দুপুর ২.০০ বিবাহ, বিকেল ৫.২৭ হিরো-দ্য বুলেট, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্ধ, রাত ১১.১৭ রাক্ষসী

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৫ এক বিবাহ অ্যায়সা ভি, দুপুর ১.১৬ ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া, বিকেল ৫.০৬ রাবণাসুরা, সন্ধে ৭.৩০ বিবাহ, রাত ১০.৪৮ অ্যাটাক

মহাগুরু দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া দুপুর ১.১৫ অ্যান্ড পিকচার্স

কোকো বিকেল ৫.১৫ স্টার মুভিজ

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.৪৫ আজহার, দুপুর ২.১৫ জিতা, বিকেল ৪.৪৫ অব তক ছপ্পন-টু, সন্ধে ৭.০০ সুরমা, রাত ৯.৩০ ম্যায় হুঁ লাকি দ্য রেসার।

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৩২ খালি পিলি, ২.৩১ ইংলিশ ভিংলিশ, বিকেল ৪.৫১ ভীড়, সন্ধে ৬.৩৬ তমাশা, রাত ৯.০০ তলাশ, ১১.৪০ ব্লার।

মহাকুম্ভ রাত ১০.৩০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল

জাতীয় গেমসে বাংলার ৪৭ পদকে উত্তরের প্রাপ্তি ২

আঁধারেই উত্তরের খেলার জগৎ

সোয়েব আজম

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : মালদা থেকে ঝাড়গ্রামের দূরত্ব ৩৮২ কিমি। ২০১৮ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সেই সেই দূরত্ব পার করেছিল গাজোলের ধোবাপাড়ার ছেলে জুয়েল সরকার। ঝাড়গ্রামে বেঙ্গল আচারি অ্যাকাডেমির ছাত্র জুয়েল বাংলার তিরন্দাজিতে এখন পরিচিত নাম।

জুয়েল উত্তরাখণ্ডে জাতীয় গেমসে উত্তরবঙ্গের একমাত্র সোনাজয়ী অ্যাথলিট। বাকি দুই পদকজয়ী শিলিগুড়ির অনুকূল সরকার ও বাবন বর্মন। খো খো-তে পুরুষদের দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছে তারা। বাকি ছবিটা শুধুই হতাশার। বাংলার মোট ৪৭ পদকের মধ্যে উত্তরবঙ্গের প্রাপ্তি মাত্র ২!

হতাশা আরও বাড়ে ময়নাগুড়ির অ্যাথলেটিক্স কোচ রানা রায়ের কথায়। তাঁর কোচিংয়ে ধূপগুড়ির মল্লিকপাড়া বিদ্যানিকেতনের মাঠ থেকে উঠে এসেছেন জ্যোৎস্না রায় প্রধান, হিমাশ্রী রায়, ভৈরবী রায়, অন্বেষা রায়ের মতো অ্যাথলিটরা। যাঁরা পরে সর্বভারতীয় স্তরে সফল হয়েছেন। রানার আক্ষেপ, 'ছোটবেলায় আমরা স্বেচ্ছায় মাঠে যেতাম। এখন ছেলেমেয়েদের ডেকে মাঠে নিয়ে আসতে হয়। চোখের সামনে হিমাশ্রী, ভৈরবীদের চাকরি-সাফল্য দেখেও মল্লিকপাড়ার মাঠে বাচ্চারা আসতে চায় না।'

জুয়েল সরকার।

সমস্যা যেখানে

- রাজ্য বা জাতীয় স্তরে সফল হওয়ার পরেও চাকরি নেই
- ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে খেলোয়াড়রা
- সিন্থেটিক ট্র্যাক, ইন্ডোর খেলাগুলির জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই
- বর্ষার কাদা-জলের মাঠে প্র্যাকটিস করা যায় না
- নতুন প্রজন্মের খেলায় আগ্রহ ক্রমশ কমছে

উত্তরবঙ্গের জেলার কর্মকর্তারা প্রধান সমস্যা হিসেবে তুলে ধরছেন ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কথা। একই সঙ্গে রয়েছে ইন্ডোর খেলাগুলির জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব। উত্তরবঙ্গে নেই অ্যাথলেটিক্সের জন্য প্রয়োজনীয় সিন্থেটিক ট্র্যাক।

আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সঞ্চয় ঘোষ বলেন, 'আগে জেলার চা বাগানে নিয়োগ হত। ফলে প্রতিটি বাগানে খেলার দল তৈরি হত। এখন সেটা হয় না। খেলার অন্যান্য চাকরিও কমে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা না থাকায় খেলোয়াড়রা হারিয়ে যাচ্ছে।' শিলিগুড়ির বিধাননগরের হাইজাম্পার আশরাফ আলির কথা মনে করিয়ে মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাথলেটিক্স সচিব বিবেকানন্দ ঘোষের প্রশ্ন, 'জাতীয় স্তরে পাঁচটা সোনা জিতেও ওর চাকরি জোটেনি। আর্থিক নিরাপত্তা না পেলে সাধারণ বাড়ির ছেলেমেয়েরা খেলায় আসবে কেন?'

পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা মনে করিয়ে দেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দত্ত। ফোনে তিনি বললেন, 'জেলার অনেক অ্যাথলিট জাতীয় স্তরে খেলেছে। কিন্তু সারাবছর প্র্যাকটিসের অভাবে তারা পিছিয়ে পড়ছে।'

আলিপুরদুয়ারের কর্তা সঞ্চয় তুলে ধরেন উত্তরবঙ্গের দীর্ঘ বর্ষার কথা, 'জুলাই-অগাস্ট মাসে যখন রাজ্য অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা হয়, তখন উত্তরবঙ্গজুড়ে ঘোর বর্ষা। তখন প্র্যাকটিসের সুযোগ পায় না অ্যাথলিটরা। ফলে কলকাতায় সিন্থেটিক ট্র্যাকে নেমে খেই হারিয়ে ফেলাটাই স্বাভাবিক।'

তাই উত্তরের অ্যাথলিটদের প্র্যাকটিসের জন্য তাকিয়ে থাকতে হয় কলকাতার সাই, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন কিংবা অসমের গুয়াহাটিতে ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামের দিকে। কলকাতা থেকে গুয়াহাটি প্রায় ১০০০ কিমিরও বেশি দূরত্বের মাঝে হারিয়ে যায় কত স্বপ্ন!

এই ঘোর আঁধারের মাঝে আবার ফিরে যাই ময়নাগুড়ির ৬৩ বছরের রানার কাছে। শিক্ষকতার চাকরি থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন ২০২১ সালে। তারপরও রোজ ভোর পাঁচটায় উঠে বাড়ির কাজ সেরে ময়নাগুড়ির মাঠে আসেন কোচিং দিতে। বিকেলে পৌঁছে যান ধূপগুড়ির মল্লিকপাড়ার মাঠে। ৩৮ বছর ধরে রানার এই রুটিনের সঙ্গী সুপার স্পেন্ডার। এখনও চালিয়ে যান কীভাবে জানতে চাইলে একগাল হেসে রানার উত্তর, 'বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এখনও জড়িয়ে আছি। প্রতি বছর একটা না একটা প্রতিভা চোখে পড়েই। তখন নতুন উদ্যমে শুরু করি। এভাবেই এতগুলো বছর পার করে ফেললাম।'

এত সমস্যার মাঝেও রানার মতো মানুষজনের জন্যই টিমটিম করে জ্বলছে উত্তরবঙ্গের খেলার আকাশ।

জলের দাবিতে মিছিল

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৬ ফেব্রুয়ারি : পানীয় জল সরবরাহের পাইপ ভেঙেছে প্রায় একবছর। তা মেরামত করে পানীয় জল পরিষেবা স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেয়নি কেউ এমন অভিযোগে ও পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে রবিবার কালচিনি ব্লকের লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশ্বনাথপাড়ায় বিক্ষোভ মিছিল করলেন স্থানীয়রা। এলাকার বাসিন্দা রবি মুর্মু বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সহ সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। দ্রুত সমাধান না হলে আমরা বড় আন্দোলন করতে বাধ্য হব।'

বিক্রয়

কোচবিহার, রেলগুমটি পোলট্রি ফার্ম-এর উলটোদিকে বাড়ি সহ 5 কাঠা জমি বিক্রি হবে। যোগাযোগ- 9678028596. (C/114613)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি স্থানীয় অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই, সত্বর যোগাযোগ Ph : 8250576319, 8918829592. (C/115046)

●

শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে Aquapuro Systems LLP Company-তে Sales-এর জন্য Sales Representative প্রয়োজন। Salary - 12,000+Incentive Extra ও অন্যান্য সুবিধা। WhatsApp : 9635393135/8670330060. Call - 1800212000123. (M/M)

ক্রয়-বিক্রয়

Suitable space approx 1000-4000 sq ft available on rent for Classroom, coaching centre, office at a prime location in Maynaguri, Dist. Jalpaiguri. Proposal for joint venture in Classroom coaching of school subjects may be considered. Contact- 9733322111. Email : baijmng@gmail.com

অ্যাফিডেভিট

আমি আব্দুল লতিফ আহমেদ, পিতা- মজিরুদ্দিন আহমেদ, ঠিকানা- গ্রাম- দঃ নুনখাওয়াডাঙ্গা, পো- লক্ষ্মীকান্তপাড়া, থানা-বানারহাট, জেলা- জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি ইএম কোর্টে Affidavit দ্বারা মহম্মদ আব্দুল লতিফ নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No- 2615 dated- 7/2/25. আব্দুল লতিফ আহমেদ ও মহম্মদ আব্দুল লতিফ একই ব্যক্তি। (C/115045)

DHUPGURI MUNICIPALITY

Sl.No.	Tender ID
1	2025_MAD_815425_1
2	2025_MAD_815706_1

Bid submission end date- 03.03.2025 at 17.00
Sd/- Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

ক্যান্টিনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

টেন্ডার নং. ঃ সি-ক্যান্টিন-এনজেপি-গুডস-২৫-১, তারিখ ঃ ১৩-০২-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ৫ বছরের জন্য গুডস শেড, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে একটি ক্যান্টিন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য লাইসেন্স বরাদ্দের জন্য টেন্ডার। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,৪৬,০০০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৩৬০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ০৩-০৩-২০২৫** তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রগতির মানুষের সেবায়

QUOTATION NOTICE

The undersigned invites sealed quotations from the reputed agency for the procurement of laboratory equipments for the department of Physics, Chemistry, Biology and Geography for financial year 2024-25. The last date of submission of sealed quotation will be 24/02/2025, by 3:00 pm. For further details, please contact office.

Head Mistress
Maharani Indira Devi
Balika Vidyalaya
Cooch Behar

দুদিন বাড়তি বাস চালাবে পরিবহণ নিগম

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৬ ফেব্রুয়ারি : হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলা উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত বাস চালাবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। আগামী ১৮ এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি হলদিবাড়িতে হুজুর সাহেবের বার্ষিক ইসালে সওয়াবের আয়োজন করা হয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার কথা ভেবে এই উদ্যোগ নিয়েছে নিগম। মেলার দু'দিনই মাথাভাঙ্গা, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং চ্যাংরাবান্ধা ডিপো থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এ বিষয়ে নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'মাথাভাঙ্গা, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং মেখলিগঞ্জ থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত অতিরিক্ত বাস চালানো হবে। যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে কোচবিহার এবং দিনহাটা থেকেও বাস চালানো হবে।'

দু'দিনের এই মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই উপচে পড়া ভিড় হয়। মেলার দিনগুলিতে শহর তো বটেই, দূরদূরান্তের জেলা, এমনকি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকেও প্রচুর মানুষের সমাগম হয় সেখানে। মাজার প্রাঙ্গণে ধূপকাঠি, মোমবাতি জ্বালান পুণ্যার্থীরা। ইসালে সওয়াব কমিটির সম্পাদক লুৎফর রহমান বলেন, 'অতিরিক্ত বাস চালানোয় মেলায় ভিড় আরও বাড়বে বলে আমরা আশাবাদী।'

পশুদের উত্ত্যক্ত কাণ্ডে রিলকে দায়ী করছেন ওঁরা

গোপীকৃষ্ণ সামন্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বর্তমানে 'মানুষ' কি তাঁর 'মান' এবং 'হুঁশ' দুটিই হারিয়ে ফেলছে সোশ্যাল মিডিয়ায় রিল তৈরির নেশায়? না হলে আজ কীভাবে তাঁরা পশুদের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠছেন!

মানুষ-পশুর সংঘাত নিয়ে গত কয়েকদিনে উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি ঘটনায় বিরক্ত সকলেই। মনোবিদ থেকে শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক থেকে বনকর্তা। তাঁদের অধিকাংশের তোপে রিল। তাঁদের আলোচনায় উঠে আসছে ভিডিও বা রিল বানানোর জন্য বন্যপশু বা সারমেয়দের নানাভাবে উত্ত্যক্ত করার ঘটনা।

সোচ্চার বিশেষজ্ঞরা

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের অধ্যাপক উত্তম মজুমদারের কথায়, 'অনেক সময় দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করেই চোখের সামনে হাতি বা কোনও বন্যপশুদের দেখলে তা ক্যামেরাবন্দি করতে চাইছেন অনেকে। কিন্তু তাতে যে বন্যরা বিরক্ত হয়ে পড়ছে সেটা হয়তো বুঝতে পারছেন না কেউ। পৃথিবীটা যে সকলের, এই বোধের অভাব এখনও রয়ে গিয়েছে। অবিলম্বে এই দৃষ্টিভঙ্গির বদল প্রয়োজন।'

বন দপ্তরের সচেতনার পরেও এমন কেন ঘটছে? উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বললেন, 'মানুষ সচেতন না হলে, এধরনের ঘটনা আটকানো অসম্ভব।'

ঘটনা ১ : ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল লোকালয়ে চলে আসা হাতিটিকে তাড়াতে আর্থমুভার দিয়ে আঘাত করা হয়। বহু মানুষ মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করতে থাকেন।

ঘটনা ২ : সম্প্রতি মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপুচাপুর চা বাগানে এক চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়। চিতাবাঘটির লেজ ধরে টানাটানি করার পাশাপাশি সেই দৃশ্য মোবাইলবন্দি করা হয়।

ঘটনা ৩ : নকশালবাড়িতে একটি সারমেয় তার সন্তানদের জন্য খাবারের খোঁজ করতে গেলে এক ব্যক্তি কুকুরটির ওপর আঘাত করে। চারপেয়েটির ডানদিকের চোখটি ঝুলে পড়ে। চোখটি বাদ দিতে হয়।

ঘটনা ৪ : শিলিগুড়ির দুর্গানগর এলাকায় শীতের সন্ধ্যায় একটি পথকুকুরকে নালায় ফেলে ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি করে এক তরুণ।

ঘটনা ৫ : সম্প্রতি গরুমারা-লাটাগুড়ির জঙ্গলে শাবক সহ একটি হাতিকে দেখে ভিডিও, রিল বানানোয় বিরক্ত হয়ে একসময় সে তেড়ে আসে।

বর্তমান আধুনিক যুগে আমাদের সকলেরই হাতে হাতে ঘুরছে দামি মোবাইল। স্কুলের গণ্ডি টপকানোর আগেই পড়ুয়াদের হাতে চলে আসছে এই যন্ত্র। লাইক, কমেন্ট, শেয়ারের নেশায় বুঁদ বাঙালি ভুলে যাচ্ছে রিল বা ভিডিওর বিষয় কোনটা হওয়া উচিত আর কোনটা নয়।

কিন্তু কেন বাঙালি এতটা রিলসের ভক্ত হয়ে উঠছে? সমীক্ষা বলছে বর্তমান প্রজন্ম কম বয়সেই স্বনির্ভর হতে চাইছে। এর জন্য সহজ পথ হিসাবে বেছে নিচ্ছে, ইউটিউব, ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মকে। কিন্তু কেন? এর উত্তর এখন বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খুলে নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত লাইক, সাবস্ক্রাইবের গণ্ডি টপকাতে পারলেই টাকা রোজগারের পথ খুলে যাচ্ছে। আর এতেই মজেছে বাঙালি।

পশুপ্রেমী সংগঠন নির্বাক আরণ্যকের সভাপতি দেবর্ষিপ্রসাদ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'ভিডিও বা রিল বানাতে গিয়ে যেভাবে বন্যপশু বা সারমেয়দের উত্ত্যক্ত করা হচ্ছে এটা কখনোই কাম্য নয়। এটা সামাজিক ব্যাধি।' চিকিৎসকরা বলছেন, বর্তমানে প্রজন্মের একটা বড় অংশ মাদক আসক্তির থেকেও বেশি রিলসে আসক্ত হয়ে পড়ছে। অবিলম্বে এই ট্রেন্ডে লাগাম না লাগাতে পারলে সামনে হয়তো ভয়ংকর দিন অপেক্ষা করছে। এর জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট তৈরির ক্ষেত্রে যেমন কঠোর নিয়মের কথা তাঁরা বলছেন, ঠিক তেমনই শিশুদের হাতে মোবাইল দেওয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ তাঁরা দিচ্ছেন। অন্যদিকে পশুপ্রেমী ও বনকর্তারা বলছেন, বন, জঙ্গল বা পাহাড়ের পথে বন্যপশুদের দেখলেই রিল বা ভিডিও করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। ঘরের কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকবেন। **বৃষ :** নিজের শরীর নিয়ে অযথা উৎকণ্ঠা। বাবার সঙ্গে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। **মিথুন :** মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। নতুন অফিসে যোগদান। **কর্কট :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সমস্যায়। যেচে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **সিংহ :** দীর্ঘদিনের বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ। **কন্যা :** হিংস্র পশু থেকে সাবধান। ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। **তুলা :** কোনও কারণে প্রচুর অর্থব্যয় হতে পারে। মেয়ের চাকরি হওয়ায় আনন্দ। **বৃশ্চিক :** পিঠ ও কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। নতুন সম্পত্তি কেনার ভালো সুযোগ পেতে পারেন। **ধনু :** খেলোয়াড়, গায়ক ও অভিনেতারা আজ উল্লেখযোগ্য সুযোগ পাবেন। প্রেমে সফল। **মকর :** নতুন কাজে যোগ দিতে পারেন। জনসেবায় থেকে মানসিক আনন্দ। **কুম্ভ :** কেউ মিথ্যে অপবাদ দিতে পারে। দাম্পত্যের ঝামেলা কাটায় স্বস্তি মিলবে। **মীন :** ব্যবসার জন্য ধার করতে হতে পারে। পাওনা আদায় হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ ফাল্গুন, ১৪৩১, ভাঃ ২৮ মাঘ, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ৪ ফাগুন, সংবৎ ৫ ফাল্গুন বদি, ১৮ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৪, অঃ ৫।২৯। সোমবার, পঞ্চমী রাত্রি ২।৪৪। চিত্রানক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।৫৪। শূলযোগ দিবা ৮।০। কৌলবকরণ দিবা ১।৪০ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ২।৪৪ গতে গরকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, অপরাহ্ণ ৪।৩৬ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, শেষরাত্রি ৫।৫৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ২।৪৪ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।৩৮ গতে ৯।৩ মধ্যে ও ২।৪০ গতে ৪।৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৬ গতে ১১।৫২ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পূর্বে নিষেধ, দিবা ৮।০ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১০।২৪ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ১১।৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ১১।৫২ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ২।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।৩৮ মধ্যে পুনঃ দিবা ১০।২৪ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দীক্ষা নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২৬ মধ্যে ও ১০।৩৫ গতে ১২।৫৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৮ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ২।৩৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।১৮ গতে ৪।৫২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমাজ বদলাবেই
আপনি হবেন
মশাল-বাহক?
চলে আসুন
উত্তরবঙ্গ সংবাদে

উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য যোগ্য এবং আগ্রহীরা আবেদন করতে পারেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্তত স্নাতক। সব পদেরই কর্মস্থল শিলিগুড়ি।

সাব-এডিটর — সাব-এডিটর হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। অনভিজ্ঞরাও আবেদন করতে পারেন। তাদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে সবার ক্ষেত্রেই রাজ্য সহ দেশ-বিদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, রাজনীতিতে আগ্রহ এবং অবশ্যই সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

রিপোর্টার — এলাকার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা, ক্রীড়া, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। বাংলায় সাবলীলভাবে লেখার দক্ষতা এবং মানসিকতায় হতে হবে ইতিবাচক।

ভিডিও-এডিটর পোর্টাল — আবেদনকারীকে অ্যাডোব প্রিমিয়ার, ফোটোশপ ও গ্রাফিকসের কাজ জানতে হবে। অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

সাব-এডিটর পোর্টাল — পোর্টালে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। অনভিজ্ঞদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে রাজ্য এবং দেশ-বিদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, রাজনীতিতে আগ্রহ এবং অবশ্যই সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা থাকতে হবে।

আবেদনপত্র ই-মেল করুন
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে
ubs.torchbearer@gmail.com
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মেলার গন্ধ এসেছে

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে জল্পেশমেলার প্রস্তুতি চলছে। রবিবার অভিরূপ দে'র তোলা ছবি।

সংগঠন নিয়ে শাসকদলে দ্বন্দ্ব

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় কোন্দল প্রকাশ্যে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূলের অ্যাড হক অধ্যাপকদের সংগঠনের জেলা সভাপতি মনোনয়ন নিয়ে দলের অন্দরে তীব্র মতভেদ তৈরি হয়েছে বলে খবর। একাধিক লবি থেকে জেলা নেতৃত্বের কাছে নামের সুপারিশ হয়েছে হলে খবর। নিজেদের লবি থেকে সভাপতি নির্বাচিত করতে বিরোধী লবির দিকে কাদা ছোড়াছুড়িও কম হচ্ছে না। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই দলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ এই পদের দাবিদার একাধিক মুখকে নিয়ে কথা বলেছেন। পাপিয়া বলেন, 'আমাকে প্রস্তাব পাঠাতে বলা হয়েছে। সেই প্রক্রিয়া চলছে। জেলা সভাপতির পদ নিয়ে কোনও বিতর্ক রয়েছে বলে শুনিনি। আমি সবার সঙ্গে কথা বলেই কাজ করছি।'

রাজ্যের বিভিন্ন কলেজের অ্যাড হক অধ্যাপকদের নিয়ে নতুন সংগঠন তৈরি করছে তৃণমূল। দলের রাজ্য শিক্ষা সেলের চেয়ারম্যান ব্রাত্য বসুর মাধ্যমেই এই কমিটি তৈরি হবে বলে জানা গিয়েছে। নয়া এই সংগঠনের জেলা সভাপতি পদের জন্য তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বের কাছে নাম চেয়ে পাঠানো হয়েছে। জেলা সভাপতি হিসাবে শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপিকা ঈশিতা সরকারের নামের খবর চাউর হতেই দলের অন্দরে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

গত বছরের নভেম্বর মাসে অ্যাড হক অধ্যাপকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে উত্তরকন্যা অভিযান করেছিল স্টেট এইডেড কলেজ টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। দলের একাংশের কথায়, শাসকপন্থী সংগঠনে থেকেও ঈশিতা সেদিন সরকারবিরোধী মতামত রেখেছিলেন। শাসকদলের সংগঠনে থেকে এই ধরনের মন্তব্য করা যায় না। সেই ঈশিতাকেই সংগঠনের জেলার শীর্ষ পদে বসানোর চেষ্টা হচ্ছে।

> আমাকে প্রস্তাব পাঠাতে বলা হয়েছে। সেই প্রক্রিয়া চলছে। জেলা সভাপতির পদ নিয়ে কোনও বিতর্ক রয়েছে বলে শুনিনি। আমি সবার সঙ্গে কথা বলেই কাজ করছি।
>
> **পাপিয়া ঘোষ**
> *সভানেত্রী, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল*

অন্যদিকে, ঈশিতাই এই পদের অন্যতম দাবিদার বলে অপরপক্ষের দাবি। তাঁদের যুক্তি, পদে না থেকেও জেলায় এই সংগঠনে প্রথম থেকেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঈশিতা। কাজেই তাঁকেই এই পদে বসানো হোক। বিষয়টি নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি প্রফেসর্স অ্যাসোসিয়েশনের (ওয়েবকুপা) দার্জিলিং জেলা (সমতল) সভাপতি প্রবীরকুমার মান্নার বক্তব্য, 'সংগঠন তৈরির কথা শুনেছি। তবে, এটা পুরোপুরি দলের জেলা সভানেত্রী দেখছেন। তিনিই ভালো বলতে পারবেন।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দলের এক শীর্ষস্থানীয় নেতার কথায়, 'শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় ১০০০-এর বেশি স্টেট এইডেড কলেজ অধ্যাপক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে যা নিয়ে শিক্ষা মহলে ভালো বার্তা যাচ্ছে না। সামনের বছর বিধানসভা ভোট রয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখে দ্রুত সর্বসম্মতিতে জেলা সভাপতি মনোনীত করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি করা উচিত।'

সমবায় নির্বাচনে দুর্নীতি

ম্যানেজারের বিরুদ্ধে সরব সব রাজনৈতিক দল

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : একতিয়াশাল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ম্যানেজারের বিরুদ্ধে সমবায় নির্বাচনে স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, ৭ মার্চ সমবায়ের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। এই মর্মে গত ৫ ফেব্রুয়ারি একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তার আগেই সমিতির ম্যানেজার সুরজিৎ লাহিড়ি নিজের পছন্দের লোকদের নমিনেশন করিয়ে দেন বলে অভিযোগ।

এই অভিযোগে সমিতির ম্যানেজারকে একযোগে নিশানা করেছে বিজেপি, তৃণমূল ও সিপিএম। সূত্রের খবর, নির্বাচনের মাধ্যমে আটজনের বোর্ড অফ ডিরেক্টর নির্বাচিত হওয়ার কথা। সেইমতো বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগেই ম্যানেজার নিজের পছন্দের আটজনের নাম জমা করান। গত শনিবার স্ক্রুটিনিতে কিছু ভুল ধরা পড়তেই দুজনের নাম বাতিল হয়। এরপরই বিষয়টি সামনে আসে।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'বহুদিন ধরে লুটেপুটে খাওয়ার জন্য সমিতিকে ব্যবহার করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছর নিশ্চিন্তে দুর্নীতি করার জন্য ম্যানেজার এসব করেছেন।' ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএমের প্রাক্তন প্রধান সুষেণ রায় বলেন, 'ঘুষ না দিলে এখান থেকে লোন পাওয়া যায় না। নির্বাচিত বোর্ড না থাকায় বিগত কয়েক বছরে ইচ্ছেমতো খরচ করা হয়েছে।'

একতিয়াশাল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি। -ফাইল চিত্র

তৃণমূলের প্রাক্তন উপপ্রধান নির্মল বর্মনের অভিযোগ, 'এমন কয়েকজনকে প্রার্থীপদে দাঁড় করানো হয়েছে, যাঁরা সমিতির নিয়মকানুন কিছুই জানেন না। কেউ কেউ আবার প্রার্থী হয়েছেন বলে নিজেই জানেন না।' এবারে নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা করেছেন তেলিপাড়ার রমা রায়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলন, 'প্রায় ৩০ বছর থেকে সমিতির সদস্য রয়েছি। ম্যানেজার আমাকে প্রার্থী হতে বলেছেন বলে মনোনয়নপত্র জমা করেছি।'

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে ম্যানেজারের বক্তব্য, 'সকলেই সব জানতেন, এখন অস্বীকার করছেন।

> বহুদিন ধরে লুটেপুটে খাওয়ার জন্য সমিতিকে ব্যবহার করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছর নিশ্চিন্তে দুর্নীতি করার জন্য ম্যানেজার এসব করেছেন।
>
> **শিখা চট্টোপাধ্যায়**
> *বিধায়ক, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি*

আমাদের হাত ধরে কোনও দুর্নীতি হয়নি। অনেকেই ক্ষমতায় থাকার জন্য ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছেন।'

এদিকে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ তুলে তেলিপাড়া এলাকার বাসিন্দা সুকুমার রায় বলেন, 'কয়েকবছর আগে দুই লক্ষ টাকা নেওয়ার জন্য ম্যানেজারকে সাত হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। টাকা না দিলে ঋণ দেওয়া হচ্ছিল না।'

এদিকে চয়নপাড়ার বাসিন্দা শ্যামলকুমার সাহা বললেন, 'বছরখানেক আগে ৮ লক্ষ টাকা ঋণের আবেদন করি। ম্যানেজারকে ১০ হাজার টাকা ঘুষ দেওয়ার পর ঋণ পেয়েছিলাম।'

নাবালিকার শ্লীলতাহানিতে গ্রেপ্তার এক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : দাঁত ব্যথা থাকায় এলাকার এক দাঁতের চিকিৎসকের চেম্বারে গিয়েছিল বছর দশের এক নাবালিকা। আর সেই দাঁত দেখাতে গিয়েই শ্লীলতাহানির শিকার হয় ওই নাবালিকা বলে অভিযোগ। ঘটনাটি মাটিগাড়া থানা এলাকার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ওই চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম মহম্মদ মিন্নাত হুসেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি চলতি মাসের ১২ তারিখ। ওই নাবালিকা তাঁর দাদার সঙ্গে মাটিগাড়া থানা এলাকায় থাকে। নাবালিকার মা কাজের সূত্রে বাইরে থাকে। ওইদিন দাঁতের ব্যথার কারণে ওই নাবালিকা স্থানীয় একটি দাঁতের চিকিৎসকের চেম্বারে যায়।

অভিযোগ, সেখানে অভিযুক্ত দাঁত পরিষ্কার করে দেওয়ার নামে তাকে ভেতরে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে নাবালিকার বিভিন্ন জায়গায় হাত দিতে শুরু করে ওই অভিযুক্ত। নাবালিকা কোনওভাবে ওই দাঁতের চিকিৎসকের চেম্বারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে আসার সময় ওই অভিযুক্ত হুমকি দিয়ে নাবালিকাকে বলে এই ব্যাপারটা যেন কাউকে না জানায়।

নাবালিকার মা বাড়ি ফিরে আসার পর সে তার মাকে বিষয়টা জানায়। এরপর রবিবার ওই নাবালিকার মা মাটিগাড়া থানায় ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই দাঁতের চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে, ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সদস্যরা থানায় গিয়ে হাজির হন। সেখানে তাঁরা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবি জানান।

পাশাপাশি অভিযোগকারীর বাড়িতে টহলদারির জন্য ভ্যান পাঠানোর দাবি জানানো হয়। যা নিয়ে কিছুটা বচসাও হয় পুলিশকর্মীদের সঙ্গে। অভিযোগকারীর বাড়িতে ভ্যান যাওয়ার পর বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সদস্যরা থানা থেকে ফিরে আসেন।

বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকাশ্যে

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপির ৩৩টি মণ্ডলের মধ্যে ২১টি মণ্ডলের নতুন সভাপতির নাম রবিবার দলের তরফে ঘোষণা করা হয়। আর এতেই দলেরই একটি অংশ প্রশ্ন তুলছে, কেন সবক'টি মণ্ডলের সভাপতিদের নাম এদিন ঘোষণা করা গেল না। জানা গিয়েছে, একটি মণ্ডলের মধ্যে যতগুলি বুথ কমিটি থাকে, তার মধ্যে থেকে ৬০ শতাংশ বুথ কমিটি গঠন করতে পারলে তবেই মণ্ডল কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

ছাব্বিশের ভোটকে সামনে রেখে এখন থেকেই বুথ স্তরের কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে শুরু করেছে শাসকদল। সেখানে বিজেপি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বুথ কমিটি গঠন করে সবক'টি মণ্ডল সভাপতি নির্বাচন করতে না পারার বিষয়টি সংগঠনের পক্ষে যথেষ্টই উদ্বেগজনক বলে মনে করছে দলেরই একাংশ।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসলামপুরে চারটি মণ্ডল থাকলেও এদিন শুধুমাত্র একটি মণ্ডল সভাপতির নাম ঘোষণা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এদিনের মণ্ডল সভাপতিদের নাম ঘোষণা হতেই ইসলামপুর তথা জেলাজুড়ে বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং নেতৃত্বের ব্যর্থতা সামনে এসেছে।

যদিও জেলা বিজেপির সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন দাবি করছেন, 'বিভিন্ন সমস্যার কারণে জেলার সমস্ত বুথ কমিটি গঠন করা যায়নি। এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে সমস্ত বুথ কমিটি গঠন করা হবে। পাশাপাশি এই মাসেই নতুন জেলা সভাপতি নির্বাচন হওয়ার পরই বাকি মণ্ডল সভাপতির নামও ঘোষণা করা হবে।'

সীমান্তে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : পানিট্যাঙ্কির নেপাল সীমান্ত থেকে রবিবার সন্ধ্যায় ধরা পড়ল শিলিগুড়ি আদালত থেকে পলাতক অভিযুক্ত বিকাশ কার্কি। যদিও বিকাশ আদালত থেকে পালিয়ে পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছাল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দার্জিলিং জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার পর থেকেই পানিট্যাঙ্কি সীমান্তে বিশেষ নজর রাখা হয়েছিল। এদিন সন্ধ্যায় অভিযুক্তকে দেখতে পেয়েই পাকড়াও করা হয়। যদিও ওই অভিযুক্ত কোন গাড়িতে করে সীমান্তে পৌঁছাল? সেখানে যাওয়ার টাকা পেল কোথা থেকে? তাছাড়া পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অতদূর গেল কীভাবে? তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

আদালত থেকে অভিযুক্ত পালানোর পর থেকে একাধিক প্রশ্নে বিদ্ধ হয়েছে খড়িবাড়ি থানা। শনিবার খড়িবাড়ি থানা থেকে আদালতে নিয়ে আসা আটজনই মদের আসর থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিল। আদালত সূত্রে খবর, আটজন অভিযুক্তকে যে প্রিজন ভ্যানে করে নিয়ে আসা হয়েছিল সেই ভ্যানে মাত্র দুজন পুলিশকর্মী নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। যদিও খড়িবাড়ির থানার তরফে দাবি করা হয়েছিল, চারজন পুলিশকর্মী সেদিন অভিযুক্তদের আদালতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে ছিলেন। তবে চার হোক বা দুই, আটজন অভিযুক্তর জন্য কোনও সংখ্যাটাই কি পর্যাপ্ত ছিল? এনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে কি গুরুতর অভিযোগে গ্রেপ্তার না হওয়ার কারণেই ঢিলেঢালা নজরদারিতে অভিযুক্তদের আদালতে আনা হয়েছিল?

এদিকে, অভিযুক্তের খোঁজখবর চালানো হলেও কার্যত অন্ধকারেই অভিযুক্ত খোঁজার মতন পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল পুলিশের। কারণ, ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও পুলিশের কাছে ওই অভিযুক্তের কোনও ছবিই ছিল না। শিলিগুড়ি থানার পুলিশও কোনও ছবি জোগাড় করে উঠতে পারছিল না। কারণ, আদালতে সিসিটিভি লাগানো থাকলেও সেই ফুটেজ পেতে এসিজেএম থেকে অনুমতি নিতে হয়। সেই প্রক্রিয়া এখনও সম্পন্ন হয়নি। পুলিশকর্মীদের একটা অংশের কথায়, মদ খাওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের সাধারণত ছবি তোলা হয় না। ছবি তোলা হয় গুরুতর অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের। যদিও এবারের ঘটনা পুলিশকে অনেকটাই শিক্ষা দিল বলে মনে করছে পুলিশেরই একাংশ।

গাছ কাটার প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বাংলাবাজারে দোকান বণ্টন ইস্যুতে ১৯ দিন ধরে আন্দোলন করছে সিপিএম। রবিবার অবস্থানস্থল থেকে একটি মিছিল বের করে সিপিএমের ডাবগ্রাম-১ এরিয়া কমিটি। মিছিলটি আইটিআই মোড় হয়ে পুনরায় অবস্থানস্থলে ফিরে আসে।

দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ সিং বলেন, 'যতদিন পর্যন্ত দাবি না মিটবে, ততদিন আমরা অবস্থানে বসে থাকব।' এর পাশাপাশি রাস্তা থেকে যারা গাছ কেটেছে তাদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন দিলীপ। গাছ কাটার বিরুদ্ধেও আন্দোলন চলবে বলে দলের তরফে জানানো হয়েছে।

ইস্টার্ন বাইপাস সম্প্রসারণ করতে গিয়ে উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা বলা হয়। সিপিএমের অভিযোগ, পুনর্বাসন দেওয়ার কথা বলে আসলে বাইরে থেকে লোক এনে টাকাপয়সার বিনিময়ে দোকান বণ্টন করার চেষ্টা চলছে। তারই বিরুদ্ধে তাঁদের এই আন্দোলন।

শিশুদের স্কুলে নেশার আসর

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : স্কুলের চারপাশে পাঁচিল দেওয়া থাকলেও, পাঁচিল টপকে যখন-তখন ঢুকে পড়ছে বহিরাগতরা। রাতের অন্ধকারে স্কুল চত্বরে চলছে অসামাজিক কাজ। বাগানের গাছগুলি থেকে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে ফুল। ভেঙে নিয়ে পালাচ্ছে গেটের তালা। এমনকি স্কুল চলার সময়ও এসব ঘটনা ঘটে চলছে বলে অভিযোগ। বহিরাগতদের অত্যাচারে সমস্যায় পড়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা হায়দরপাড়া নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রীরা।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতা রায় প্রধানের অভিযোগ, 'স্কুল ছুটির ঠিক আগের মুহূর্ত থেকে বহিরাগতদের আনাগোনা শুরু হয়। ছুটি হতেই কেউ বা কারা স্কুলে ঢুকে নেশার আসর বসাচ্ছে। স্কুলের মাঠে মদের বোতল পড়ে থাকছে। স্কুলের গেট, ঘরগুলির তালা ভেঙে নিয়ে পালাচ্ছে। এমনকি স্কুলের বাথরুম তৈরির কাজে ব্যবহারের জন্য আনা বাঁশ ও অন্য সামগ্রী সব নিয়ে চলে যাচ্ছে।'

স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, স্কুলের পড়ুয়ারা খেলতে খেলতে স্কুলের প্রধান দরজার সামনে চলে গেলে অনেকে তাদের চকোলেটের প্রলোভন দেখিয়ে বোতলে জল ভরে দিতে বলছে। ভবিষ্যতে বড় কোনও অঘটন ঘটার আগে প্রশাসন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক। চাইছেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রধান শিক্ষিকা জানালেন, ওয়ার্ড কাউন্সিলার রাজেশ প্রসাদ শা-কে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। এ বিষয়ে কাউন্সিলার বললেন, 'একটা স্কুলের ভেতর এই ধরনের ঘটনা কখনোই কাম্য নয়। পুলিশের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।'

অভিযোগের তির স্থানীয়দের দিকেই

কনভেনশন

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ওয়েস্ট বেঙ্গল রোড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের উত্তরবঙ্গ সমন্বয় কমিটির দ্বিতীয় কনভেনশন হল রবিবার। শিলিগুড়ির অনিল বিশ্বাস ভবনে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে ছয়টি জেলা থেকে ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। কনভেনশনের উদ্বোধন করেন সুবীর বোস। কনভেনশন থেকে ২৪ মার্চ পরিবহণ শ্রমিকদের পার্লামেন্ট অভিযানে দিল্লি সমাবেশ এবং ২০ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশ সফল করার আবেদন জানানো হয়। এদিনের কনভেনশনে ৩৮ জনের কমিটি গঠিত হয়।

নিরাপত্তায় জোর জটিলেশ্বরে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে জল্পেশ মন্দিরের মতো জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ময়নাগুড়ি জটিলেশ্বর মন্দিরেও। গত কয়েক বছরে জটিলেশ্বর মন্দিরেও পুণ্যার্থীর ব্যাপক ঢল নামে।

তাই এবছর প্রশাসনের তরফ থেকেও বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না।'

কয়েক বছর আগে 'ডুয়ার্স মেগা ট্যুরিজম' প্রকল্পের অধীনে জটিলেশ্বর মন্দিরের পুরোনো কাঠামো অক্ষত রেখেই কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রকের প্রায় আড়াই কোটি টাকা আর্থিক সহযোগিতায় রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে জটিলেশ্বর মন্দির চত্বর ঢেলে সাজানো হয়। এরপর থেকে জটিলেশ্বর মন্দিরে পুণ্যার্থীদের সমাগম বাড়তে থাকে। শ্রাবণ মাসের পাশাপাশি শিবরাত্রির সময় পুণ্যার্থীর ঢল নামে। এবছর শিবচতুর্দশীর ভোরে শেষ হচ্ছে প্রয়াগের কুম্ভস্নান পর্ব।

প্রস্তুতি চলছে জটিলেশ্বর মন্দিরে।

সেকারণে জল্পেশ মন্দিরের মতো জটিলেশ্বর মন্দিরের পুকুরেও শিবরাত্রির দিন পুণ্যার্থীদের স্নানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকছে। জটিলেশ্বর মন্দির লাগোয়া ১৫ বিঘা জমিতে মন্দিরের পুকুর রয়েছে। সেই পুকুরের ঘাটে স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্নান করতে নেমে যাতে পুণ্যার্থীদের কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা পুকুরের পাশে মোতায়েন থাকবেন।

এছাড়া, শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্দিরের পুরোহিত সুভাষ মিশ্র। চলবে নামযজ্ঞ।

ইতিমধ্যে মন্দির সাফাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। শিবরাত্রির আগে গোটা মন্দির রং করা হবে। ইতিমধ্যে পুলিশের তরফ থেকে জল্পেশ মন্দিরের পাশাপাশি জটিলেশ্বর মন্দিরও পরিদর্শন করা হয়েছে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে লাগানো হচ্ছে একাধিক সিসি ক্যামেরা। মন্দিরের ইজারাদার সুনীলচন্দ্র রায় বলেন, 'জটিলেশ্বর মন্দির সাজানোর কাজ শুরু হয়েছে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সকালের নমাজ।। কলকাতায় ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের অনুপম চৌধুরী।

সচেতন থাকার বার্তা সাইবার তদন্তকারীদের

এটিএমে অপরাধের জাল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : মোবাইল চুরির পর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে যেভাবে টাকা গায়েব হয়ে গেল, তাতে উদ্বেগ বাড়ছে সাইবার তদন্তকারীদের মধ্যে। পাশাপাশি এটিএম কাউন্টারকে কেন্দ্র করে যেভাবে অপরাধের জাল বিস্তার করা হচ্ছে, তাতে তদন্তকারীদের চিন্তা দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকার বার্তা দিয়েছেন সাইবার তদন্তকারীরা।

শনিবার মাল্লাগুড়ির এটিএম কাউন্টারে থাকা হেল্পলাইনে ফোন করে প্রতারণার শিকার হন এক তরুণ। রবিবার সেই এটিএম কাউন্টারে তদন্ত করতে যান সাইবার ক্রাইম থানার আইসি সম্রাট মিত্র সহ তদন্তকারীদের একটি দল।

জানা যাচ্ছে, ওই কাউন্টারে কার্ড ঢোকানোর জায়গায় আঠা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে কারণে কার্ডটি সেখানে আটকে যায়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এদিন ওই এটিএম কাউন্টারের উলটোদিকে থাকা আর একটি এটিএম কাউন্টারেও ম্যাল ফাংশনিংয়ের অভিযোগ ওঠে। ব্যাংকের কর্মীরা ছুটে গিয়েছিলেন। সেখানেও দেখা যায়, শূন্য নম্বরে আঠা লাগানো হয়েছে। এমনকি ওই কাউন্টারের দেওয়ালেও হেল্পলাইন নম্বর লেখা রয়েছে।

অন্যদিকে, ১১ ফেব্রুয়ারি মোবাইল চুরি হয়ে যায় তাপস চক্রবর্তীর। তারপর নতুন মোবাইল কিনে সিম লাগাতেই তিনি বুঝতে পারেন তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সবমিলিয়ে ২ লক্ষ ২২ হাজার ৮০০ টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে। তাপসের দাবি ছিল, তাঁর মোবাইলে কোনও অনলাইন ট্র্যানজ্যাকশনের অ্যাপ ছিল না। শুধুমাত্র তাঁর মোবাইল নম্বরটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

এই দু'ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে সাইবার তদন্তকারীদের। তাঁরা অনুরোধ করেছেন, এটিএম কাউন্টারের দেওয়ালে কোনও হেল্পলাইন নম্বর লেখা থাকলে সেখানে কেউ যেন ফোন না করেন।

এদিকে মোবাইল চুরির ঘটনায় তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, ফোন থেকে জালিয়াতরা সিমকার্ড বের করে অন্য মোবাইলে ঢুকিয়ে অনলাইন ট্র্যানজ্যাকশন অ্যাপে যুক্ত করেছিল। আগে থেকেই ওই ফোন নম্বর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় সহজেই টাকা বের করে নেওয়া হয়।

সম্প্রতি এধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের বার্তা, 'মোবাইল চুরি হলে সেই ফোনে থাকা সিমকার্ডের নম্বর যদি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে টেম্পোরারি ব্লক করে দিতে হবে।'

সচেতনতার ক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে, এটিএম কার্ড হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে ব্যাংকে সে ব্যাপারে দ্রুত তথ্য দিতে হবে। পাশাপাশি আধার কার্ডের ওপর দিতে হবে বিশেষ নজর। আধারের বায়োমেট্রিক লক করার জন্য 'এম আধার' অ্যাপ ডাউনলোড করার পরামর্শ দিয়েছেন তদন্তকারীরা।

ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশের বক্তব্য, 'এটিএমে কোনও ম্যাল ফাংশনিং হলে ব্যাংকের কর্মীরা বুঝে যান। এদিন তাই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চলে এসেছিলেন। আমরাও একটি টিম তৈরি করেছি। তাঁরা প্রতিটি এটিএম কাউন্টার ঘুরে দেখছেন। ব্যাংকগুলোর সঙ্গেও আলোচনা চলছে।' মূল চক্রীদের ধরে ফেলার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী রাকেশ।

সতর্কতার দশ কাহন

- এটিএমের পিন মনে রাখতে হবে। সেটা যেখানে-সেখানে লেখা যাবে না। এমনকি কার্ডেও নয়।
- এটিএম কার্ড হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে দ্রুত ব্যাংকে জানাতে হবে।
- এটিএম থেকে টাকা তোলার সময় মেশিনের কাছে দাঁড়াতে হবে। পিন টাইপ করার সময় হাত দিয়ে কী-প্যাড ঢেকে রাখতে হবে। কেউ পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলেও যাতে পিন দেখতে না পারেন।
- এটিএম থেকে টাকা তোলা কিংবা ফেলার পর অ্যাকাউন্টে নয়া এন্ট্রি পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- লেনদেনের স্লিপ নিলে দেখে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি ছিঁড়ে ফেলা দরকার।
- আধারের বায়োমেট্রিক লক করতে হবে। 'এম আধার' অ্যাপ ডাউনলোড করে আধারের বায়োমেট্রিক লক সম্ভব।
- অজানা কাউকে নিজের বায়োমেট্রিক দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- কেওয়াইসি জমা দেওয়ার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। শেষ চারটি নম্বর ছাড়া আধার কার্ডের বাকি অংশ ঢেকে রাখাই বাঞ্ছনীয়।
- আঙুল ভেজা থাকলে কিংবা তেল থাকলে 'আধার এনেবেলড পেমেন্ট সিস্টেমে' আঙুলের ছাপ না দেওয়াই ভালো।
- এটিএম কার্ড ব্যবহার করতে বা নগদ তুলতে অপরিচিত ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া এড়ানো উচিত।

বিন্নাবাড়ির দখল নিতে ময়দানে তৃণমূল

প্রধানকে সরাতে চায় বিজেপি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ির বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এসেছে। পরিস্থিতি এমনই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বর্তমান প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। তৃণমূলও তাঁকে লুফে নিতে প্রস্তুত।

এদিকে সূত্রের খবর, বিজেপির একটা অংশ প্রধানকে পদত্যাগের জন্য নিয়মিত চাপ দিচ্ছে। যার জেরে বিরক্ত হয়ে প্রধান আলাকসু লাকড়া পদত্যাগ না করে তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে নিতে পারেন। আলাকসুও এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি। তিনি বলেছেন, 'তৃণমূলের তরফে প্রস্তাব এসেছে। এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিইনি।'

২০২২ সালে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে শিলিগুড়ির ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটিতেই তৃণমূল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। বাকি ২১টিতে নির্বিঘ্নে বোর্ড গঠন করলেও তৃণমূল খড়িবাড়ির বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ধাক্কা খায়। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৩টি আসনের মধ্যে ন'টিতে তৃণমূল জয়ী হয়, বাকি চারটি আসন বিজেপির দখলে যায়। তবে, প্রধান পদটি তপশিলি উপজাতির (এসটি) জন্য সংরক্ষিত থাকলেও তৃণমূলের এসটি কোনও প্রার্থী জয়ী হননি। অন্যদিকে, বিজেপির জয়ী চারজনের মধ্যে দুজনই এসটি তালিকাভুক্ত। আবার পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী, বোর্ড গঠনের আড়াই বছর আগে কোনও জয়ী সদস্য দলবদল করতে পারেন না। বাধ্য হয়ে বিজেপির জয়ী সদস্য আলাকসুকে প্রধান পদে সমর্থন দেয় তৃণমূল। ফলে বোর্ড দখলে থাকলেও প্রধান পদে বিজেপির কাঁটা বিঁধিয়েই চলতে হচ্ছে তৃণমূলকে।

আড়াই বছরের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় এবার বিজেপির একাংশ প্রধান পদ থেকে আলাকসুকে সরিয়ে বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত অপর এসটি সদস্য লক্ষ্মী কিসকুকে বসাতে তৎপর হয়ে উঠেছে। আলাকসুকে পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য গত এক মাস ধরে দলের এক বিধায়ক এবং ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা এলাকার নেতৃত্বের একাংশ চাপ সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও জেলা নেতৃত্ব এ বিষয়ে কিছুই জানে না বলে দাবি। তবে, পদ ছাড়তে নারাজ বর্তমান প্রধানও।

তাঁর বক্তব্য, দায়িত্ব নেওয়ার সময় আড়াই বছর পরে পদ ছেড়ে দিতে হবে এমনটা কেউ আমাকে শর্ত দেয়নি। এখন আমাকে এভাবে পীড়াপীড়ি করা হচ্ছে কেন? কারা পদ ছাড়ার জন্য চাপ দিচ্ছে? আলাকসুর জবাব, 'খুঁজে দেখুন। দলের বাইরের কেউ তো না। আমি মুখ খুললে এখন অনেকের বিপদ হয়ে যাবে।' বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেছেন, 'ওই পঞ্চায়েতের প্রধান আমাদের দলেই রয়েছেন। সেখানে তৃণমূল নানাভাবে চেষ্টা করছে ঠিকই, কিন্তু প্রধান পদের দখল নিতে পারবে না।' তৃণমূলের বিন্নাবাড়ি অঞ্চল সভাপতি সাগর মালাকার বলেন, 'এখনই কিছু বলছি না। কথাবার্তা চলছে।'

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

- বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব
- বিজেপির একটা অংশ প্রধানকে পদত্যাগের জন্য চাপ দিচ্ছে
- এর জেরে বিরক্ত হয়ে প্রধান তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন
- প্রধান নিজেও এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না
- নিজের দলের বিরুদ্ধেই বলতে শোনা যাচ্ছে ওই প্রধানকে

প্রযুক্তির নেশায়।। কাজ শেষে মোবাইল হাতে বাড়ির পথে কৃষক। রবিবার ফুলবাড়িতে। ছবি : সূত্রধর

টুকরো খবর

সেরে উঠছে হস্তী শাবক

বাগডোগরা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে হস্তী শাবক। কয়েকদিনের মধ্যে স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারবে ছ'বছরের বুনোটি। বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া রবিবার জানান, শাবকটি এদিন খাবার, জল খেয়েছে। বনকর্মীরা কাছে গেলে তাড়া করছে। আপাতত বুনোটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ব্যাংডুবি সামরিক বিভাগের সংরক্ষিত এলাকায় শনিবার অসুস্থ অবস্থায় দেখা গিয়েছিল শাবকটিকে। পিছনের পা ফুলে ঢোল হয়ে ছিল। ওইদিনই চিকিৎসা শুরু হয়। ফোলা পায়ের অস্ত্রোপচার করে ওষুধ দেওয়া হয়।

সভা

চোপড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া থানার ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে রবিবার থানা মাঠে টোটোচালকদের নিয়ে বৈঠক করা হল। বৈঠকে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয়েছে। চোপড়া থানার ট্রাফিক ওসি আজগর হুসেন জানান, মাঝিয়ালি এবং চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের একাংশে টোটোচালকদের মধ্যে স্ট্যান্ড করা নিয়ে সম্প্রতি মতানৈক্য হয়। এদিন দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি চালকদের পথ সুরক্ষা নিয়েও সচেতন করা হয়েছে।

টাকা গায়েব

চোপড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা চুরির অভিযোগ উঠল। দোকানের মালিক কমল দে বলেন, 'ক্যাশ বাক্সে ৩০ হাজার টাকা রাখা ছিল। রবিবার দুপুরে পাশের কাউন্টারে যেতেই মুহূর্তের মধ্যে কেউ বা কারা সমস্ত টাকা হাতিয়ে নেয়।' এদিন বিকেলে চোপড়া থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি।

সম্মেলন

চোপড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মানগছ এলাকায় মনোরঞ্জন চা বাগানে সিটু অনুমোদিত ওয়েস্ট দিনাজপুর চা বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নের ইউনিট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক শীল জানান, ২৫ জনের ইউনিট কমিটিতে সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে বীরেন সিংহ এবং দীনুলাল সিংহকে।

বৈঠক

চোপড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূলের হিন্দি সেলের চোপড়া অঞ্চল কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হল রবিবার। সংগঠনের চোপড়া অঞ্চল সভাপতি সঞ্জিত ভগত জানিয়েছেন, আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি দলের অঞ্চল সম্মেলন রয়েছে। সেই ব্যাপারে কথা হয়েছে। সদর চোপড়ায় একটি হিন্দিমাধ্যম প্রাথমিক স্কুল গড়ে তোলার ব্যাপারেও আলোচনা হয়।

চিকিৎসা শিবির

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : রবিবার শিলিগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে পোড়াঝাড় মা তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন ও নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদের যৌথ উদ্যোগ এবং অম্বুজা নেওটিয়া তিস্তা ডেভেলপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের সহযোগিতায় একদিবসীয় চিকিৎসা, রোগনির্ণয় পরীক্ষা ও ওষুধ বিতরণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরে ৩১০ জন রোগী উপস্থিত ছিলেন।

শিলিগুড়ির বেশকিছু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সেখানে স্থানীয় জনসাধারণের বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন। বিনামূল্যে তাঁদের ওষুধও বিতরণ করা হয়। এছাড়াও শিবিরে ১২০ জন রোগীর ব্লাড সুগার পরীক্ষা, ১০ জন রোগীর রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, ১০ জন মহিলার প্রেগন্যান্সি পরীক্ষা এবং ১২ জন রোগীর হিমোগ্লোবিন পরীক্ষাও করা হয়। শঙ্খ সেন, অরিজিৎ সাহা, গীতিন মুর্মু, অনির্বাণ মিত্র, শ্রেয়সী সেন, বিপিন বিজলীয়ানির মতো চিকিৎসকরা এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী বিশ্বধরানন্দ মহারাজ বলেন, 'এই অঞ্চলের দরিদ্র অনেকেরই ঠিকমতো চিকিৎসা করাবার সাধ্য নেই। তাই শিবজ্ঞানে জীবসেবার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এই উদ্যোগ আরও নেওয়া হবে।'

আহত তিন

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বাইক এবং টোটোর সংঘর্ষে আহত হন তিনজন। রবিবার রাত এগারোটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে ঘোগোমালিতে। স্থানীয়রা জানালেন, এলাকার একটি গলি থেকে ঘোগোমালির রাস্তায় উঠছিল একটি টোটো। সেই সময়ে দ্রুতগতিতে ছুটে আসা একটি বাইক সজোরে ধাক্কা মারে টোটোটিকে। দুমড়ে-মুচড়ে যায় দুটি গাড়িই। চালক সহ টোটোর এক আরোহী দুর্ঘটনায় জখম হন। মারাত্মকভাবে জখম হন বাইকচালক। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা। খবর লেখা পর্যন্ত আহতদের কারও পরিচয় জানা যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সামনে চপ, পেছনে 'দেশি'

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : কোথাও তেলেভাজার দোকানের আড়ালে মদ বিক্রি, কোথাও আবার কাফ সিরাপ বেচাকেনা। এনজেপি থানা এলাকায় ঘটনার ঘনঘটা।

সাউথ কলোনি বাজারের ঘটনা। সামনে থেকে দেখলে মনে হবে তেলেভাজার দোকান। কিন্তু তার আড়ালে চলত দেশি মদের কারবার। বাজারের অন্য দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেলেও গভীর রাত পর্যন্ত পাওয়া যেত মনোজ সিংয়ের তৈরি তেলেভাজা। এত রাতে চপ-পেঁয়াজি কেউ খায়? সন্দেহ হয় পুলিশের। শেষমেশ শনিবার গভীর রাতে হানা দিয়ে সেই দোকান থেকে বেশ কয়েকটি মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করেন উর্দিধারীরা। মনোজকে গ্রেপ্তার করে এনজেপি থানার পুলিশ।

রবিবার তাকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ জানিয়েছে, এর আগেও একাধিকবার মদের ঠেক চালানোর অভিযোগে মনোজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রতিবার সংশোধনাগার থেকে ফিরে এসে ফের দেশি মদ বিক্রি করত মনোজ।

সেই রাতেই রাজগঞ্জের বাবুপাড়ার বাসিন্দা কামাল মহম্মদ কাফ সিরাপ বিক্রি করতে আসে পোড়াঝাড় এলাকায়। ৫১ বোতল কাফ সিরাপ সহ কামালকে গ্রেপ্তার করে এনজেপি থানার পুলিশ। এদিন জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে কামালকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

রবিবার ভোরে সাউথ কলোনি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় গুলাব মহম্মদকে। পুলিশ জানিয়েছে, সে দীর্ঘদিন ধরে ব্রাউন সুগার বিক্রি, চুরি-ছিনতাই, ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। পুরোনো একটি ডাকাতির মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে গুলাবকে। এদিন আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

এনজেপি থানার আরও একটি ঘটনায় এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের বিচারক দুজনকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। কয়েকদিন আগে ফুলবাড়ির একটি কারখানায় চুরি হয়। তদন্ত নেমে গত শুক্রবার অরুণ রায় নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে সুশীল রায় নামে একজনের খোঁজ পাওয়া যায়। এরপর শনিবার রাতে সুশীলকে গ্রেপ্তার করতেই উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া সামগ্রী। সবকটি ঘটনার তদন্ত চলছে।

ধৃত কামাল মহম্মদ।

স্কুলের পাশে আবর্জনার স্তূপ

চোপড়া, ১৬ ফেব্রুয়ারি : স্কুলের কাছেই রাস্তার ধারে আবর্জনার স্তূপ। মাঝেমধ্যেই পড়ুয়াদের নাকে রুমাল দিয়ে যাতায়াত করতে দেখা যায়। আবর্জনা অপসারণ নিয়ে উদাসীন প্রশাসন। সোনাপুর হাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুলের পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের অভিযোগ, স্কুলের সামনে জাতীয় সড়কের আন্ডারপাসের পাশে সার্ভিস রোডের ধারে দিনের পর দিন আবর্জনা পড়ে রয়েছে। দূষিত হচ্ছে সেখানকার পরিবেশ। পড়ুয়াদের পাশাপাশি শিক্ষকদের মধ্যেও এনিয়ে ক্ষোভ রয়েছে।

অভিযোগ, এ ব্যাপারে সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কোনও পদক্ষেপ করছে না। কোথা থেকে আসছে এই আবর্জনা? জানা যাচ্ছে, সোনাপুর হাটের অধিকাংশ আবর্জনা ওখানে ফেলা হচ্ছে। ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ।

যদিও আবর্জনা অপসারণের আশ্বাস দিয়েছেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান চন্দ্রশেখর সিংহ। তাঁর বক্তব্য, 'খোঁজ নিয়ে দেখেছি পঞ্চায়েতের আবর্জনা সেখানে ফেলা হচ্ছে না। তবে আমরা যথাসম্ভব দ্রুত জায়গাটি সাফাইয়ের উদ্যোগ নেব। পাশাপাশি ওই এলাকায় যাতে কেউ জঞ্জাল না ফেলে, এ ব্যাপারে সতর্ক করতে বোর্ড টাঙানো হবে।' এদিকে, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধ্রুব তিওয়ারি বলছেন, 'অনেকসময় মরা জীবজন্তু এনে ফেলা হচ্ছে এখানে। দুর্গন্ধ এতটাই বেশি যে আমাদের নাকে রুমাল দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।'

আমাদের ছোট নদী

খেমচিতে জলের অভাবে মেলে না মাছ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : খেমচি থেকে স্থানীয় কৃষকদের স্বার্থে জলসেচের বন্দোবস্ত করেছিল সেচ দপ্তর। সেই জল চাষাবাদে ব্যবহার করতেন কয়েক হাজার চাষি। এখন অবশ্য নদীটির অস্তিত্ব বোঝা মুশকিল। প্রস্থ কমতে কমতে যেন নালায় পরিণত হয়েছে সেটা।

এককালে নকশালবাড়ির গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই ছোট নদী। আশপাশে বসবাসকারী একটা বড় অংশের মানুষ পেশায় কৃষিজীবী কিংবা মৎস্যজীবী। স্থানীয় কৃষক প্রমোদ বর্মন সেদিন যেমন বললেন, 'আগে নদীতে সারাবছর জল থাকত। সেই দিয়ে বছরে দু'বার ধান চাষ করা যেত। এখন সে সব অতীত। জলের পরিমাণ কমেছে। খেত পর্যন্ত আসছে না। তার আগেই শুকিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে বছরে একবার চাষ করি, বাকি সময় খালি পড়ে থাকে জমি।'

জলসেচের জন্য গ্যাঁটের কড়ি খরচ করতে হচ্ছে বহু চাষিকে। তেমন একজন গৌরাঙ্গ সিংহ। জানালেন, নদীতে জল না থাকার কারণে মেশিন ভাড়া করে কুয়ো থেকে জল তুলে জমিতে দেন তিনি। গৌরাঙ্গর আশঙ্কা, 'নদী তার গভীরতা হারিয়েছে। কয়েক বছরে হয়তো পুরোটাই শুকিয়ে যাবে। তখন শুধু চারপাশের নিকাশিনালার জল বইবে গতিপথ দিয়ে।'

অভিযোগ, প্রশাসন এবং অসচেতন মানুষ দায়ী এই পরিস্থিতির জন্য। বিভিন্ন সময় অপরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের জন্য ছোট নদীটি আজ সংকটের মুখোমুখি। দোকান থেকে বাড়ি- সব জায়গার আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। অথচ সাফাইয়ের প্রয়োজন বোধ করছে না প্রশাসন। এই সমস্ত কারণে নিজের স্বাভাবিক গতিপথ হারাতে বসেছে খেমচি। নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-নেপাল সীমান্তের কলাবাড়ি বনাঞ্চল থেকে উৎপত্তি। তারপর রকমজোত, পাট্টারাম হয়ে লালপুলের কাছে এসে দুটো শাখায় বিভক্ত হয়েছে তার গতিপথ। ফাকনাজোত দিয়ে নকশালবাড়িতে ঢুকেছে একটি শাখা। সেই শাখার শোচনীয় দশা। দখলদারি আর দূষণের জোড়া ফলায় বিদ্ধ সে।

বিশেষ করে বাবুপাড়া, রায়পাড়া সংসদে নদীর দু'পাশে প্রাচীর, কংক্রিটের বাঁধ এবং অবৈধ নির্মাণ চোখে পড়ে। অভিযোগের আঙুল উঠছে প্রশাসনের বিরুদ্ধেও। স্থানীয় প্রশাসন বাজারের নিকাশিনালার সঙ্গে নদীর সংযোগ তৈরি করেছে। ফলে রোজ বাজারের আবর্জনা এসে জমে নদীতে। এসবের সঙ্গী নদীপাড়ের বাড়ির জঞ্জাল, প্লাস্টিক ও থার্মোকলের সামগ্রী। শৌচাগারের আউটলেটটিও খেমচির সঙ্গে জুড়েছেন অনেকে।

নকশালবাড়ির খালপাড়া, শান্তিনগর এবং টুকরিয়া চা বাগান দিয়ে খেমচি প্রবেশ করেছে খড়িবাড়ি ব্লকের বুড়াগঞ্জে। বুড়াগঞ্জের দ্বারাবোকাসে খেমচির বুকে চলছে চাষাবাদ। সেখান থেকে বেরিয়ে নদীটি খড়িবাড়ির ডুমুরিয়ায় মিশে যায়। প্রায় ২১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের খেমচির পাশে গড়ে উঠেছে নকশালবাড়ি অন্নপূর্ণা শ্মশান কালীবাড়ি, রায়পাড়া খেমচি পার্ক, টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চল, নকশালবাড়ি চা বাগান ও নকশালবাড়ি অধিকাংশ বাজার।

আগে হরেকরকমের মাছ মিলত এই নদীতে। সেগুলোর মধ্যে পুঁটি, টাকি, ট্যাংরা, বাটা থেকে চিংড়ি, ডেরা এবং চেঙা মাছের বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল। পাওয়া যেত বাইন, গছি, কাকিলা এবং কুচিয়া। মাগুর আর শিঙি এখনও পাওয়া যায়, তবে কম। এসব মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাতেন বহু মানুষ। তাঁদের একাংশ পরবর্তীতে পেশা ছাড়তে বাধ্য হন। বাকিরা এখন পাড়ি দিচ্ছেন দূরে, মাছের খোঁজে।

এই নিয়ে কথা হল স্থানীয় মৎস্যজীবী বাবলু কিষানের সঙ্গে। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'আগে আমরা রোজ এই নদী থেকে মাছ ধরে বাজারে নিয়ে যেতাম। বেশ ভালো চাহিদা ছিল। এখন যা পরিস্থিতি, তাতে দীর্ঘ চেষ্টার পরেও সেভাবে মাছ ধরা পড়ে না।' স্থানীয় বাসিন্দা তথা পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্য ঋত্বিক বিশ্বাসের বক্তব্য, 'দূষণের জেরে এখান থেকে নদীয়ালি মাছ বিলুপ্তির পথে। আগের মতো নদীর গভীরতাও নেই। বিভিন্ন আচার পালন করতে গিয়ে আরও দূষণ ছড়াচ্ছে মানুষ।' স্থানীয় বাসিন্দাদের সবার আগে সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি, নয়তো আগামীদিনে ছোট নদীর পরিণতি করুণ হতে পারে বলে শঙ্কা ঋত্বিকের।

খেমচি কথা

- কলাবাড়ি বনাঞ্চল থেকে উৎপত্তি
- লালপুলের কাছে এসে দুটো শাখায় বিভক্ত হয়েছে গতিপথ
- ফাকনাজোত দিয়ে নকশালবাড়িতে ঢুকেছে একটি শাখা
- সেই শাখার শোচনীয় দশা
- দখলদারি আর দূষণের জোড়া ফলায় বিদ্ধ ছোট নদী

ধন্যবাদ কর্মসূচি

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বৃদ্ধির জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আগেই ধন্যবাদ জানিয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন'। এবার তারা এই ডিএ বৃদ্ধি নিয়ে সরকারের হয়ে প্রচারে নামতে চলেছে।

তৎপর নবান্ন

একশো দিনের কাজের বকেয়া আদায় করতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। তার আগে ভুয়ো জব কার্ড সংক্রান্ত তথ্য চাইল নবান্ন।

মৃত্যু খুদের

ভাইকে সাইকেলে চাপিয়ে আঁকার ক্লাসে নিয়ে যাচ্ছিলেন দিদি। আচমকা ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু ভাইয়ের। গুরুতর জখম দিদি। হুগলির তারকেশ্বরের ঘটনা।

হাইকোর্টে শাহজাহান

জামিনের আবেদন করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ শেখ শাহজাহান। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির সম্ভাবনা।

বৈবাহিক বিরোধের মামলায় নয়া মোড়

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বৈবাহিক বিরোধে স্বামী ও তাঁর আত্মীয়দের জড়ানোর প্রবণতা অস্বাভাবিক নয়। তাই বৈবাহিক কলহ সংক্রান্ত মামলাগুলির ক্ষেত্রে আদালতের আরও সতর্ক হওয়া ও বাস্তবসম্মত বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তার। এই ধরনের একটি মামলায় স্বামী ও তাঁর পরিজনদের বিরুদ্ধে আইপিসির ৪৯৮এ ধারায় অভিযোগ এনেছিলেন স্ত্রী। তবে দুই ননদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। তখনই এই সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ রেখেছেন বিচারপতি।

২০০৯ সালে বিয়ে হয় ওই দম্পতির। ২০১০ সালে তাঁদের কন্যাসন্তান হয়। কিন্তু ২০২১ সাল থেকেই তাঁদের মধ্যে বিবাদ চরমে ওঠে। ওই মহিলা তাঁর সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান। ওই বছরই তিনি লেকটাউন থানায় ৪৯৮এ ধারায় স্বামী ও তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। মহিলার অভিযোগ, স্বামী ও তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পণের জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করছিল। তাঁর ননদরা তাঁকে ফোনে হুমকি দিচ্ছিলেন। এই এফআইআর খারিজের দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই মহিলার ননদরা।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, আবেদনকারী দুই ননদের বিয়ে হয়েছে ২০০৭ ও ২০০৯ সালে। ওই মহিলা লিখিত অভিযোগে বা বিবৃতিতে ননদদের বিরুদ্ধে আনা হুমকির অভিযোগের নির্দিষ্ট তারিখ, সময়, মোবাইল নম্বর উল্লেখ করেননি। এই পরিস্থিতিতে অভিযুক্তদের ভূমিকা নিশ্চিত করা অসম্ভব। তাঁর আনা অভিযোগের যথার্থতা নেই বলেই মনে করছে আদালত।

মীনাক্ষীকে নিয়ে চর্চা সিপিএমে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : তাঁর নামে ভরেছিল ব্রিগেডের মাঠ। দলীয় কর্মসূচিতে তিনিই থাকেন সামনের সারিতে। এই মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের আগামী নিয়ে এখন বিস্তর চর্চা চলছে সিপিএমে। দলের নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্য সম্মেলন শেষ হলে রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়। আর পার্টি কংগ্রেসের পরে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। বর্তমানে মীনাক্ষী রাজ্য কমিটির সদস্য। তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হবে কি না তা নিয়ে দলের অন্দরে দ্বিমত তৈরি হয়েছে।

ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে রাজ্য সম্মেলন রয়েছে। তা থেকে রাজ্য কমিটি গঠন করা হবে। তারপর এপ্রিলে তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে রয়েছে সিপিএমের পার্টি কংগ্রেস। তখন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হবে। ফলে ওই সময় মীনাক্ষীর স্থান কেন্দ্রীয় কমিটিতে হবে কি না তা নিয়েই এখন চর্চা। সিপিএমের একাংশের বক্তব্য, তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে আনা হলে তরুণ প্রজন্মের জন্য তা বার্তা হয়ে দাঁড়াবে। সিপিএমের বিরুদ্ধে বিরোধীরা অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধতন্ত্রের অভিযোগ আনেন। ফলে নতুন করে বিভিন্ন কমিটিতে বয়সবিধিও বেঁধে দিয়েছে আলিমুদ্দিন। মীনাক্ষীকে রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান দেওয়া হলে বিরোধীদের এই ভাবনাও নিপাত যাবে।

প্রয়াগরাজ যাওয়ার ট্রেন ধরতে আসানসোল স্টেশনের বাইরে। রবিবার।

মহাকুম্ভে যেতে স্টেশনে লাগামছাড়া ভিড়

নয়াদিল্লির ছায়া আসানসোলেও

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

আসানসোল, ১৬ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াগরাজ যাওয়ার জন্য শনিবার রাতে নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর ঠিক দু'দিন আগে আসানসোল স্টেশনে অন্য একটি ট্রেনে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ভিড়ের কারণে অনেক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল। কোনওভাবেই নয়াদিল্লির ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না নয় তার জন্য রবিবার সকালে পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের ডিআরএম চেতনানন্দ সিং আসানসোল স্টেশন পরিদর্শন করেন। ট্রেন চলাচল এবং যাত্রীদের সুবিধার বিষয়ে সবকিছু খতিয়ে দেখেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

ডিআরএম বলেন, 'দু'দিন আগে আসানসোল স্টেশনে একটা ট্রেনে চাপার জন্য যে ভিড় দেখা গিয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর শনিবার রাতের দিল্লির ঘটনার পরে আমরা আরও সতর্ক হয়েছি।'

কিন্তু ডিআরএমের পরিদর্শনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রবিবার সন্ধ্যায় লাগামছাড়া ভিড় জমল আসানসোল স্টেশনে। উদ্দেশ্য, প্রয়াগরাজ যেতে আসানসোল-মুম্বই ট্রেন ধরা। এই ট্রেনের জেনারেল বগিতে চাপার জন্য আসানসোল স্টেশনের বাইরে কয়েক হাজার যাত্রীর মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

রেলের তরফে এই সব যাত্রীকে সরাসরি ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাওয়ার জন্য পার্সেল রুমের পাশের গেট খুলে দেওয়া হয়েছিল। আরপিএফের পাশাপাশি রেল পুলিশ ও আধিকারিকরা ছিলেন। ভিড় সামলানোর জন্য দড়ি দিয়ে ব্যারিকেড করা হয়েছিল। কিন্তু এই ট্রেনে চাপার জন্য যে এত ভিড় হবে সেই আন্দাজ রেল আধিকারিকদের ছিল না। ফলে সেই ভিড় সামলাতে রেলের হিমসিম অবস্থা হয়। একটা সময় দিল্লির মতো অবস্থা হবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। শেষপর্যন্ত সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ গোটা পরিস্থিতি কোনও মতে সামাল দেওয়া সম্ভব হয়।

এদিন ডিআরএম আরও জানান, প্ল্যাটফর্ম চত্বরের বাইরে একটি হোল্ডিং এরিয়া তৈরি করা হচ্ছে, যাতে যাত্রীদের এক লাইন ধরে ট্রেন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়। আসানসোল স্টেশনের দ্বিতীয় গেট থেকে সাধারণ বগির যাত্রীদের সরাসরি ট্রেনে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, একবার ঘোষণা হয়ে গেলে, কোনও অবস্থাতেই ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন করা হবে না। পাশাপাশি যাত্রীদের কিছুটা ধৈর্য ধরতেও অনুরোধ করেছেন।

তাঁর কথায়, 'কুম্ভগামী ট্রেনে উপচে পড়া ভিড় হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে মানুষ ধৈর্য রাখতে পারছেন না।' সকালের ডিআরএমের সেই আশঙ্কা যে কতটা সত্যি, তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আসানসোল স্টেশনে প্রমাণিত হল।

রবিবারের কলকাতা ময়দান। ছবি : আবির চৌধুরী

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের বৈঠকে দেব

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বৈঠকে যোগ দিলেন তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী তথা দেব। রবিবার ঘাটালের টাউন হলে মনিটরিং কমিটির বৈঠক ছিল। সেখানেই যোগ দেন দেব।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের বাস্তবায়ন নিয়ে এদিন তিনি বলেন, 'আজ ঘাটালের মানুষ বুঝতে পারছেন, ২০২৪ সালে আমি কেন ভোটে দাঁড়ালাম। একটাই শর্ত ছিল, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের বাস্তবায়ন করা। দিদি আমাকে কথা দিয়েছিলেন। এক বছরও হয়নি মাস্টার প্ল্যানের এক তৃতীয়াংশ দিয়েছেন। টেন্ডারের কাজ শুরু হচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলার পর শিলান্যাসের দিনক্ষণ ঠিক হবে বলে জানিয়েছেন সাংসদ।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নজরদারির জন্য মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এদিন এই কমিটি বৈঠকে বসে। মন্ত্রী মানস ভুঁইয়াও বৈঠকে ছিলেন।

বাংলাদেশ নিয়ে ধীরে চলো নীতির পক্ষে মোহন

সংঘে যোগ দিতে ডাক ভাগবতের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সমগ্র হিন্দুসমাজকে নিয়ে সংগঠন করতে চায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস। রাজ্যে ১০ দিনের প্রবাসের শেষে রবিবার বর্ধমানের তালিত সাই কমপ্লেক্সে এক প্রকাশ্য সভায় একথা বলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। এদিনের সভায় সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, অগ্নিমিত্রা পাল থাকলেও শুভেন্দু অধিকারী হাজির ছিলেন না।

জন্মলগ্ন থেকে দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করাই আরএসএস-এর ঘোষিত লক্ষ্য। এদিন ভাগবত বলেন, 'সংঘ কী করতে চায়? এককথায় বললে, সংঘ সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজের সংগঠন করতে চায়।' এরপর নিজেই বলেন, 'কেন হিন্দুসমাজকে নিয়ে সংগঠন? জবাবে ভাগবতের ব্যাখ্যা, একমাত্র হিন্দুসমাজই বিশ্বের বিবিধতাকে স্বীকার করে চলে।' পুরোনো বিতর্ক উসকে ভাগবত বলেন, 'ভারতবর্ষ ১৯৪৭-এ হয়নি। ভারতবর্ষ অনেক পুরোনো। আর সেইসময় থেকেই তার এই স্বভাব। যারা সেই স্বভাবকে মানতে পারেনি, তারা আলাদা দেশ তৈরি করে চলে গিয়েছে।' রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বার্তা দেশের সংখ্যালঘু মুসলিমদের উদ্দেশেই। যে বার্তার মধ্যে দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার সংকল্প স্পষ্ট। তবে ভাগবতের দাবি, আরএসএস-এর এই হিন্দুত্ব হল বসুধৈব কুটুম্বকম।

তাঁর সাফাই, হিন্দুসমাজের মনে রয়েছে অপার আত্মীয়তা। প্রত্যেকের স্বতন্ত্রতাকে সম্মান দিয়ে চলার এই শিক্ষা কেবল হিন্দুদেরই আছে। বাংলাদেশের নাম না করে ভাগবত বলেন, দেশের সামনে অনেক সমস্যা আছে। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে আমরা কতটা সংঘবদ্ধ। আমাদের

মোহন উবাচ

- একমাত্র হিন্দুসমাজই বিশ্বের বিবিধতাকে স্বীকার করে চলে
- আরএসএস চায় দেশের পুরো সমাজটাই সংঘ হয়ে যাক

একতা কতটা আছে। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের সাত্যকি, অর্জুন ও কৃষ্ণের বনে শিকার করতে গিয়ে মায়া রাক্ষসের মোকাবিলা করার প্রসঙ্গ টেনে ভাগবত বলেন, সাত্যকি, অর্জুন হার মানলেও সফল হন কৃষ্ণ। কারণ, কৃষ্ণ মায়া রাক্ষসকে আক্রমণ না করে তার শক্তি পরীক্ষা করেন। আর কৃষ্ণকে আক্রমণ করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে রাক্ষস, ঠিক তখনই কৃষ্ণ তাকে বেঁধে ফেলতে সক্ষম হন।

পর্যবেক্ষকদের মতে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কেন এখনও হাত গুটিয়ে বসে আছে কেন্দ্র তা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে গেরুয়া শিবিরে। এদিন পৌরাণিক কাহিনীর দৃষ্টান্ত দিয়ে ভাগবত বোঝালেন, বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতের ধীরে চলো নীতির কৌশলই সঠিক। দেরি হলেও সঠিক সময়েই প্রত্যাঘাত করবে দিল্লি। তবে শতবর্ষ পরেও আরএসএস-এর কাজ ও তার উদ্দেশ্যকে নিয়ে দেশের আপামর মানুষের মনে যে বিরূপ ধারণা এখনও কাটেনি তা বিলক্ষণ বুঝেছেন ভাগবত। তবে তাঁর মতে, এটা অপপ্রচার। সংঘের নিঃস্বার্থ দেশসেবায় যাদের স্বার্থে আঘাত লাগে তারাই আরএসএসকে নিয়ে এই অপপ্রচার করে। সেই 'অপপ্রচার' দূর করতে তাই এদিন সাধারণ মানুষকে সংঘে যোগ দিয়ে সংঘকে চেনার আহ্বান জানালেন ভাগবত।

ভাগবত বলেন, 'একশো বছর ধরে করছি, একে বুঝতে তাই সময় লাগে। যারা ভয় পায় তারাই অপপ্রচার করে তাই আমার প্রার্থনা, সঙ্গে আসুন ওকে দেখুন স্বয়ং সেবক হোন। ভালো না লাগলে চলে যাবেন। এখানে কোনও জোরাজুরি নেই।' দেশে ৭০ হাজারের বেশি শাখা। তবু কেন সংঘের আরও বিস্তার চান তিনি। সে প্রশ্নের জবাবেও ভাগবত বলেন, আরএসএস চায় দেশের পুরো সমাজটাই সংঘ হয়ে যাক। ভাগবতের এই বার্তাকে যদিও কটাক্ষ করেছে বামেরা। সিপিএমের শমীক লাহিড়ির মতে, ভাগবতের এই প্রত্যাশা নতুন কিছু নয়। তবে এই সর্বগ্রাসী প্রত্যাশা আরএসএসের কখনও পূর্ণ হবে না। হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন চিরকাল অধরাই থেকে যাবে।

তালিকা তৈরি হচ্ছিল পার্থর বাড়িতে

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : আরও বিপাকে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রাথমিকে নিয়োগে চাকরিপ্রার্থীদের নাম সুপারিশ করেছিলেন প্রভাবশালীরা। সেই তালিকা পার্থর বাড়িতে বসেই তৈরি হত। প্রভাবশালীদের অনেকেই পার্থর অফিসে যেতেন। সেখানেই বৈঠকও হত। পার্থর প্রাক্তন অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিআইয়ের কাছে এমনটাই জানিয়েছেন। আদালতে জমা দেওয়া সিবিআইয়ের নথিতে এই বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওই নথিতে জানানো হয়েছে, বিকাশ ভবন থেকে উদ্ধার হওয়া সমস্ত নথি পার্থর প্রাক্তন ওএসডিকে দেখানো হয়েছিল। তখনই তিনি জানিয়েছিলেন, প্রভাবশালীদের সুপারিশ করা চাকরিপ্রার্থীদের নামের তালিকা পার্থর বাড়িতে বসে তৈরি হত। ওই প্রভাবশালীরা প্রায়ই পার্থর অফিসে গিয়ে চেম্বারে বৈঠকও করতেন। তবে বৈঠকে কী আলোচনা হত, তা তিনি জানেন না। ওই তালিকা সংক্রান্ত সিডি প্রাক্তন ওএসডির হাতে দিয়েছিলেন পার্থ এবং সেটি মানিক ভট্টাচার্যের হাতে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে ৩২৪ জনের নামের তালিকা তৈরি হয়েছিল তাঁদের মধ্যে দুজন বাদে বাকি কাউকেই চিনতেন না প্রবীর। ওই দুজন পার্থর সঙ্গে অফিসে দেখা করতেও আসতেন বলে দাবি করেছিলেন তিনি। এমনকি নামের তালিকাগুলিতে টিকচিহ্ন দিয়ে গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখার নির্দেশ দিতেন পার্থ। বর্তমানে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে সিবিআইয়ের নথিতে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বিস্ফোরক অভিযোগ আরও বিপাকে ফেলেছে তাঁকে। ইডির মামলায় জামিন পেলেও সিবিআইয়ের মামলায় এই অভিযোগগুলি তাঁর বিরুদ্ধে হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

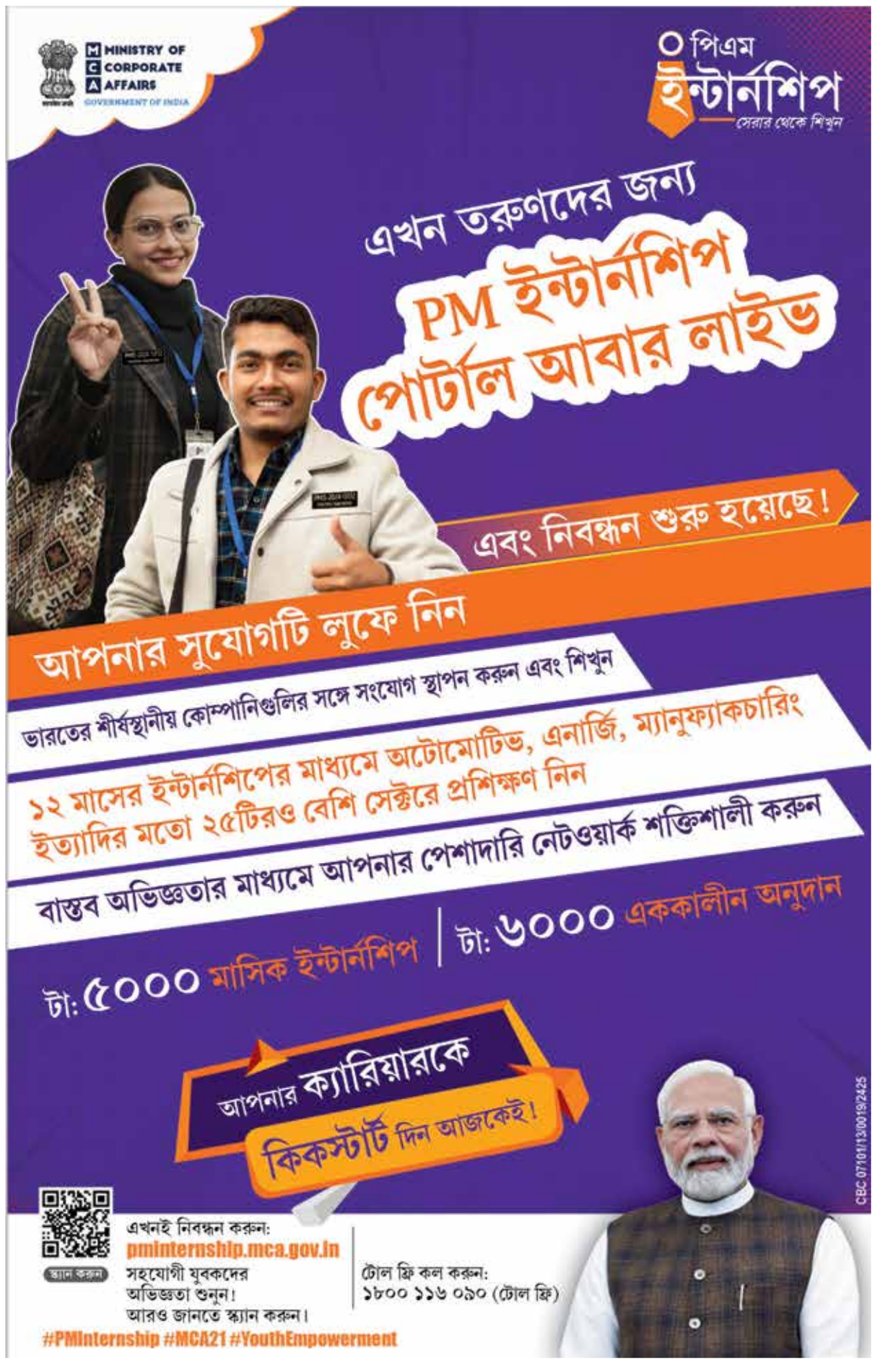

বাংলাদেশিরা না আসায় লাটে ব্যবসা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের নাগরিকদের ভারতে আসার ট্যুরিস্ট ভিসা দেওয়া বন্ধ হয়েছে। এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে কলকাতার একটি অংশের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। নগরীর নিউ মার্কেট, মার্কুইস স্ট্রিট, কলিন স্ট্রিট প্রভৃতি এলাকার অধিকাংশ দোকানেই বিক্রি কমেছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে বেশ কিছু হোটেল, রেস্টুরেন্ট। ওই এলাকায় দোকানদারদের মধ্যে রীতিমতো হাহাকার পড়ে গিয়েছে।

সামনেই রমজান মাস। অন্যান্য বছর এই সময়ে নিউ মার্কেট এলাকা রীতিমতো গমগম করত। দোকানে দোকানে ভিড় উপচে পড়ত। জামাকাপড় থেকে খাওয়ার দোকান, সর্বত্রই কেনাকাটার ধুম থাকত। এই ক্রেতাদের একটা বিরাট অংশই বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু বাংলাদেশের ঘটনার পর সেই দেশের নাগরিকদের ভারতে আসার ভিসা দেওয়া আপাতত দেওয়া বন্ধ হয়েছে। তাতেই হাহাকার পড়েছে নিউ মার্কেট এলাকার দোকানদারদের মধ্যে।

নিউ মার্কেটের প্রাণকেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে ফুটপাথে মেয়েদের জামাকাপড় বিক্রি করেন আবদুল

নিউ মার্কেট এলাকায় চূড়ান্ত হতাশা

খালেক। বাংলাদেশিরা না আসায় তাঁর বিক্রি অন্তত ৪০ শতাংশ কমেছে। তিনি জানান, অন্যান্য বার রমজান মাসের আগে যে ভিড় থাকত, তা এখন উধাও। পাশেই বিখ্যাত ওষুধের দোকান। দোকানের কর্মী মানস ঘোষ বলেন, ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ বিক্রি কমেছে। বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসা করতে আসা রোগীদের একটা বিশাল অংশ এই দোকান থেকে ওষুধ কিনতেন। আগে ভিড়ে দোকানে ঢোকা যেত না। এখন দিনভর মাছি তাড়াতে হচ্ছে।

নিউ মার্কেটের পাশেই মার্কুইস স্ট্রিট। কলকাতায় আসা বাংলাদেশিরা মূলত এই এলাকার বিভিন্ন হোটেল ও গেস্টহাউসে থাকেন। সবসময় গমগম করত এলাকা। ভিড়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটা দায় ছিল। এখন রীতিমতো শুনসান এই এলাকা। এখানেই বিখ্যাত কুর্তার দোকান। রবিবার দুপুর, নেই কোনও খরিদ্দার। দোকানের মালিক মহম্মদ খুরশিদ বলেন, 'বাংলাদেশিরা না আসায় চরম সমস্যায় পড়েছি। দিনভর বসে থাকাই সার। নেই কোনও খরিদ্দার। সাত-আটজন কর্মীর বেতন দিতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে।' একই হাল হোটেলগুলির। দিনে একজন খরিদ্দারও ঢুকছেন না বলে জানালেন একটি বিখ্যাত হোটেলের ম্যানেজার মাজিদ খান। রুমের ভাড়া অর্ধেক করে দিয়েও খরিদ্দার পাওয়া যাচ্ছে না। আগে বাংলাদেশিদের পছন্দের হোটেল এখন বেহাল। একই বক্তব্য, গেস্টহাউসের স্টাফ রমজান তাজ-এর। গেস্টহাউসের ১৫টি রুমের মধ্যে মাত্র তিনটি রুম ভর্তি। পাঁচ-ছয় মাস ধরে এই হাল। আরেকটি হোটেলের কর্মী সাজিদ খান জানান, ২৩টি রুমের মধ্যে ৩-৪টি রুমে কাস্টমার আছে। হাজার টাকার রুম ৫০০ টাকায় ভাড়া দিতে হচ্ছে।

এই এলাকার অধিকাংশ দোকানই বাংলাদেশি পর্যটক নির্ভর। বাংলাদেশিরা না আসায় ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে 'ঢাকা মেজবান', 'চট্টগ্রাম মেজবান', 'তৈয়াব রেস্টুরেন্ট', 'হোটেল ইনসা' সহ বহু রেস্টুরেন্ট। সমস্যায় পড়েছেন টাকা লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরাও। বিভিন্ন লেনদেনকারী সংস্থার মালিক রীতিমতো আতঙ্কিত ভবিষ্যৎ নিয়ে। দোকানের ভাড়াই তুলতে পারছেন না তাঁরা। এইভাবে চললে কিছুদিনের মধ্যে এই এলাকা অন্ধকারে ডুববে বলে তাঁদের মত।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৬৯ সংখ্যা, সোমবার, ৪ ফাল্গুন ১৪৩১

খয়রাতির খেসারত

রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাসিক অনুদানের পরিমাণ না বাড়ায় অনেক মহিলা কিঞ্চিৎ হতাশ বলে শোনা যাচ্ছে। বিধানসভায় বাজেট পেশের বহু আগে থেকে সংবাদমাধ্যমের বাঁধাধরা খবর ছিল দুটো- এক) রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) এবার বাজেটে বাড়ছেই। যা নিয়ে মামলা এখন শীর্ষ আদালতের বিচারাধীন। দুই) লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে মহিলাদের মাসিক ভাতা বাড়ানো হবে। প্রথম ভবিষ্যদ্বাণীটি মিলে গিয়েছে। ৪ শতাংশ হারে বাড়ানো হয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ।

আন্দোলনকারীরা অবশ্য এতে আদৌ খুশি নন। কিন্তু বেড়েছে তো বটেই। তবে টিভির সামনে আশা নিয়ে ঠায় বসে থাকলেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের উপভোক্তাদের নতুন কোনও প্রাপ্তিই হল না বাজেটে। তবে বাজেটে এই প্রকল্পে ২৬৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ফলে যাঁরা এই ভাতা পাচ্ছেন, তাঁদের বঞ্চিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। রাজ্যের দাবি অনুযায়ী এই মুহূর্তে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে মাসিক ভাতা পাচ্ছেন ২ কোটি ২১ লক্ষ মহিলা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এবারের বাজেটে যা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার ৫০ শতাংশই মহিলাদের জন্য। তাঁর ভাষায়, এটা 'মেয়েদের জন্য বাজেট।' মমতা এই দাবি করলেও বাজেট তথ্য থেকে স্পষ্ট যে, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী প্রকল্পে বরাদ্দ এবার কমেছে। এই প্রকল্পগুলি কিন্তু মেয়েদের জন্যই। তাহলে রাজ্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়ল কোন কোন খাতে? বেড়েছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নে (সাড়ে ২৯ হাজার কোটি থেকে বাড়িয়ে ৪৪ হাজার কোটি), নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণে (সাড়ে ২৬ হাজার কোটি থেকে বাড়িয়ে ৩৮ হাজার ৭০০ কোটি), জনস্বাস্থ্য কারিগরিতে (সাড়ে চার হাজার কোটি থেকে বাড়িয়ে ১১ হাজার ৬০০ কোটি)।

কন্যাশ্রী, রূপশ্রী'র পাশাপাশি বরাদ্দ কমেছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে। তবে লক্ষাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সত্তর হাজার আশাকর্মীকে স্মার্টফোন দেওয়ার প্রস্তাব আছে বাজেটে। সেই খাতে বরাদ্দ ২০০ কোটি। বাস্তব হল, অধিকাংশ আশাকর্মীর স্মার্টফোন আছে। তাই স্মার্টফোন না দিয়ে ভাতা বাড়ালে ভালো হত বলে মনে করছে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন।

উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ হয়েছে আবাস যোজনায় ১৫৪৫৬ কোটি, স্বাস্থ্যসাথীতে ১৮৫৮ কোটি, সবুজ সাথীতে ৪৯৩ কোটি, জয় বাংলা পেনশনে ১০৬০৩ কোটি। তুলনায় শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি সামান্য। স্কুল শিক্ষায় ৪১১৫৩.৭৯ কোটি এবং উচ্চশিক্ষায় ৬৫৯৩.৫৮ কোটি বরাদ্দ হয়েছে। বাজেটে উপভোক্তাদের মাসিক ভাতা না বাড়ালেও মনে করা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বাড়াবেন সম্ভবত আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে। চতুর্থবারের জন্য রাজ্যের মসনদ সুনিশ্চিত করতে ভোটের আগে যথাসময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ওই তুরুপের তাস ব্যবহার করবেন।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট এক মামলার শুনানিতে কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের খয়রাতি রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করেছে। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, মানুষের কাজকর্ম না করেই থাকা-খাওয়ার সংস্থান হয়ে গেলে তার পরিশ্রম করার ইচ্ছেটাই চলে যাবে। সেজন্য যে কোনও সরকারের উচিত, সব মানুষকে জীবিকার মূলস্রোতে শামিল করা।

সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের ক্ষেত্রে খাটে। ফল কী হচ্ছে? একদিকে ভোটের লক্ষ্যে জনমোহিনী বাজেট তৈরি করতে গিয়ে রাজ্যের ঘাড়ে ঋণের বোঝা বেড়ে চলেছে। অথচ ঋণ পরিশোধ করার কোনও দিশা দেখানো নেই এই বাজেটে। অন্যদিকে, সমানতালে বাড়ছে রাজস্ব এবং রাজকোষ ঘাটতি। সব মিলিয়ে রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যথেষ্ট সংকটজনক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে। বাংলার অর্থনীতি নিয়ে অর্থনীতিবিদরা বহু আগে থেকে সেই সতর্কবার্তা শুনিয়ে আসছেন। মুখ্যমন্ত্রী যদি এখনও সেদিকে নজর না দেন, এখনও নগদ-খয়রাতির মাধ্যমে ভোটব্যাংক অটুট রাখার চেষ্টা চালিয়ে যান, তাহলে আখেরে রাজ্যের সর্বনাশ।

অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই তো মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। ইন্দ্রিয় সংযমের মতন কঠিন কাজ জগতে কিছুই নাই, এমন সহজ কাজও কিছু নাই। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর, আত্মপ্রীতি নহে। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্য অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা- ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় হইতেছে নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া।

- শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

কুম্ভমেলায় স্পষ্ট দুই ভারতের ছবি

কুম্ভমেলায় অনেক মানুষ প্রাণ হারালেন। সর্বশেষ সংযোজন নয়াদিল্লির দুর্ঘটনা। গণ উন্মাদনার কাছে কষ্ট ও বিপদ তুচ্ছ।

সুমিত চৌধুরী

নয়াদিল্লি রেলস্টেশনের ভয়ংকর দুর্ঘটনার ছবিগুলো দেখতে দেখতে মনে পড়ছিল, এবারের কুম্ভমেলার স্মৃতি। প্রয়াগে যাওয়ার জন্য এত আকুতি নিয়ে যাচ্ছিলেন ওঁরা। যেতে পারলেন না।

এবার প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে প্রথম শাহি স্নান ছিল ১৪ জানুয়ারি। তবে যোগীর হিন্দুত্বের আবহাওয়ায় শাহি স্নানকে এবার অমৃত স্নান বা রাজসিক স্নান বলার একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এবার মেলায় গিয়ে একটা জিনিস উপলব্ধি হল। যেখানে কুম্ভের মেলা বসে, সেটা শহর এলাহাবাদের উলটোদিকে। গঙ্গা পেরিয়ে একটা বিশাল চরের উপরে। বেশি বৃষ্টি হলে গঙ্গায় জল বাড়লে সেই চর পুরোটাই জলে ডুবে যায় বর্ষাকালে। এবারের মেলা মাঠ ভাগ করা হয়েছে ২৫ সেক্টরে। আসল সংগম যেটা, যেখানে গঙ্গা, যমুনা এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতী মিলেছে সেখানে চর তুলনামূলকভাবে সরু।

১ থেকে ২৫ নম্বর সেক্টরজুড়ে উনিশটা স্নানের ঘাট তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত পুণ্যার্থী যদি মূল সংগমে স্নান করতে যায় তাহলে যে কেলেঙ্কারি ঘটবে এটা সম্ভবত প্রশাসনের কেউ কেউ আগে আঁচ করতে পেরেছিলেন। যে কারণে যখন সব ঠিকঠাক চলছিল, তখন থেকেই মাইকে ঘোষণা হচ্ছিল, 'প্রয়াগে সমস্ত ঘাটেই সমান পুণ্য। আপনারা নিকটবর্তী ঘাটে স্নান সেরে নিন।' তবে বিপর্যয় এলে কোনও হিসেবই সম্ভবত কাজ করে না। এবারের কুম্ভে সেটা আরও একবার প্রমাণিত।

মেলা যেহেতু বসেছে চরের মাঠে, অস্থায়ী ত্রিশটা ব্রিজ তৈরি করতে হয়েছে নদীর উপর। যিনি বা যাঁরা এই ত্রিশটা ব্রিজ অন্তত তৈরি করবার কথা ভেবেছিলেন, তাঁদের দূরদর্শিতার প্রশংসা করতে হবে। না হলে শাহি স্নানের আগের রাতে দাঁড়িয়ে যেভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সেতু পেরোতে দেখেছি, তাতে সেতুর সংখ্যা যদি কম হত, তাহলে আরও একটা বিপর্যয় হত।

প্রথম শাহি যোগের আগে রাতে দেখেছিলাম রাত যত গভীর হচ্ছে জনস্রোত তত বাড়ছে। মূলত ১৩টা প্রধান আখড়া কুম্ভমেলার কেন্দ্রীয় আকর্ষণে থাকে। আমি যেদিন মেলা মাঠে প্রথম ঢুকলাম, সেদিন শেষ আখড়াটি শোভাযাত্রা সহকারে কুম্ভে ঢুকছে। দেখলে মনে হবে, কোনও রাজা মহারাজের অভিষেক যাত্রা বেরিয়েছে। কেউ হাতির পিঠে, কেউ ঘোড়ায় টানা গাড়িতে সোনা কিংবা রুপার হাওদায় বসেছেন। সামনে সন্ন্যাসী এবং গৃহী অনুগামীরা হাঁটছেন কাতারে কাতারে। ঘনঘন স্লোগান উঠছে হর হর মহাদেও।

অবশ্য এই হর হর মহাদেও স্লোগানটা প্রায় একচেটিয়া শংকরাচার্যের অনুগামী দশনামী সম্প্রদায়ের। এখানে বৈষ্ণব আখড়ারও প্রাবল্য আছে। তাঁরা অবশ্য হর হর মহাদেও ধ্বনি তোলেন না। যাঁরা কুম্ভমেলার পুরোনো খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা জানেন শৈব এবং বৈষ্ণবী সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিকবার কুম্ভমেলায় মারপিট হয়েছে।

হাতি ঘোড়া পালকির চোখঝলসানো এই শোভাযাত্রার বাইরে দেখছিলাম এক অন্য ভারতবর্ষের নিজস্ব শোভাযাত্রা। দেহাত থেকে উঠে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষ হাঁটছেন। আর বিমূর্ত পুণ্যের সন্ধানে হাঁটছেন। বহু মানুষ নগ্নপদ। কারও চটি ছিঁড়ে গিয়েছে মাঝপথে। পা ফুলে গিয়েছে হাঁটতে হাঁটতে। তবু ক্লান্তিহীন চলা। অথবা ক্লান্তি এলেও এক অলৌকিক বিশ্বাসে ভর দিয়ে অন্যতর লং মার্চ। প্রত্যেকের মাথায় শুকনো খড়ের বোঝা।

আর শীতনিবারণের জন্য কম্বল। খড়গুলো যেখানে আস্তানা জুটবে তার সামনে জ্বালিয়ে রাখবার জন্য। এঁদের কারও কোনও তাঁবুতে বুকিং নেই। কোনও আখড়ায় আলাদা করে ঘর ধরা নেই। ভোজনং যত্রতত্র। শয়নং হট্টমন্দিরে। অবশ্য কুম্ভমেলায় খাবার অভাব হয় না। কারণ অসংখ্য ভাণ্ডারা। সেখানে দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা। শোয়ার জন্য বহু জায়গায় টানা ছাউনি মাথার উপর। কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেই হল

লক্ষ লক্ষ মানুষ ডুব দিচ্ছেন। যাঁরা সম্পন্ন গঙ্গার ধারে পান্ডা বা পূজারিকে নিয়ে পুজো দিচ্ছেন। কিন্তু যে অন্য ভারতবর্ষের কথা বলছি, তার পান্ডা পূজারি কাউকে ধরার ক্ষমতা নেই। শুধুমাত্র বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে, পুণ্য তিথিতে পুণ্যভূমিতে ডুব দিয়ে পাপমুক্তির আকাঙ্ক্ষা। কী পাপ কোথায় পাপ যদি প্রশ্ন করেন, কোনও স্পষ্ট উত্তর পাবেন না। তবু বিশ্বাসই সম্ভবত কুম্ভের মতো কোনও মহাযজ্ঞের মূল চালিকাশক্তি।

হিন্দি বলয়ের মানুষের একটা বড় অংশের বংশপরিচয় প্রয়াগের পান্ডাদের ঘরে ঘরে রয়েছে। ফলে প্রয়াগে কুম্ভ যখন হয় তার যজমানি টাই-আপের শক্তিটা অনেক বেশি। কুম্ভের মাহাত্ম্য প্রচারে ইনফর্মাল চ্যানেল অনেক বেশি সক্রিয় থাকে। তার সঙ্গে এবার যোগ হয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও আনুকূল্য। সব মিলিয়ে এমন একটা গণ উন্মাদনা তৈরি হয়েছে যার কাছে যাবতীয় বিপদ এবং কষ্ট তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর ১৪৪ বছর বাদে অমৃত কুম্ভযোগের প্রচার মানুষকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। আধুনিক নাগরিক মনন থেকে এই উন্মাদনাকে বোঝা একটু মুশকিল।

২

শাহি স্নানে নাগা সন্ন্যাসীদের ঘিরে বরাবরই একটা উত্তেজনা থাকে। এবার বরঞ্চ একটু উত্তেজনা কম ছিল। উৎসাহ ছিল প্রচুর। নাগা সন্ন্যাসীরা আসবেন, তার আগে জুনা আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর রথে চড়ে আগে আগে গেলেন। এসপি নিজে ঘোড়ায় চড়ে শোভাযাত্রাকে এসকর্ট করলেন। ঘড়িতে তখন ভোর প্রায় চারটে। রথের উপর থেকে মহামণ্ডলেশ্বররা ফুল ছুড়ছেন, ছাই ছুড়ছেন। সেটুকুই লুফে নিতে ভক্তদের প্রবল হুড়োহুড়ি। নাগা সন্ন্যাসীরা চলে যাওয়ার পর পুলিশ ব্যারিকেড সরিয়ে দিলে সন্ন্যাসীরা যে পথে গিয়েছেন সেই পথের ধুলো তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। এই ছোট ছোট চিত্রকল্পগুলো বুঝিয়ে দেয় কীসের তাড়নায় কোটি কোটি মানুষ এখনও ছুটে আসেন কুম্ভমেলার সন্ধানে। অমৃতকুম্ভের সন্ধানে এসে কেউ কেউ ফেরত যাচ্ছেন কফিনে ঢাকা মৃতদেহ হয়ে। বিশ্বাসের অমোঘ আকর্ষণ। তীর্থযাত্রায় কষ্টে পুণ্য বাড়ে। তীর্থক্ষেত্রে মরলে স্বর্গপ্রাপ্তি অবধারিত!

৩

এবার প্রয়াগে নেমেই চোখে পড়েছিল কুম্ভমেলাকে ঘিরে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকারের অসংখ্য হোর্ডিং। হোর্ডিংয়ে দুটি মাত্র ছবি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। দুজনের ছবির মাপ এমন দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে যোগী মোদির থেকে সামান্য ছোট। দুর্জনে বলাবলি করছেন কুম্ভমেলার আয়োজনে যোগী আদিত্যনাথ কাউকে ভিড়তে দেননি।

উত্তরপ্রদেশের নীচু স্তরের রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য অমিত শা-কে সরিয়ে যোগী আদিত্যনাথ নাম্বার টু হয়ে উঠতে মরিয়া। সেইজন্যই নিজেকে হিন্দুত্বের পোস্টার বয় হিসেবে তুলে ধরতে কোনও চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না। যারই অন্যতম হাতিয়ার ছিল এই কুম্ভ। যে কারণে এই কুম্ভ বিরোধীদের মতে অনেকটাই রাজনৈতিক নির্মাণ হয়ে উঠেছে। চেষ্টা চলেছে একটা গণ উন্মাদনা তৈরি করবার। ইতিহাসে প্রথমবার সরকারের তরফে ডিজিটাল ক্যাম্পেন চালানো হয়েছে 'আও কুম্ভ চলো'।

স্থানীয় সমাজবাদী পার্টি সাংসদ রামগোপাল যাদব তো দুর্ঘটনার পর প্রকাশ্যে বলেছেন, ১৪৪ বছরে এই অমৃতকুম্ভের ধারণাটা আমি প্রথম শুনলাম। কুম্ভ, অর্ধকুম্ভ, মহাকুম্ভ আমরা জানতাম। এই অমৃতকুম্ভ কোথা থেকে এল জানি না। এইবারই প্রচার তুঙ্গে উঠেছে যে, বারোটা মহাকুম্ভ পার করে ১৪৪ বছরের মাথায় অমৃতকুম্ভ যোগ আসে।

প্রয়াগের কুম্ভযোগ ব্যাপারটা পুরোটাই রাজনৈতিক নির্মাণ। কারণ গ্রহনক্ষত্র যোগের বিচারে হরিদ্বারের কুম্ভ ছাড়া আর কোনও কুম্ভই প্রকৃত কুম্ভ নয়।

এবার যোগী পরিকল্পিতভাবে গণ উন্মাদনা তৈরি করেছিলেন কোনও সন্দেহ নেই। প্রশাসনের নিজেরই হিসাব ছিল প্রায় ৪০ কোটি মানুষ আসবেন। কিন্তু বারবার আগুন লাগার ঘটনা এবং পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে বিজ্ঞাপনের ডিজিটাল কুম্ভ সভ্য ও ভব্য কুম্ভের বহুচর্চিত ঢক্কানিনাদের পরও প্রশাসন আসলে সত্যি কতটা প্রস্তুত ছিল।

মৌনী অমাবস্যার রাতে যখন দুর্ঘটনা ঘটে তখন জানা যাচ্ছে ১৯টি স্নানের ঘাটের মধ্যে অধিকাংশ স্নানের ঘাট হয় সাধুসন্ন্যাসীদের জন্য নয়, ভিআইপিদের জন্য আটকানো ছিল। তার মধ্যেই প্রশাসনের তরফে ঘোষণা করা শুরু হয়, অমৃতকুম্ভ যোগ শুরু হয়ে গিয়েছে আপনারা তাড়াতাড়ি স্নান করুন। অন্যান্য রাজ্য থেকেও বহু কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং অন্যান্য জেলা থেকে বহু রাজ্য পুলিশ এনে নামানো হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি অধিকাংশ মোতায়েন পুলিশকর্মী এলাকার রাস্তাঘাট কিছুই চেনেন না। তাই তিনশো কিলোমিটারের অবিশ্বাস্য জ্যাম দেখেছে কুম্ভমেলা। প্রশাসনের কর্তাদের যে দূরদৃষ্টি থাকে না, তার প্রমাণ নয়াদিল্লির স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা।

তবু এরপরে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনও প্রয়াগের দিকে। বহু আখড়া তাদের ধর্মধ্বজা নামিয়ে নিয়ে শিবরাত্রিকে সামনে রেখে উজ্জয়িনী অথবা বেনারসের দিকে রওনা হয়ে গেছে। তবুও অসংখ্য মানুষ স্থির সংকল্পে প্রয়াগের দিকে এগোচ্ছেন। মানুষ মরছে। তাতেও জড়িয়ে যাচ্ছে 'বিশ্বাস'। তীর্থক্ষেত্রে পুণ্যভূমিতে মৃত্যু হলে অক্ষয় স্বর্গবাস।

তবু এর মধ্যেও কোথাও মানবতার বিশ্বাসের বাতিঘর জ্বলে ওঠে। মৌনী অমাবস্যার রাতে বিপর্যয়ের পর যখন পারাপারের পুল বন্ধ। শহর প্রয়াগে রাতে আচমকা দমবন্ধ ভিড়। রাস্তাতে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বহু মানুষ । তখন একের পর এক মসজিদের দরজা খুলে গেছে আর্তকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য। জল এবং খাবার নিয়ে এগিয়ে এসেছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। যাঁদের এবার কুম্ভমেলার আশপাশেও ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৯৯

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম আজকের দিনে।

২০২২

আজকের দিনে প্রয়াত হন ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত।

আলোচিত

ভারতের একটা স্বভাব রয়েছে। ওই স্বভাবের সঙ্গে আমরা যারা থাকতে পারব না, এমন যাদের মনে হয়েছে, তারা একটা আলাদা দেশ তৈরি করে নিয়েছে। এটা স্বাভাবিক। যাঁরা যাননি, তাঁরা ভারতেরই স্বভাব চান, সেই স্বভাবকে আয়ত্ত করে বেঁচে থাকার রসদ পান।

- মোহন ভাগবত

ভাইরাল/১

সাতারার এক তরুণ কলেজে পরীক্ষা দিতে গেলেন প্যারাগ্লাইডিং করে। ব্যক্তিগত কাজে ফেঁসে গিয়েছিলেন। এদিকে ১৫ মিনিটের মধ্যে তাঁর পরীক্ষা শুরু। রাস্তায় যানজট। এক প্যারাগ্লাইডারের সাহায্যে সময়মতো কলেজে পৌঁছোলেন তরুণ। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

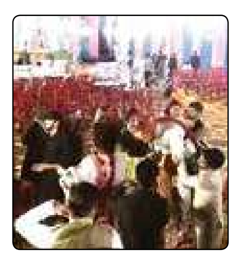

ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে এসেছিলেন বর। বিয়ের মণ্ডপে বরণের তোড়জোড় শুরু। আনন্দে উদ্বেল আত্মীয়রা। হঠাৎ ঘোড়ার পিঠেই ঢলে পড়লেন বর। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচানো গেল না। মর্মান্তিক ভিডিওটি ভাইরাল।

জনমন জনমত

রেল কোচ রেস্তোরাঁ সচল রাখা হোক

১০ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'খাঁখাঁ রেল মিউজিয়াম, কর্মীর অভাব, দেখা নেই পর্যটকের' শীর্ষক প্রতিবেদনটা পড়ে বেশ মর্মাহত হলাম।

২০০৯ সালে ৯ কোটি টাকা খরচ করে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের আদলে গড়ে ওঠা (কোচবিহার রেলস্টেশনের সামনে) রেল মিউজিয়ামটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারল না ভারতীয় রেলমন্ত্রকের সুপরিকল্পিত প্রচারের অভাবেই। আমি বার তিনেক মিউজিয়ামটায় গিয়েছি। ১৮৫৩ সালে ভারতীয় রেলের সূচনা লগ্নের ইতিহাস, কোচবিহারে রাজ আমলে রেল যোগাযোগ শুরু হওয়ার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ হয় এই মিউজিয়ামে গেলে। দেখতে পাওয়া যায় অখিলচন্দ্র সেনের লেখা দুর্লভ চিঠির প্রতিলিপি, কড়া ভাষায় লেখা যে চিঠির ভিত্তিতে ভারতীয় রেলে টয়লেট ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এছাড়া রয়েছে আরও অনেক কিছু। ওখানে কর্মরত প্রসেনজিৎবাবুও দর্শনার্থীদের খুব সুন্দরভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে সব কিছু বুঝিয়ে দেন এবং ঘুরিয়ে দেখান।

তবে আমি মনে করি, রেল মিউজিয়ামটার ঠিক পাশেই রেল কোচ রেস্তোরাঁটা যদি সচল রাখা যেত, তাহলে রেল মিউজিয়ামে দর্শক সংখ্যাটা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যেত। কারণ, আজকালকার ফাস্ট ফুড প্রিয় ছাত্র ও যুবসমাজ অবশ্যই রেল কোচ রেস্তোরাঁতে ভিড় জমাত এবং বন্ধুবান্ধব সহকারে রেল মিউজিয়ামটাতেও পদধূলি দিত। কাজেই রেল মিউজিয়ামের দর্শক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য রেল কোচ রেস্তোরাঁটাকেও বছরভর সচল রাখার বিষয়ে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নম্বর ১, মাথাভাঙ্গা।

টি বোর্ডের কাছে প্রস্তাব

ডুয়ার্স ও তরাইয়ের চা বাগানগুলোতে টি বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী বেশ কয়েক বছর ধরে কাঁচা চা পাতা তোলা ও প্লাকিং বন্ধের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা হয়। অবশ্য গোটা ভারতের যত চা বাগান আছে সবার ক্ষেত্রেই বিভিন্ন তারিখে টি বোর্ড এই ঘোষণা করে থাকে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে টি বোর্ডের এই ঘোষণার সঙ্গে তরাই-ডুয়ার্সের অধিকাংশ চা বাগানের প্লাকিং বন্ধ ও শুরু করার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেমন, গত মরশুমে ৩০ নভেম্বর থেকে শীতকালীন চা উৎপাদন বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় প্রায় প্রতিটি ছোট-বড় চা বাগানেই প্লাকিংয়ের উপযোগী বেশ ভালো মানের চা পাতা মজুত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত সেই ভালো মানের চা টি বোর্ডের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্লাকিং ও প্রসেস করা সম্ভব হয়নি। এতে সংশ্লিষ্ট চা বাগানে উৎপাদনের পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। সেইসঙ্গে চা বাগানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদেরও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

যেহেতু শ্রমিক-কর্মচারীদের বোনাস ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা উৎপাদনের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল, তাই তাঁরাও এই নির্দেশিকার ফলভোগী। অনেক চা বাগানই নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসের উৎপাদনের উপর তাদের বার্ষিক গাছ পরিচর্যা ও সেচ পরিচালনা করে থাকে।

আমার মনে হয়, যদি টি বোর্ড প্রতিটা চা বাগান সার্ভে করে ও কাঁচা চা পাতার উপস্থিতি বিবেচনা করে প্লাকিং, উৎপাদন বন্ধ ও শুরুর নির্দেশিকা জারি করে তাহলে উভয় দিকেরই ভারসাম্য রক্ষা হয়।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বুদ্ধি, বুদ্ধিজীবী এবং ঘৃণার এক সাম্রাজ্য

যাঁরা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দর্শনকে বুঝতে পারলেন না, সেখানে বোঝাতে না পারার দায়টা আসলে কার?

মৃড়নাথ চক্রবর্তী

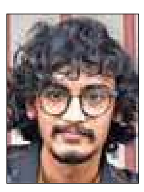

আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে দাঁড়িয়েও বাংলায় 'বুদ্ধিজীবী' কথাটা নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হত না, বরং কিছুটা সম্মানসূচক অর্থেই ব্যবহৃত হত। দিনে দিনে বাংলায় সাহিত্য, সিনেমা, রাজনীতি বা দর্শনের মতোই ভাষারও মান পড়েছে। এখন বুদ্ধিজীবী বা আঁতেলের স্থান গালাগালির সঙ্গে একই ব্র্যাকেটে থাকে। কিছু মানুষ শ্রম বেচে খান, কিছু মানুষ শরীর বেচে। তেমনই যাঁরা বুদ্ধি বেচে খান, তাঁদেরই বুদ্ধিজীবী বলা হত। কিন্তু বর্তমানে সাধারণ মানুষের কাছে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান এত ঘৃণার উদ্রেককারী কেন? আমার মনে হয়, বর্তমানের বুদ্ধিজীবীদের পরজীবী অবস্থানের ফলে যা সুবিধাজীবীর একটা সমার্থক শব্দও বটে!

এই পরজীবীত্ব বা সুবিধাজীবীত্ব বিশ্লেষণ করতে বসলে কিছু কিছু বিষয় উঠে আসে। যাদের মধ্যে প্রধান হল, সমাজের বাকি মানুষের এই গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারার অক্ষমতা। সত্যজিৎ রায় ভারতীয় দর্শককে বলেছিলেন 'ব্যাকওয়ার্ড অডিয়েন্স'। কলেজে পড়ার সময় আমরা অনেকটা এভাবেই ভাবতাম, কিন্তু এখন এই ভাবনা ভ্রান্ত মনে হয়।

যদি সামগ্রিকভাবে দেখি, আমাদের দর্শক, পাঠক কারা? বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১২৭-এর মধ্যে ১০৫-এ থাকা ভারতের মানুষ। শিক্ষা-শিল্প-কর্মসংস্থানহীন বাংলার মানুষ। আমাদের সমাজটা, এই দেশটা একটা ক্লাসরুম নয়। এই দেশের সিংহভাগ মানুষের একটা দিন কাটে পরের দিনটা কীভাবে কাটবে তার চিন্তায়। সেখানে দাঁড়িয়ে, আমি কোনও শিল্প তৈরি করলাম, কী করলাম না তা কোনও প্রভাব ফেলে না। এমনকি কোনও শিল্পই যদি কোথাও না থাকে, কিচ্ছু যাবে আসবে না। একজন শিল্পী তাঁর শিল্প তৈরি করেন তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

আমাদের পরিচিত বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কী? তাঁরা মনে করেন, যাঁরা তাঁদের চিন্তা বা দর্শনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন না, তাঁদের জটিল-কুটিল ফ্যাক্টরগুলো মস্তিষ্কে ধরতে পারেন না, তাঁরা পিছিয়ে পড়া মানসিকতার। শিল্পীরা এই ব্যাকওয়ার্ড অডিয়েন্সের অনেক ওপরে বিরাজ করেন। কিন্তু কখনও এটা ভাবেন না, যাঁরা তাঁদের দর্শনকে বুঝতে পারলেন না, সেখানে বোঝাতে না পারার দায়টাও তাঁদের ওপর বর্তায়।

যদি আমি একটা যুদ্ধবিরোধী ছবি বানাই এবং তা এতই জটিল হয় যে, গুটিকয়েক উচ্চমেধার মানুষ ছাড়া সাধারণ মধ্যমেধা-নিম্নমেধার মানুষ দেখতেই না যায়, তাহলে তার যুদ্ধবিরোধী দর্শনের গুরুত্বটা থাকল কোথায়! যাঁরা সিনেমাটা দেখে এলেন, তাঁরা এমনিতেও জানেন যুদ্ধবিরোধিতা কেন প্রয়োজন। কিন্তু যাঁদের মধ্যে এই যুদ্ধবিরোধী দর্শন প্রচারিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাঁরা তা 'আঁতেল ছবি' বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। 'ওরে হাল্লা রাজার সেনা, তোরা যুদ্ধ করে করবি কী তা বল?'-এর মতো সহজ করে যদি একটা কথা বলা যায়, তবে তাকে জেমস জয়েসের ভাষায় বলার কী প্রয়োজন!

শিল্পীর প্রধান দায় শিল্পের মধ্যে দিয়ে তাঁর দর্শনকে পৌঁছে দেওয়া। অন্যথায় তা শিল্পীর ব্যর্থতা। পাঠকদের বা দর্শকদের দুর্বল মেধার বলে দিলেই শিল্পীর ব্যর্থতা ঢাকা পড়ে না। দর্শক-পাঠক যে ভাষাটা বোঝেন, সেই ভাষায় যদি শিল্পচর্চা হত, যদি সাধারণ মানুষের মনন, চিন্তন ও মেধার সঙ্গে শিল্পকর্মের সামঞ্জস্য রেখে তা তৈরি করা হত ও যদি সব বয়সের অডিয়েন্স শিল্পকর্মের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারত, যদি কঠিন-জটিল তত্ত্ব সহজ করে বোঝানো যেত, তাহলে কোনওদিনই 'বুদ্ধিজীবী' কথাটা গালাগালে রূপান্তরিত হত না।

(লেখক সাহিত্যিক। খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৬৭

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। খেলো বা অকিঞ্চিতকর ৪। অমিতভাষী বা বাচাল ৫। কথা বলতে পারে না এবং স্থূল বুদ্ধি ৭। নাস্তানাবুদ বা নাজেহাল অবস্থা ৮। যে সম্পত্তিতে শরিকদের ভাগ আছে ৯। ঘরে আলো-বাতাস ঢোকার পথ ১১। সেলাই করার কাজ ১৩। তোলার চেষ্টা, গরজও হতে পারে ১৪। দৃষ্টিশক্তি কমলে লাগে ১৫। সহায়সম্বলহীন বা নিরুপায়।

উপর-নীচ : ১। ছিপে মাছ ধরার সময় জলে ভেসে থাকে ২। ভীষণ বা মাত্রাতিরিক্ত ৩। সংসারত্যাগী মুসলিম সন্ন্যাসী ৬। ছুতো বা অজুহাত ৯। ফুলের ছোট বাগান ১০। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথি ১১। জমির প্রান্তভাগ বা চৌহদ্দি ১২। উদাহরণ বা নমুনা।

সমাধান ■ ৪০৬৬

পাশাপাশি : ১। ছিনিমিনি ৩। কড়চা ৫। ঘটোৎকচ ৭। নিবাত ৯। আমলা ১১। প্রপিতামহ ১৪। তাজিম ১৫। দিনকাল।

উপর-নীচ : ১। ছিটকিনি ২। নিদাঘ ৩। কড়াৎ ৪। চামচ ৬। কদম ৮। বাতাপি ১০। লালচাল ১১। প্রণেতা ১২। তালিম ১৩। হলদি।

বিন্দুবিসর্গ

কুম্ভ ফালতু, বলে নতুন বিতর্কে লালু

পাটনা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় মহাকুম্ভ মেলাকেই কাঠগড়ায় তুললেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব। তাঁর সাফ কথা, 'কুম্ভের কোনও মাহাত্ম্য আছে নাকি। কুম্ভ তো ফালতু।' রেল কর্তৃপক্ষের দিকেও আঙুল তুলেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী। ভিড় সামলাতে কেন রেল প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন লালু। অবিলম্বে গোটা ঘটনার দায় মাথায় নিয়ে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর পদত্যাগের দাবি তুলেছেন তিনি।

এদিকে লালু যেভাবে কুম্ভকে ফালতু বলে আখ্যা দিয়েছেন তাতে চটেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র গুরুপ্রকাশ পাসোয়ান বলেন, 'কুম্ভ কোটি কোটি হিন্দুর কাছে আস্থার বিষয়। এই পবিত্র মেলা নিয়ে লালুপ্রসাদ যাদব যে মন্তব্য করেছেন তাতে হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত

কুম্ভের কোনও মাহাত্ম্য আছে নাকি। কুম্ভ তো ফালতু।

লালুপ্রসাদ যাদব

লেগেছে। অবিলম্বে ওঁর উচিত ক্ষমা চাওয়া।' বিজেপির জোটসঙ্গী জেডিইউ-ও নিন্দা করেছে লালুর। দলের মুখপাত্র নীরজ কুমার বলেন, 'লালুপ্রসাদ যাদবের উচিত এই ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা। কিন্তু বারবার মানুষের আস্থায় আঘাত করা ওঁর চরিত্রে রয়েছে। একাধিক সমাজবাদী নেতা এবং তাঁদের পরিবার সংগমে পুণ্যস্নান করেছেন। সেটাও কি ফালতু।'

লালু-পুত্র তেজস্বী যাদবও নয়াদিল্লি রেলস্টেশনের পদপিষ্টের ঘটনায় ডাবল ইঞ্জিন সরকার এবং রেলকে দুষেছেন। তিনি বলেন, 'এত সরকারি আয়োজনের পরও পুণ্যার্থীরা প্রাণ হারাচ্ছেন। কিন্তু ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সেদিকে নজর না দিয়ে প্রচারে ব্যস্ত। আমজনতা এবং পুণ্যার্থীদের বদলে তাদের নজর ভিআইপিদের সুবিধা দেওয়ার দিকে রয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। বিহারের যে সমস্ত বাসিন্দা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের পরিবারপিছু ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

দিল্লির ঘটনায় উত্তরপ্রদেশে হাই অ্যালার্ট

লখনউ, ১৬ ফেব্রুয়ারি : মৌনী অমাবস্যায় মহাকুম্ভে পদপিষ্টের স্মৃতি এখনও টাটকা। বেশ কয়েকবার আগুনও লেগেছে মেলা প্রাঙ্গণে। আবার বিহারে ট্রেন না পেয়ে ভাঙচুরের ঘটনাও সামনে এসেছে। সেই ক্ষতের মধ্যেই নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনা সামনে আসায় রীতিমতো সতর্ক উত্তরপ্রদেশ ও বিহার প্রশাসন। পুণ্যার্থীদের থিকথিকে ভিড় সামলাতে দুই রাজ্যের একাধিক স্টেশনে রীতিমতো হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। ত্রিবেণি সংগমে এখনও পর্যন্ত ৫০ কোটি মানুষ পুণ্যস্নান করেছেন বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। মেলা শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। এই পরিস্থিতিতে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ এবং সংলগ্ন শহরগুলিতে ভয়াবহ যানজট তৈরি হয়েছে। যানজটের কারণে বলসান, বৈরহানা, সবিতাবাগ, দ্বারভাঙার মতো শহরগুলিতে ১৫ মিনিটের সফর করতে সময় লাগছে তিনঘণ্টারও বেশি। প্রয়াগরাজের সীমানা ঘেঁষা মধ্যপ্রদেশের রেওয়া শহরে গত ২৪ ঘণ্টায় মহাকুম্ভ অভিমুখে গাড়ির বহর ক্রমশ বাড়ছে।

প্রিয়জনকে হারিয়ে আকুল কান্না মা-মেয়ের। তরুণীর জন্য শোক রাজধানীর এক মহল্লায়। স্টেশন চত্বরে ক্রমাগত চলছে পুলিশের মাইকিং। বুধবার রাতে নয়াদিল্লির রেলস্টেশনে মৃত্যু মিছিলের পর।

নেপোলিয়ানের উদ্ধৃতি অস্ত্র করলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৬ ফেব্রুয়ারি : দ্বিতীয় পর্যায়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসেই অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, রূপান্তরকামীদের মার্কিন সামরিক বাহিনীতে না নেওয়ার নির্দেশ জারি, জন্মগত মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ ইত্যাদি বিষয়ে ট্রাম্পের গৃহীত পদক্ষেপগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে একাধিক মামলা হয়েছে বিভিন্ন মার্কিন আদালতে। তাঁর বিরুদ্ধে আমেরিকার সংবিধানে দেওয়া কংগ্রেসের কর্তৃত্ব কেড়ে নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খণ্ডন করতে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যালে বলেছেন, 'যে তার দেশকে বাঁচায়, সে কখনও আইন লঙ্ঘন করে না।' তিনি এও জানিয়েছেন, ১৮০৪ সালে ফরাসি সম্রাট হিসেবে নিজেকে ঘোষণার আগে 'নেপোলিয়নিক কোড অফ সিভিল আইন' চালু করেছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। ফ্রান্সে বৈপ্লবিক যুদ্ধের বিশৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রিত করে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা এনেছিলেন তিনি। নেপোলিয়ন তাঁর কঠোর বিধি সম্বলিত শাসনকে ন্যায্যতা দিতে বলতেন, 'জনগণ এটাই চাইছে।' আমেরিকায় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কঠোর করার ব্যাপারে তাঁর জারি করা নিয়মকানুনের সাফাই দিতে ফরাসি সম্রাটের উদ্ধৃতি দিয়ে ট্রাম্পও বুঝিয়ে দিয়েছেন, মামলা-মকদ্দমা যা-ই হোক না কেন, তিনি পিছু হটবেন না।

সূত্রের খবর, ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধেই ১০টি মামলা দায়ের হয়েছে। তাঁর জন্মগত মার্কিন নাগরিকত্ব আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে রুজু হয়েছে সাতটি মামলা। ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে ক্যাপিটলে হামলায় যুক্ত রিপাবলিকান নেতা-কর্মীদের ওপর থেকে মামলা তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই বিষয়েও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা ঝুলছে।

একসময়ে ট্রাম্পের উপদেষ্টা ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার সেনেটর অ্যাডাম শিফ। তাঁর কথা, ট্রাম্প সত্যিই স্বৈরাচারী শাসকের মতো কথা বলছেন। ট্রাম্প বলছেন তিনি আদালতের রায় মেনে চলেন। কিন্তু তাঁর উপদেষ্টারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিচারকদের আক্রমণ করছেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের টুইট, প্রশাসনিক বিভাগের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না বিচারকরা।

স্ত্রীর ছবি হাতে আকুল প্রৌঢ়

কোথায় গেলে তারা

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : রবিবার সকাল। নয়াদিল্লি স্টেশনে তিলধারণের জায়গা নেই। সিংহভাগের গন্তব্য প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ। শনিবার এই স্টেশনেই যে পদপিষ্ট হয়ে ১৮টি প্রাণ ঝড়ে গিয়েছে ঘণ্টাকয়েক বাদে সেটা বোঝা দায়। হইচই, ধাক্কাধাক্কির মধ্যে দাঁড়িয়ে গুপ্তেশ্বর যাদব। বিধ্বস্ত চেহারা। কাঁপা কাঁপা হাতে কাউকে ফোন করার চেষ্টা করছেন। অন্য হাতে ধরা একটি ছবি। সেখানে নীল শাড়ি পরা, হাতে চুড়ি, সিঁথিতে বড় করে সিঁদুর পরিহিত একজন মধ্য বয়সি মহিলাকে দেখা যাচ্ছে।

বছর ৫২-র প্রৌঢ় জানান, শনিবার রাতেও এই স্টেশনে ছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী তারা দেবী। হাতে ধরা ছবিটি তাঁরই। ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রয়াগরাজগামী ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করছিলেন দম্পতি। আচমকা শুরু হয় হুড়োহুড়ি। ভিড়ের মধ্যেও স্ত্রীর হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন গুপ্তেশ্বর। কিন্তু শেষপর্যন্ত পারেননি। ঠেলাঠেলির মধ্যে স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে যান। সেই শেষবার তারা দেবীকে দেখেছিলেন গুপ্তেশ্বর। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে প্ল্যাটফর্ম ও স্টেশন চত্বরে স্ত্রীকে হন্যে হয়ে খুঁজেছেন। দিল্লির একাধিক হাসপাতালে ঘুরেছেন রাতভর। কিন্তু তারা দেবীর খোঁজ মেলেনি। সকালবেলা হতাশ গুপ্তেশ্বর সেই নয়াদিল্লি স্টেশনে ফিরে এসেছেন। শুধু বললেন, 'আমি ওঁকে খুঁজে পাইনি। ওঁর জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু ও আসছে না।'

একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রৌঢ় বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে তারা আর নেই। তবে আমি হাল ছেড়ে দিতে পারি না।' ধীরে ধীরে ভিড়ে মিশে গেলেন গুপ্তেশ্বর যাদব। তিনি একা নন, শনিবার স্বজনকে হারিয়েছেন এমন অনেককেই রবিবার দেখা গেল স্টেশন চত্বরে। কেউ বন্ধু-পরিজনের খোঁজ করছেন, কেউ আবার মৃতদেহ শনাক্ত করে প্ল্যাটফর্মের এককোণে আশ্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউ আছেন যাঁদের সঙ্গী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।

আগের রাতের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠলেন কিরণ কুমারী। অন্যদের মতো তিনিও বোনের সঙ্গে ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন। ভিড়ের চাপে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে মাড়িয়ে চলে যান কয়েকজন। বরাত জোরে বেঁচে গিয়েছেন। বোনকে নিয়ে ওভারব্রিজের সিঁড়ি বেয়ে উঠে কোনওরকমে একটি গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিরণ কুমারীর কথায়, 'ভিড়ের কারণে নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। মানুষ আমার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল।' বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললেন মহিলা।

দেশে ফিরতেই গ্রেপ্তার ২

অমৃতসর, ১৬ ফেব্রুয়ারি : শনিবার রাতে দ্বিতীয় দফায় অবৈধভাবে আমেরিকায় প্রবেশ করা ১১৬ জন ভারতীয়কে ফেরত পাঠিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন বিমান থেকে ওই ভারতীয় অভিবাসীরা অমৃতসরে নামতেই দুজনকে গ্রেপ্তার করে পঞ্জাব পুলিশ। সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই সন্দীপ এবং প্রদীপ ২০২৩ সালে পাতিয়ালার রাজপুরায় একটি খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের পর তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছিল, সন্দীপ ও প্রদীপ আমেরিকায় গা ঢাকা দিয়েছেন। কিন্তু ধর্মের কল তো বাতাসে নড়ে। ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে শনিবার রাতে যে ১১৬ জনকে ফেরানো হয় তাঁদের মধ্যে সন্দীপ, প্রদীপের নাম রয়েছে বলে জানতে পারে পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে বাহিনী নিয়ে বিমানবন্দরে হাজির হয়ে যান উর্দিধারীরা। হাতেনাতে ধরা পড়েন দুই অভিযুক্ত।

সোনার খনি ধসে মৃত ৪৮

মালি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিম আফ্রিকার মালিতে অবৈধ সোনার খনি ধসে মৃত্যু হয়েছে ৪৮ জনের। মৃতদের অধিকাংশই মহিলা। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মালির কেনেইবা শহরের কাছে। খনি মন্ত্রকের মুখপাত্র ঘটনার কথা স্বীকার করে জানিয়েছেন, আহতদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। প্রত্যেকেই খনিতে সোনা উত্তোলনের জন্য নেমেছিলেন। অবৈধ খনিগুলিতে অনিয়ন্ত্রিত উত্তোলন ও একাধিক দুর্ঘটনায় প্রশ্নের মুখে স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা।

ধৃত ১১ জঙ্গি

ইম্ফল, ১৬ ফেব্রুয়ারি : মণিপুরে দু'দিনে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ ১১ জঙ্গি গ্রেপ্তার হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে ৭ জন সন্দেহভাজন কুকি ন্যাশনাল আর্মির (কেএনএ)। রবিবার এই তথ্য দিয়ে পুলিশ জানিয়েছে।

মোদির সফরের পরও বদলাল না ছবি

হাতকড়া পরিয়েই ভারতীয়দের পাঠাল

অমৃতসর, ১৬ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশ্বগুরুর মর্যাদায় আবারও একফোঁটা চোনা ফেলে দিলেন তাঁর বন্ধু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের আবারও পায়ে শেকল আর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দ্বিতীয়বার ভারতের মাটি ছুঁল মার্কিন সামরিক বিমান। শনিবার রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে মার্কিন সি-১৭ সামরিক বিমানটি অমৃতসর বিমানবন্দরে অবতরণ করে। মোট ১১৬ জন ভারতীয় নাগরিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পঞ্জাবের ৬৫ জন, হরিয়ানার ৩৩ জন, গুজরাটের ৮ জন, উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানের ২ জন করে, হিমাচলপ্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ১ জন করে বাসিন্দা ছিলেন। বেশিরভাগেরই বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। দ্বিতীয় দফায় যাঁদের ফেরত পাঠানো হয়েছে, তাঁদেরই একজন বলেন, আমাদের পা শেকল দিয়ে বাঁধা ছিল। হাতে হাতকড়া ছিল।

রবিবার রাতে ১৫৭ জন ভারতীয়কে নিয়ে তৃতীয় মার্কিন বিমানটি অমৃতসরে অবতরণ করল।

সরকারি কর্তাদের হিসেবে দুই বিমানে ছিলেন পঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, হিমাচল, উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও জম্মু-কাশ্মীরের লোক। অধিকাংশই আমেরিকায় থাকার লোভে অবৈধ উপায়ে সে দেশে গিয়েছিলেন। এখন সবারই মাথায় হাত। আত্মীয়রাও বিভ্রান্ত।

আমেরিকা থেকে কেন বারবার অমৃতসরে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, তা নিয়ে সরব হয়েছিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। শনিবারই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম জানিয়েছিলেন, ভারতীয়দের ফের হাতকড়া পরিয়ে ফেরত পাঠানো হবে কি না সেটা ভারতের কূটনীতির পরীক্ষা। বাস্তবে দেখা গেল, সেই পরীক্ষায় ডাহা ফেল করেছে মোদি সরকার।

এর আগে ৫ ফেব্রুয়ারি অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে প্রথম মার্কিন বিমানটি অমৃতসরে নেমেছিল। সেবার ১০৪ জন ভারতীয়কে বন্দিদের মতো

শেকল, হাতকড়া পরিয়ে ফেরত পাঠানোয় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল বিরোধী শিবির।

দ্বিতীয় দফায় ভারতীয় অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর আগে বিরোধী শিবিরের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিষয়টি নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে সরব হওয়ার বার্তাও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল মোদি-ট্রাম্প বন্ধুত্ব নিয়ে বিজেপির তরফে ঢাক পিটিয়ে জোরকদমে প্রচার করা হলেও ভারতীয়দের ফেরত পাঠানোর পদ্ধতিতে ডনের প্রশাসন এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটাতে নারাজ।

এদিকে দ্বিতীয় দফায় যাঁরা ফেরত এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হোশিয়ারপুরের কুরালা কালান গ্রামের বাসিন্দা দলজিৎ সিং। তিনি হোশিয়ারপুরে পৌঁছে বলেন, ৯০ মিনিট দেরি করে শনিবার রাতে অমৃতসরে পৌঁছোয় আমাদের বিমান। কুখ্যাত ডাঙ্কি রুট দিয়েই তিনি আমেরিকা পৌঁছেছিলেন বলে জানান। যে ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে দলজিৎ আমেরিকা পৌঁছেছিলেন তারা তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছে বলে জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী। পঞ্জাব ও হরিয়ানা সরকারের তরফে নিজেদের রাজ্যের বাসিন্দাদের তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। অভিবাসীরা জানিয়েছেন, বিমানটি অমৃতসরে পৌঁছোনোর পরই হাত, পায়ের শেকল, হাতকড়া খোলা হয়েছিল।

এদিকে যাঁদের ফেরত পাঠানো হয়েছে, তাঁদের মধ্যে শিখ ধর্মাবলম্বীদের মাথায় পাগড়ি ছিল না বলে অভিযোগ করেছেন যশপাল সিং নামে জনৈক ব্যক্তি। তিনি ৪৪ লক্ষ টাকা খরচ করে ডঙ্কি রুট ধরে আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, আমরা অমৃতসর বিমানবন্দরে যখন নামি তখন আমাদের মাথায় পাগড়ি ছিল না। পঞ্জাবের মন্ত্রী কুলদীপ সিং ঢালিওয়াল বলেন, কিছু তরুণের কাছে পাগড়ি ছিল না। এদিকে হাতকড়া, শেকল পরানোর পক্ষে সাফাই দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বলা হয়েছে, ভারতীয়দের নিরাপত্তার স্বার্থেই এমনটা করা হয়েছে।

ব্যঙ্গচিত্রে বিতর্ক

চেন্নাই, ১৬ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যঙ্গচিত্র ঘিরে বিতর্কে জড়াল বহুল প্রচারিত তামিল সাপ্তাহিক ভিকাটন। প্রেস কাউন্সিলে ওই সাপ্তাহিকটির বিরুদ্ধে শনিবার অভিযোগ দায়ের করেন তামিলনাড়ু বিজেপির সভাপতি কে আন্নামালাই। তারপর থেকেই ভিকাটনের ওয়েবসাইট ব্লক হয়ে গিয়েছে। শনিবার গভীর রাতে পত্রিকার তরফে এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়, 'ওয়েবসাইট ব্লক করা নিয়ে কেন্দ্রের তরফে আমরা কোনও সরকারি নির্দেশ পাইনি। ভিকাটন এক শতাব্দী ধরে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে বলিষ্ঠভাবে সমর্থন জানিয়ে এসেছে। যদি ব্যঙ্গচিত্রের কারণে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের ওয়েবসাইট ব্লক করে থাকে, তাহলে আমরা এর বিরুদ্ধে আইনি লড়াই লড়ব।' ওয়েবসাইট ব্লক করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে চেন্নাই প্রেস ক্লাব। মার্কিন মুলুক থেকে অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের হাতে হাতকড়া এবং পায়ে শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানোর প্রতিবাদে ১৩ ফেব্রুয়ারি ওই তামিল পত্রিকায় হাতে হাতকড়া পরা অবস্থায় মোদির মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশে বিষণ্ণ অবস্থায় বসে থাকার একটি ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয়েছিল।

বিশ্বের প্রথম সমকামী ইমাম গুলিতে নিহত

কেপটাউন, ১৬ ফেব্রুয়ারি : তিনি বিশ্বের প্রথম সমকামী ইমাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর পরিচালিত মসজিদটি ছিল সমকামী ও প্রান্তিক মুসলিমদের নিরাপদ আশ্রয়। মুহসিন হেনড্রিক্স নামে সেই সমকামী ইমামকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ আফ্রিকার গেবেরহাতে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার হয়নি। ১৯৯৬ সালে তিনি নিজেকে সমকামী বলে ঘোষণা করেছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, মুহসিন হেনড্রিক্স গতকাল গাড়িতে চেপে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও এক ব্যক্তি। আচমকা একটি গাড়ি এসে ইমামের গাড়ির পথ আটকে ইমামের গাড়ির নিশানা করে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে চম্পট দেয়। মুহসিন তাঁর গাড়ির পিছনের আসনে বসেছিলেন।

চালক দেখেন মুহসিন তাঁর আসনে ঢলে পড়েছেন। এই ঘটনার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংগঠন আইএলজিএ-র কার্যনির্বাহী অধিকর্তা জুলিয়া এহার্ট জানিয়েছেন, তাঁর আশঙ্কা এটা ঘৃণামূলক অপরাধ। এর পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া দরকার।

ভারতে ভোটদানে উৎসাহ দিতে অনুদান নয়

আমেরিকার সিদ্ধান্তে উসকে দিল বাংলাদেশে ডিপ স্টেট বিতর্ক

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : কোষাগারে টান পড়েছে। দেশ নাকি দেউলিয়া হওয়ার পথে। সরকারি খরচে কাটছাঁট করা ছাড়া গতি নেই। অতএব আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা পালনে কোপ। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেখানো রাস্তায় হেঁটে রবিবার বিভিন্ন দেশের নির্বাচনি ব্যবস্থা তথা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে আমেরিকা যে অনুদান দিত, তা বন্ধ করার কথা জানিয়েছে দেশের দক্ষতা বিষয়ক মন্ত্রক (ডিওজিই)। যার দায়িত্বে রয়েছেন ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এলন মাস্ক।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রকল্পটির আওতায় মালি, কম্বোডিয়া, নেপালের পাশাপাশি ভারত এবং বাংলাদেশের জন্য যে অর্থবরাদ্দ করা হয়েছিল, তা বন্ধ করা হচ্ছে। জো বাইডেন সরকারের আমলে ভারতে ভোটদানের হার বাড়াতে ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করা হয়েছিল। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১৮৪ কোটি টাকা। সেই অনুদান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই ঘটনাকে সামনে রেখে ভারতে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। বিজেপির মিডিয়া সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেছেন, 'ভোটদানের হার বাড়াতে ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার? এটা তো ভারতের নির্বাচনে বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ। এর ফলে কে লাভবান হয়েছে? বলাই যায় যে সেটা শাসকদল নয়।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'কংগ্রেস ও গান্ধি পরিবারের সঙ্গে সোরসের যোগাযোগের কথা সবাই জানেন। আমাদের ভোট প্রক্রিয়ায় ওঁর ছায়া পড়েছে।'

এদিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য বরাদ্দ ২ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার (প্রায় ২৫৫ কোটি ভারতীয় টাকা) দেওয়ার প্রক্রিয়াও বন্ধ করে দিয়েছে আমেরিকা। ৫ অগাস্টের পালাবদলের পর বাংলাদেশে আমেরিকা প্রভাবিত ডিপ স্টেট তত্ত্ব নিয়ে চর্চা কম হয়নি। চলতি সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওয়াশিংটন সফর চলাকালীন অবশ্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বাংলাদেশে ডিপ স্টেটের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রবিবার এলন মাস্কের মন্ত্রক দেশভিত্তিক অনুদান ছাঁটাইয়ের তালিকা প্রকাশ করার পর ডিপ স্টেট নিয়ে আলোচনা নতুন মাত্রা পেয়েছে।

এক্স পোস্টে ডিওজিই জানিয়েছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করার জন্য ২ কোটি ৯০ লক্ষ মার্কিন ডলারের তহবিল বাতিল করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, তবে কি বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ অনুদান সেখানে গণতন্ত্রকে মজবুত করার পরিবর্তে শেখ হাসিনা বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিল? যে কারণে ক্ষমতায় আসার পরেই বাংলাদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক মার্কিন কূটনীতিককে বরখাস্ত করেছেন ট্রাম্প। পর্যবেক্ষকদের মতে, বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে ট্রাম্প যে আর যুক্ত হতে রাজি নন, সেটা তাঁর মন্তব্যে স্পষ্ট। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি বাংলাদেশের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী মোদির ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।' এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য ডিওজিই-র অনুদান স্থগিতের সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার অবশ্য কোনও বিবৃতি জারি করেনি। এলন মাস্ক জানিয়েছেন, আমেরিকার করদাতাদের টাকা অন্য দেশকে অনুদান হিসাবে দেওয়া হবে না। এখন থেকে তা আমেরিকার উন্নয়নে খরচ করা হবে। ডিওজিই এদিন বিভিন্ন দেশের জন্য বাইডেন সরকারের মোট ৪৮ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে।

প্রি-ডায়াবিটিকেই সতর্ক হন

ভারতে এখন প্রায় সব ঘরেই কেউ না কেউ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত। এককথায় ভারত এখন ডায়াবিটিসের রাজধানী। আর ভারতে ডায়াবিটিসটা পশ্চিমী দেশগুলোর তুলনায় এক দশক আগে হয়। এজন্য বয়স ২০ বছর পেরোনোর পরেই সুগারের মাত্রা ঠিক আছে কি না জানতে রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ, অল্প বয়সেই আপনি ডায়াবিটিসের শিকার হতে পারেন। লিখেছেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (ডায়াবিটিস) **ডাঃ এস এ মল্লিক**

ডায়াবিটিস কী

ডায়াবিটিস হরমোনঘটিত এবং বিপাকঘটিত রোগ। সাধারণভাবে বলতে গেলে ডায়াবিটিস হলে শরীরের মধ্যে একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ চলতেই থাকে। এই প্রদাহ কিছু ক্ষেত্রে জিনঘটিত, কিছু ক্ষেত্রে জীবনশৈলীর তারতম্যও দায়ী।

কারণ

- মোটা হয়ে যাওয়া বা স্থূলতা
- শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকা বা শরীরচর্চা না করা
- খাবারের নিয়মের পরিবর্তন
- বাইরের খাবারের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ
- কম ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া

লক্ষণ

- ওজন কমে যাওয়া
- বারবার মূত্রত্যাগ করা
- খিদে বেশি পাওয়া
- জল বেশি খাওয়া
- কোথাও কেটে গেলে তাড়াতাড়ি না শুকানো প্রভৃতি

নিঃশব্দ ঘাতক

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডায়াবিটিসের কোনও লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন ধরা পড়ে তখন অনেকটা সময় পেরিয়ে যায় এবং ডায়াবিটিস জটিলতা বাড়ায়। সেজন্য ডায়াবিটিসকে নিঃশব্দ ঘাতক বলা হয়।

কত মাত্রায় নিরাপদ

যদি কারও রক্তে শর্করা খালি পেটে থাকা অবস্থায় একশোর নীচে থাকে তাহলে তিনি আপাত নিরাপদ। কিন্তু কারও যদি রক্তে শর্করা খালি পেটে একশোর উপরে থাকে তাহলে ধরে নেওয়া হয় তার শরীরে ডায়াবিটিস শুরু হয়েছে।

রোগনির্ণয়

ডায়াবিটিস হচ্ছে কি না নিশ্চিতভাবে বলা যায় HbA1c টেস্টের মাধ্যমে। যদি এটি ৫.৬ বা তার নীচে হয় তাহলে তাকে নন ডায়াবিটিক বলা হয়। যদি ৫.৭ থেকে ৬.৪-এর মধ্যে থাকে তাহলে তাকে প্রি-ডায়াবিটিক বলা হয় এবং যদি ৬.৫ অথবা তার বেশি থাকে তাহলে তাকে ডায়াবিটিক বলা হয়।

প্রি-ডায়াবিটিক

প্রি-ডায়াবেটিক হলেও আপনার শরীরের ডায়াবিটিসের সবরকম পরিবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আর সময় নেই, শরীরের ওজন কমিয়েই হোক বা খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন করে হোক, ডায়াবিটিস এড়াতে বা এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কারণ, প্রি-ডায়াবিটিক পর্যায় থেকেই আমাদের শরীরে ডায়াবিটিসের পরিবর্তনগুলো ঘটতে শুরু করে, বিশেষ করে রক্তনালি এবং স্নায়ুতে।

ডায়াবিটিসের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিশেষ করে চোখ, হার্ট, লিভার ও স্নায়ুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি করে। ডায়াবিটিসজনিত জটিলতার মধ্যে রয়েছে –

- **চোখের সমস্যা :** ডায়াবিটিস চোখের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। এটি চোখ সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এরমধ্যে রয়েছে –
  - **ডায়াবিটিক রেটিনোপ্যাথি :** রক্তে উচ্চ শর্করার কারণে রেটিনার রক্তনালির ক্ষতি হয়, যা দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দিতে পারে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে অন্ধত্বের কারণ হতে পারে।
  - **গ্লকোমা :** ডায়াবিটিসে আক্রান্তদের চোখের ভিতরের চাপ বেড়ে যেতে পারে, যা অপটিক নার্ভের ক্ষতি করে এবং ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করতে পারে।
  - **ক্যাটারাক্ট :** রক্তে অতিরিক্ত শর্করার কারণে চোখের লেন্স দ্রুত ঝাপসা হয়ে যেতে পারে। ফলে দৃষ্টিশক্তি কমে যায় এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে।
- **হৃদরোগ :** ডায়াবিটিস হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ। এটি রক্তনালি ও হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতাকে দুর্বল করে এবং মারাত্মক সমস্যা তৈরি করতে পারে।
- **হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ :** ডায়াবিটিসের ফলে ধমনীগুলো সংকীর্ণ হয়ে যায়, যা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি ও স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ায়।
- **অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস :** রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজ ধমনীর প্রাচীরে চর্বি জমার প্রবণতা বাড়ায়, যা ধমনী সংকীর্ণ করে এবং হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।
- **হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা :** দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবিটিস থাকলে হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে, যা হার্ট ফেলিওর বা হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা কমার কারণ হতে পারে।
- **ফ্যাটি লিভার :** ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এমন একটি অবস্থা যেখানে লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমতে শুরু করে। এটি ডায়াবিটিকদের মধ্যে খুব সাধারণ এবং এটি মারাত্মক লিভার রোগের কারণ হতে পারে।
- **লিভার ফাইব্রোসিস ও সিরোসিস :** ফ্যাটি লিভার প্রথমে নিরীহ মনে হলেও এটি সময়ের সঙ্গে লিভারের কোষগুলোর স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে, যা থেকে লিভার সিরোসিস হতে পারে এবং এটি প্রাণঘাতী।
- **লিভার ক্যানসার :** দীর্ঘমেয়াদি ফ্যাটি লিভার অবস্থা লিভার ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়, যা ডায়াবিটিকদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।
- **ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স :** ফ্যাটি লিভার শরীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়, যা ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণকে আরও কঠিন করে তোলে।
- **ডায়াবিটিস ও নিউরোপ্যাথি :** এটি এক ধরনের স্নায়বিক সমস্যা, যা দীর্ঘসময় ধরে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবিটিসের ফলে ঘটে। এটি হাত, পা, হৃৎপিণ্ড ও পরিপাকতন্ত্রের স্নায়ুর ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলে।
- **পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি :** ডায়াবিটিসে আক্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ স্নায়বিক সমস্যা, যা থেকে হাত-পায়ে ঝিঝি ধরা, অসাড়তা ও ব্যথা হতে পারে।
- **অটোনমিক নিউরোপ্যাথি :** এটি হৃৎপিণ্ড, পরিপাকতন্ত্র ও মূত্রনালি নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুকে প্রভাবিত করে। ফলে রক্তচাপের সমস্যা, হজমের সমস্যা ও ব্লাড সুগারের অস্বাভাবিক ওঠানামা দেখা দিতে পারে।
- **ডায়াবিটিক ফুট বা পায়ের সমস্যা :** স্নায়ুর কার্যকারিতা কমে গেলে পায়ের সংবেদনশীলতা হ্রাস পায়। ফলে ছোটখাটো ক্ষত ও সংক্রমণ, বড় ধরনের গ্যাংগ্রিন বা পা কেটে ফেলার মতো অবস্থা হতে পারে।

নিয়ন্ত্রণের উপায়

- **সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস :** পরিমিত শর্করা ও চর্বিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা এবং শাকসবজি, ফলমূল সহ বিভিন্ন প্রকারের শুকনো ফল, বীজ, চর্বিহীন আমিষ ও প্রোটিনযুক্ত খাবার খাওয়া।
- **নিয়মিত ব্যায়াম :** প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা বা ব্যায়াম করা।
- **ওজন নিয়ন্ত্রণ :** অতিরিক্ত ওজন ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- **ওষুধ ও ইনসুলিন :** ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত ওষুধ বা ইনসুলিন নেওয়া।
- **নিয়মিত চেকআপ :** রক্তে শর্করার মাত্রা, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, চোখ ও পায়ের পরীক্ষা নিয়মিত করা।

মনে রাখবেন

ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণের পরেও নির্দিষ্ট সময় অন্তর কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করে নেওয়া দরকার, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি শরীরে ডায়াবিটিসের জটিলতা শুরু হয়েছে কি না। যদি তাই হয় তাহলে সত্বর চিকিৎসা করানো প্রয়োজন। ডায়াবিটিসের চিকিৎসায় আপনি তখনই জয়ী হবেন যতক্ষণ আপনার মধ্যে অধ্যাবসায় এবং নিয়মানুবর্তিতা থাকবে।

অতিরিক্ত খেলনা শিশুর জন্য ক্ষতিকর

শিশুর মানসিক বিকাশের সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় শিশুকে প্রয়োজনমতো সবই দেবেন। কিন্তু প্রাচুর্যে ভরিয়ে রাখবেন না। বরং তাকে এমনভাবে গড়ে তুলুন যাতে সে নিজের ইচ্ছের পাশাপাশি অন্যের ইচ্ছেকেও গুরুত্ব দিতে শেখে। বস্তুগত জিনিসের প্রতি যাতে শিশুর অতিরিক্ত আকর্ষণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

অতিরিক্ত খেলনা থাকলে শিশু হয়তো এখন একটা খেলনা নেবে, খানিক বাদেই ঝুঁকে পড়বে অন্য একটায়। এতে তার নির্দিষ্ট কোনও দিকে মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা বাধা পাবে। এতে সে অস্থির আচরণ করতে পারে। তাছাড়া শিশু যখনই যে খেলনা চায়, তখনই যদি তা পেয়ে যায় তাহলে সে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। পরবর্তী সময়ে কোনওকিছু না পাওয়ার অনুভূতি তার মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। ফলে সামাজিক পরিসরে অন্যদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে অসুবিধা হতে পারে। বস্তুগত জিনিসের প্রতি মোহও তৈরি হতে পারে।

শিশুর খেলনা বাছাইয়ে সৃজনশীলতার প্রতি গুরুত্ব দিন। তার যেসব খেলনা আছে, নতুন খেলনা কেনার সময় সেসবের চেয়ে আলাদা কিছু বেছে নিন। শিশুর ভালোর জন্য কখনো-কখনো তাকে না বলুন। সে অতিরিক্ত খেলনার জন্য জেদ করলে বুঝিয়ে বলুন, এত খেলনা তার প্রয়োজন নেই। আপনজনেরা উপহার দিতে চাইলে আপনি হয়তো তাঁদের নিষেধ করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে পুরোনো খেলনা অন্য কাউকে বিশেষত দুঃস্থ বাচ্চাদের দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী করতে পারেন শিশুকে। অন্যের জন্য কিছু করার মধ্যে যে আনন্দ আছে, সেটা সে সহজেই খুঁজে পাবে। বাড়িতে এরকম একটা বাক্স রেখে দিতে পারেন, যেখানে শিশু তার কিছু খেলনা নিজেই গুছিয়ে রাখবে অন্যকে দেওয়ার জন্য।

শিশুর খেলনাগুলো ঝুড়ি বা বাক্সে গুছিয়ে রাখতে পারেন। তবে মুখ আটকে না রেখে এমনভাবে রাখুন, যাতে খেলনাগুলো শিশুর চোখের সামনেই থাকে। তাকে শেখাতে চেষ্টা করুন, সব খেলনা সবসময় ছড়িয়ে না রেখে কিছু খেলনা এভাবে রাখলে সে সহজেই নিতে পারবে। শিশু যেসব খেলনা বেশি পছন্দ করে সেসব যাতে হাত বাড়ালেই পায়, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখুন।

সিঁড়ি ভাঙার উপকারিতা

শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে নিঃসন্দেহে হাঁটার কোনও বিকল্প নেই। তবে জানেন কি, সমতলে সরলরৈখিক হাঁটার চেয়ে সিঁড়ি ভাঙা বেশি কার্যকর। সম্প্রতি অ্যাথেরোস্কেলেরোসিস জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় এমনই দাবি করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সিঁড়ি ভেঙে প্রতিদিন দুই থেকে তিন তলায় ওঠা উচিত। এতে কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি ২০ শতাংশ কমে যায়। তাছাড়া সিঁড়িতে ওঠানামার ক্ষেত্রে শরীরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সরাসরি যুক্ত থাকে। এতে গোড়ালি, ঊরু, নিতম্ব প্রভৃতি অঙ্গের পেশি শক্তিশালী হয়। পেশির ভর বাড়ে, যা বিপাকক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। সিঁড়ি ভাঙার ফলে হৃৎস্পন্দনের গতি বাড়ে। ক্যালোরি ক্ষয়ের ক্ষেত্রে এটি দারুণ কার্যকর। হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক বা রক্ত জমাট বাঁধার মতো জটিল ঝুঁকি কমাতেও সিঁড়ির ব্যবহার অত্যন্ত ইতিবাচক।

গবেষণায় জানা গিয়েছে, যাঁরা প্রতিদিন সিঁড়ি ব্যবহার করেন তাঁদের চেয়ে যাঁরা কখনও সিঁড়িতে ওঠানামা করেননি, তাঁদের কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি ৩২ শতাংশ বেশি।

যে খাবারে মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়তে পারে

মাথাব্যথার যন্ত্রণাদায়ক সমস্যা হল মাইগ্রেন। এই ব্যথা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। এই ব্যথা যে কত ভয়ংকর যার হয় সেই-ই বোঝে। এই ব্যথা মাথার একপাশ থেকে শুরু হতে পারে এবং ২-৩ দিন থাকতে পারে।

তবে কিছু খাবার আছে যা এই ব্যথাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। মাইগ্রেনের সময় মটরশুঁটি, কলা, লেবু এমনকি পছন্দের পিৎজা না খাওয়াই ভালো। কারণ, শিম জাতীয় খাবার মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে মটরশুঁটি না খাওয়াই ভালো। মশলাদার খাবার যে কোনও ব্যথার জন্যই ক্ষতিকর। জলপাই বা সবজির আচারে মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়তে পারে। এছাড়া লাল ক্যাপসিকাম এবং লাল লংকা মাইগ্রেনের ব্যথা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

অন্যদিকে, কলায় থাকা টাইরামিনে মাথাব্যথা বাড়তে পারে। অতএব মাথাব্যথার সময় কলা খাওয়া এড়িয়ে চলুন। লেবুতেও টাইরামিন এবং হিস্টামিন রয়েছে, যা মাথাব্যথা বাড়াতে পারে। পিৎজাতে থাকা ইস্ট মাথাব্যথা বাড়ার জন্য দায়ী। শুধু পিৎজা নয়, ইস্ট দিয়ে তৈরি যে কোনও খাবারই মাইগ্রেনের সময় না খাওয়া ভালো। এছাড়া মিল্কশেক, চকোলেট দুধ, রেড ওয়াইন, ফুল ফ্যাট মিল্ক, পুরোনো চিজ, অ্যাভোকাডো মাথাব্যথা বাড়াতে পারে।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

ছোট্ট তারা

দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাইমারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া মেঘা দাস। ভীষণ সুন্দর ছবি আঁকে সে। ছোট থেকেই অঙ্কনে পারদর্শী।

চোখে জল আনল মিত্র সম্মিলনীর 'অসমাপ্ত'

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : চাকরিসূত্রে ছেলে আগেই মাকে কলকাতায় ছেড়ে মার্কিন মুলুকে পাড়ি দিয়েছিল। মা সেই বাড়িতে থেকে গিয়েছিলেন। পরে ছেলে কলকাতায় এসে মাকে সেই বাড়ি নিজের নামে লিখে দিতে বলে। মাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে জানায়। সরল বিশ্বাসে মা সেই কাজ করেও দেন।

ছেলে সেই বাড়ি বিক্রি করে দেয়। ছেলের সঙ্গে বিদেশে পাড়ি দিতে তিনি তাঁর সঙ্গী হন। দুজনে বিমানবন্দরে হাজির হন। তবে সেখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে বৃদ্ধাকে একা বসতে থাকতে দেখে সিকিউরিটি অফিসারের সন্দেহ হয়। বৃদ্ধার কাছে সবই শোনেন। আমেরিকা যাওয়ার বিমান অনেকক্ষণ আগেই কলকাতা বিমানবন্দর ছেড়েছে বলে তাঁকে জানান। ছেলে তাঁকে ছেড়েই চলে গিয়েছে বলে বৃদ্ধা বুঝতে পারেন। শুনে ভেঙে পড়া বৃদ্ধাকে দেখে ওই অফিসারের খুবই মায়া হয়। তিনি তাঁকে বৃদ্ধার বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসেন। যিনি ওই বাড়ি কিনেছিলেন তিনিও ওই বৃদ্ধাকে নিরাশ করেননি। ওই বৃদ্ধার মুখে সব শুনে তিনি তাঁকে ওই বাড়িতেই থাকতে দেন। এরপর সেই সিকিউরিটি অফিসার নিজে উদ্যোগ নিয়ে আমেরিকায় পুত্রবধূকে টেলিফোন করে সব জানানোর পরই পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নেয়। শাশুড়িকে দেখতে পুত্রবধূ নিজে কলকাতায় চলে আসেন। এরপর ছেলে রাহুলও নিজের ভুল বুঝতে পেরে কলকাতায় মায়ের কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

মিত্র সম্মিলনীর নাট্য সংস্কৃতির ইতিহাস অনেক পুরোনো। রবিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত মিত্র সম্মিলনীর প্রযোজনা ও সুদীপ রাহার নির্দেশনায় 'অসমাপ্ত' নাটকটি সেই ইতিহাসকে আরও সমৃদ্ধ করল। মিত্র সম্মিলনীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে এই নাটকের এদিনই প্রথমবারের জন্য দর্শকদের সামনে আসা। সেই নাটক কতটা সফল তা দর্শকদের চোখের জলেই পরিষ্কার। আবেগতাড়িত হয়ে নাটক শেষে এদিন অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে শিল্পীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আসেন। বেলি ভট্টাচার্য, সম্রাট রায়, তন্নিষ্ঠা বিশ্বাস, অরূপরতন রায়, রমেন রায়, প্রলয় সরকারদের এদিন হৃদয় ছুঁয়ে যায়। নির্দেশকের কথায়, 'আমদের এই নাটকটি নিয়ে নাট্যপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ছিল। মিত্র সম্মিলনীর সমাবর্তন উৎসবে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করতে পেরে আমাদেরও ভালো লাগছে।'

সমাবর্তনের শেষ দিনে গাইছেন জয়তী চক্রবর্তী। রবিবার।

> শিলিগুড়ির নাট্যগোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে একটি নাট্য উৎসব করব। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গব্যাপীও একটি নাট্য উৎসবের পরিকল্পনা রয়েছে।
>
> **সৌরভ ভট্টাচার্য**
> *সাধারণ সম্পাদক, মিত্র সম্মিলনী*

অনুষ্ঠানে জয়তী চক্রবর্তী পরে সংগীত পরিবেশন করেন। ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সংগীত পরিবেশনার পর সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শেষ হল। মিত্র সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্যের কথায়, 'আমাদের প্রথম কাজ হল নিজেদের প্রেক্ষাগৃহ ঠিক করা। প্রেক্ষাগৃহ ঠিক করে শিলিগুড়ির সর্বস্তরের মানুষের অভিমত নিয়ে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ করব। তাঁর কথায়, 'মিত্র সম্মিলনীর কোনও উৎসব মানে সেটা গোটা শিলিগুড়ির উৎসব। আমরা শিলিগুড়ির নাট্যগোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে একটি নাট্য উৎসব করব। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গব্যাপীও একটি নাট্য উৎসবের পরিকল্পনা রয়েছে।'

ফুলমেলায় সাংসদ রাজু বিস্ট। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

গোলাপে 'কাঁটা' রয়েই গেল বিস্টের আশ্বাসে

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ির ফুলমেলায় এলেও ফুলপ্রেমীদের ফুল বাজারের দীর্ঘদিনের দাবি নিয়ে রবিবার কোনও আশার কথা শোনাতে পারলেন না সাংসদ রাজু বিস্ট। এদিন দুপুর থেকে সাংসদ আসবেন শুনে সেভাবেই তৈরি ছিলেন উদ্যোক্তারা। তাঁরা ভেবেছিলেন, এবার হয়তো ফুল ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি ফুল বাজার নিয়ে বড় ঘোষণা করবেন সাংসদ। কিন্তু সে গুড়ে বালি! শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটিকে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে নিজের দায় সারলেন রাজু।

শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে চলা পুষ্প প্রদর্শনীকে ঘিরে রবিবার ব্যাপক উৎসাহ ছিল। এদিন মেলা প্রাঙ্গণে এত মানুষ এসেছিলেন যে সেখানে তিলধারণেরও জায়গা ছিল না। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন পর মেলায় প্রবেশের জন্য টিকিট কাউন্টারে ছিল লম্বা লাইন। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ সাংসদ সেখানে এসে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখার পর তাঁকে মঞ্চে ডাকা হয়। এদিন রাজু বলেন, 'গোটা দার্জিলিং জেলার পাহাড়, সমতল সব জায়গা থেকে এসে অনেকে স্টল করেছেন। তবে এখানে ফুল বাজার করতে রাজ্যের বর্তমান সরকারের ইচ্ছাও নেই, পয়সাও নেই। ২০২৬ সালে আমাদের সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় এলে শিলিগুড়িতে বড় ফুল বাজার করা হবে।'

যদিও রাজুর এই 'শুকনো' আশ্বাসে সন্তুষ্ট হলেন না স্থানীয় ফুলপ্রেমীরা। এদিন ফুলমেলায় আসা আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা সুবীর কর্মকার বলেন, 'এর আগে বহুবার বিভিন্ন মহল থেকে শিলিগুড়িতে স্থায়ী ফুল বাজার করার আশ্বাস মিলেছিল। কিন্তু বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই সাংসদের আশ্বাসে আমরা ভরসা করছি না।'

একই বক্তব্য হাকিমপাড়ার রিমি চৌধুরীর। তাঁর কথায়, 'শিলিগুড়িতে ফুল বাজারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ফুল ব্যবসায়ীরা শিলিগুড়ি শহরের যেখানে সেখানে রাস্তার ধারে বসে ব্যবসা করছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটা ফুল বাজার করা গেল না। সাংসদ তো এখনই সেটা করে দিতে পারতেন।'

শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত সেনের গলাতেও হতাশার সুর। তিনি বলেন, 'শিলিগুড়িতে একটি স্থায়ী ফুল বাজার কতটা প্রয়োজন, সেটা আমরা বিভিন্ন মহলে ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু কোনওভাবে সেই ফুল বাজার হচ্ছে না। আমরা এদিন আশা করেছিলাম, সাংসদ বোধহয় এই নিয়ে বড় ঘোষণা করবেন। কিন্তু সেটা হল না।'

গতবারের মতো এবারও ফুলমেলায় সাংসদকে নিয়ে আসার ব্যাপারে উদ্যোগী হন সোসাইটির সভাপতি নান্টু পাল। তিনি জানালেন, দাগাপুরে তাঁদের জায়গায় ফুল বাজার করার অনুমতি দেয়নি রেল। তাঁরা চাইছেন, শহরের মধ্যে কোথাও বাজারটি করতে। বিষয়টি সাংসদকেও জানিয়েছিলেন।

হেরোইন সহ গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : জিআরপি এসওজি'র কাছে দীর্ঘদিন ধরেই খবর আসছিল, মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনিতে ব্রাউন সুগারের পাশাপাশি ঢুকতে শুরু করেছে হেরোইন। শুরু হয় নজরদারি। অবশেষে এক কারবারিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

মণিপুর থেকে অসম হয়ে শিলিগুড়িতে পৌঁছে এনজেপি জিআরপি ও জিআরপি স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের (এসওজি) হাতে পাকড়াও হল বাবলু মোল্লা নামের ওই ব্যক্তি। ধৃত মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা। ধৃতের কাছ থেকে ৭৪৮ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা।

খবর ছিল, মূলত নাগাল্যান্ড থেকে রেলপথে মাদক দ্রব্য আসছে। সেইমতো রেলপথে নজরদারি বাড়ানো হয়। এরমধ্যেই গোপন সূত্র মারফত খবর আসে, সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি অসমের বরপেটা থেকে কামরূপ এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরায় উঠেছে। রবিবার সন্ধ্যায় বাবলু এনজেপি স্টেশনে নামতেই তাকে পাকড়াও করে এনজেপি জিআরপি ও জিআরপি এসওজি। তার ব্যাগ পরীক্ষা করলে মেলে বিপুল পরিমাণ হেরোইন। এছাড়া ট্রেনের টিকিট ও দুটো মোবাইল পাওয়া গিয়েছে।

শনিবার রাতে ৮৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ আরেক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত তপন শীল পাঁচকেলগুড়ির বাসিন্দা। সে বাস্তুবিহার মোড় সংলগ্ন এলাকায় ব্রাউন সুগার বিক্রির উদ্দেশ্যে ঘোরাফেরা করছিল। সেসময় পুলিশ তাকে পাকড়াও করে। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষমাপ্রার্থনা দাবি

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ডঃ বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে ক্ষমা চাইতে হবে, দাবি পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায়বিচার মঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটির। রবিবার শিলিগুড়িতে আয়োজিত আলোচনা সভায় এই সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সেখানে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ রামচন্দ্র ডোম, অলোকেশ দাস এবং প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি অধ্যাপক তাপস সরকার। প্রত্যেকেই ধর্মনিরপেক্ষ ভারত গড়তে আম্বেদকরের ভূমিকাকে স্মরণ করেন।

রামচন্দ্রর কথায়, 'আম্বেদকর সংখ্যাগুরুবাদের তত্ত্বকে ঘৃণা করতেন। তিনি সারাজীবন দলিতমুক্তির জন্য আপসহীন লড়াই করেছেন। আজ সেই সংখ্যাগুরুবাদকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে সংঘ পরিবার এবং তাদের রাজনৈতিক দল বিজেপি।'

দোকানে চুরি

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : টিনের চাল কেটে সিলিং ভেঙে চোর ঢুকল দোকানে। রবিবার আশিঘর মেইন রোডের একটি দোকানে ঘটনাটি ঘটে। নগদ লক্ষাধিক টাকা খোয়া গিয়েছে বলে দাবি মালিকের। গত কয়েকদিন ধরে ইস্টার্ন বাইপাসে একের পর এক চুরির অভিযোগ সামনে আসছে। শুক্রবার রাতে বাণেশ্বর মোড়ে একটি ঘটনা ঘটে। সেদিনও টিনের চাল কেটে চুরির অভিযোগ ওঠে। ফের শনিবার রাতে আশিঘর মেইন রোড সংলগ্ন এলাকায় মুদিখানার দোকানে চুরি হয়।

ব্যবসায়ী পার্থ সাহা বলছিলেন, 'এদিন সকালে দোকান খুলতে এসে বিষয়টি নজরে আসে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখি, দোকানের ভেতর একজন ঢুকে ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা নিচ্ছে। সেই ব্যক্তির চেহারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।' তবে সে অপরিচিত, দাবি পার্থর।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, পুলিশি টহলদারি চললেও সন্ধ্যা নামতেই নেশার আসর বসে এলাকায়। আশিঘর ফাঁড়ি এখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে। তারপরেও পরপর চুরিতে রীতিমতো আতঙ্কিত তাঁরা। পুলিশ অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তদন্ত হবে বলে জানিয়েছে তারা।

পরিষেবা অমিল, ক্ষোভ ইসলামপুরে

তোমার দেখা নাই রে...

'নিখোঁজ' কাউন্সিলার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেস ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের টিকিট দিয়েছিল বটে, কিন্তু 'কাজের মানুষ মানিক'-এর সেটা পছন্দ হয়নি। তাই শেষপর্যন্ত তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান ১১ নম্বর ওয়ার্ডে। জিতেও যান। পরে দলবদল। এখন অবশ্য পরিষেবা পেতে ছুটতে হচ্ছে তাঁর বাড়ি অর্থাৎ ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে, ১১ নম্বর ওয়ার্ডে স্থানীয়দের একাংশের অন্তত এমনই অভিযোগ।

তাঁদের কটাক্ষ, 'ভোটের সময় মানিক অন্য ওয়ার্ড থেকে এই ওয়ার্ডে এসে গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অথচ এখন তাঁকে কাছে পাওয়া দুষ্কর।' যদিও মানিক অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর পালটা যুক্তি, 'পরিষেবা শেষকথা। আমার বাড়ি বাড়ি যাওয়া নয়।' ওয়ার্ডে জঞ্জাল সমস্যা ইস্যুতে এই কাউন্সিলার পুরসভার সাফাইকর্মীদের ঘাড়ে দায় চাপিয়েছেন।

মানিকের ওয়ার্ডে বেহাল পরিষেবা নিয়ে স্থানীয়রা তাঁকেও অভিযোগ জানাচ্ছেন, দাবি ইসলামপুরের পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের। তাঁর প্রশ্ন, 'সাফাইকর্মীরা কাজ না করলে মানিক কেন আমাকে জানাননি?' কাউন্সিলারদের ওয়ার্ডে অবশ্যই ঘোরা উচিত বলে পরামর্শ কানাইয়ার। মানিকের পালটা, 'চেয়ারম্যান ঠিক কথা বলছেন না। সাফাইকর্মীদের উদাসীনতার কথা বহুবার তাঁকে জানিয়েছি। তবুও কাজ হয়নি।'

ইসলামপুর শহরের রাজনীতিতে মানিক পরিচিত মুখ। শেষ পুরভোটে জোড়াফুল শিবির তাঁকে ১৬ নম্বর ওয়ার্ড এবং তাঁর স্ত্রীকে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে টিকিট দেয়। তবে দলের টিকিট অস্বীকার করে মানিক ১১ নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করেন। তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়েও দেন। অন্যদিকে, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর স্ত্রী দলের টিকিটে জয়ী হন। এরপর গত লোকসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দেন মানিক। স্ত্রী রয়ে যান শাসকদলে।

সেসময় তৃণমূলকে চাপে ফেললেও এখন নিজেই বিতর্কের কেন্দ্রে তিনি। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণপল্লি মোড়ের এক বাসিন্দা নাম না প্রকাশের শর্তে বলেছেন, ''আমাদের স্বপ্নভঙ্গ এটাই এখন চর্চায়।''

রবিবার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে ঘুরে চোখে পড়ল বেহাল পরিস্থিতি। হাসপাতাল মোড় হয়ে রাজা রামমোহন স্কুলের পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তাটির অবস্থা খারাপ। সম্প্রতি নতুন নিকাশিনালা নির্মাণ হয়েছে।

১১ নম্বর ওয়ার্ডে পুরসভা অফিসের পিছনে মার্কেটের সামনে জঞ্জাল।

ছবিটা কেমন
- হাসপাতাল মোড় হয়ে রাজা রামমোহন স্কুলের পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তা খারাপ
- নিকাশিনালার ওপর স্ল্যাব বসানো অগোছালভাবে
- যে কেউ সেখানে হোঁচট খেয়ে পড়তে পারেন
- কালভার্টের ওপর লোহার ঢাকনার অবস্থা বিপজ্জনক
- সুপার মার্কেটের সামনে ছড়ানো-ছেটানো জঞ্জাল
- মার্কেটের সিঁড়ির ঘরের সামনে শৌচকর্ম

তবে তার ওপর অগোছালভাবে স্ল্যাব বসানো। যে কেউ হোঁচট খেতে পারেন যখন-তখন। ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি কালভার্টের ওপর লোহার ঢাকনার অবস্থা বিপজ্জনক। পুরসভা কার্যালয়ের পেছনে সুপার মার্কেট। তার সামনে ছড়ানো-ছেটানো জঞ্জাল। মার্কেটের সিঁড়ির ঘরের সামনের অংশটি অঘোষিত শৌচালয়ে পরিণত।

১১ নম্বর ওয়ার্ডটি শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মহকুমা শাসকের দপ্তর সহ একাধিক সরকারি দপ্তর রয়েছে সেখানে। রয়েছে সরকারি আধিকারিকদের আবাসনও। এসব নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মানিক বলেন, 'আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ, সেটা সবাই জানেন। তাছাড়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুখ দেখানো তো আমার কাজ নয়। এলাকার উন্নয়নই লক্ষ্য। আমার কার্যকাল শেষ হলে মানুষ বিচার করবেন, কাজ করেছি কি না। যাঁরা বলছেন আমি নিখোঁজ, তাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বলছেন।'

হয়েছে। কাউন্সিলারকে শেষ কবে দেখেছি, মনে করতে পারব না। নিকাশিনালাগুলো নিয়মিত সাফাই হয় না। 'কাউন্সিলার নিখোঁজ'-

সিপিএমের পিকনিক

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : জনসংযোগে ভরসা পিকনিক। ভাত, ডাল, ভাজা, কাতল মাছ, ফুলকপির ডালনা, মুরগির মাংস, মিষ্টি ও চাটনি দিয়ে ভোজনপর্ব সারলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কর্মী-সমর্থকরা। জমজমাট রবিবাসরীয় পিকনিক। রবিবার তরুণ তীর্থ ক্লাবের সামনে একটি ভবনে তা আয়োজন হয়। খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি গান, কবিতা পাঠ ও বিভিন্নরকম ইন্ডোর গেম খেলেন অংশগ্রহণকারীরা। প্রায় একশোজন উপস্থিত ছিলেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পিকনিকের জন্য মাথাপিছু দুশো টাকা নেওয়া হয়েছে। ৩ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক তিলক গুনের কথায়, 'দলের সবাই মিলে আনন্দ করলাম। প্রত্যেকবারই পিকনিক হয় আমাদের। তবে এবার ভবন ভাড়া নিয়ে আয়োজন করা হয়েছে।' পিকনিকে পাত পেড়ে বসে খেয়েছেন প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যও। তিনি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প শেষে তাঁদের সঙ্গে খেতে বসেন। পরে বলেন, 'কর্মী-সমর্থকরা আয়োজন তা করেছিলেন। আমাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরিচিত অনেকের সঙ্গেই বহুদিন বাদে দেখা হল, কথা হল।'

ইসলামপুরে ডিজের দাপট

ইসলামপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি : এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। অথচ ইসলামপুর শহরে প্রায় দিনই সন্ধ্যার পর ডিজের দাপটে অতিষ্ঠ শহরবাসী। তাঁদের অভিযোগ এতে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে। এ ব্যাপারে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিয়েবাড়ি, জন্মদিন সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ডিজের শব্দ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীন মনোভাবে ক্ষোভ জন্মেছে শহরবাসীর মনে। ইসলামপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

বেনিয়ম টোটোর

ইসলামপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর শহরে চলা টোটোগুলির ডানদিক দিয়ে যাত্রী ওঠা-নামা বন্ধ করতে মাইকে ঘটা করে প্রচার করেছিল ট্রাফিক পুলিশ। তার ছ'মাস কাটতে না কাটতেই সেসব নিয়ম উধাও। ফলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ছে। ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়, এবিষয়ে টোটোচালকদের ফের সতর্ক করা হবে। প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

দৃষ্টি ঘোলাটে, রাইটার নিয়ে পরীক্ষায় রূপক

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : প্রায় সাত বছর আগে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে চোখে বল লাগে রূপক সরকারের। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার আগেই পুরোনো আঘাতের কারণে দৃষ্টি ঘোলাটে হতে শুরু করে তার। তাই এবার রাইটার নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে শিলিগুড়ির ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিবাদী সরণির বাসিন্দা রূপক।

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্র রূপকের মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছে জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠে। গৃহশিক্ষিকা রুমা রায় পড়া রেকর্ড করে দেন তাকে। কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনে শুনে মুখস্থ করে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছে রূপক। সে বলছে, 'এতদিন যা শিখেছি, বুঝেছি সেটাই কাজে লাগাচ্ছি পরীক্ষায়।'

তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় তার চোখে বল লাগে। তখন অজ্ঞান হয়ে গেলেও পরে সব ঠিকঠাকই ছিল। সমস্যা শুরু হয় ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। রূপকের কথায়, 'ধীরে ধীরে বুঝতে পারি দৃষ্টিশক্তি কমছে। সব ঘোলাটে দেখছি।' চিন্তায় পড়ে পরিবার।

শহরে, ভিনরাজ্যে এমনকি নেপালেও নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্যে। তবে কেউ কেউ বলেছেন আর ঠিক হওয়ার নয়। কেউ আবার আশার আলো দেখিয়েছেন। তবে সেটা সময়সাপেক্ষ। শেষমেশ স্কুলের শিক্ষকদের সাহায্যে রাজ্যের মাধ্যমিক বোর্ডকে চিঠি পাঠিয়ে রাইটার নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পায় রূপক। আপাতত সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে চায়।

মদ সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : অভিযান চালিয়ে ছয় কার্টন মদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল জিআরপি। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে জিআরপির কাছে খবর আসে এনজেপি স্টেশন থেকে মদ পাচার করা হচ্ছে। এরপর স্টেশন থেকেই ছয় কার্টন মদ সহ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত মহম্মদ মনু বিহারের দানাপুরের বাসিন্দা। ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শুধু হেরিটেজ স্বীকৃতি দিয়ে অচল করলে চলবে না

অমরকুমার চন্দ
(অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী, ভারতনগরের বাসিন্দা)

খোলা জানালা

প্রায় সাত দশক আগে যখন এই শহরে পা রাখি, তখনকার সঙ্গে এখনকার শিলিগুড়ির আকাশপাতাল ফারাক। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়েই এই বদল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাই বলে তো আর পুরোনো সবকিছুকে হেলায় ফেলে রাখা যায় না। অনেকক্ষেত্রেই অবশ্য সেটাই হয়েছে। এই যেমন টাউন স্টেশনের কথাই বলা যেতে পারে। নব্বই বছর বয়সে এসে ঐতিহ্যবাহী স্টেশনটির দুর্দশা দেখে এখন ডুকরে কেঁদে ওঠে মন।

আজ থেকে প্রায় ১৪৫ বছর আগের কথা। টাউন স্টেশন হয়ে ছুটে চলত ট্রেন। একসময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, গান্ধিজি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপ্লবী বাঘা যতীনের মতো বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এই স্টেশনে পা রেখেছিলেন বলে ছোট থেকে শুনে আসছি। এমন ঐতিহ্যবাহী একটা স্টেশন কি 'মডেল' হয়ে উঠতে পারত না শহরে! আলবাত পারত।

কিন্তু সময়ের কী নিষ্ঠুর পরিহাস। কয়েক দশকের দখলদারি, বর্ধিত জনসংখ্যা আর গুরুত্বহীনতা রুগ্ন-মৃতপ্রায় করে তুলেছে স্টেশনটিকে। এমনটা তো হওয়ার কথাই ছিল না।

তখন দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। গড়ে ওঠেনি নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেলওয়ে স্টেশন। কাটিহার থেকে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন শিলিগুড়ি হয়ে অসমে যেত। খেলনাগাড়িও টাউন স্টেশন থেকে রওনা হত পাহাড় অভিমুখে। আজ যাকে আমরা সফদর হাসমি চক নামে চিনি সেই জায়গায় ছিল শিলিগুড়ি রোড স্টেশন। টাউন স্টেশন ছাড়ার পর সেখানে ট্রেন দাঁড়াত কিছুক্ষণ, কিছুটা এগিয়ে সেবক মোড়ের কাছেও থামতে হত।

ন্যারোগেজ এবং মিটারগেজ ট্রেন লাইন তখন ভারতব্যাপী। পরবর্তীতে শুরু হয় ব্রডগেজ লাইন তৈরির কাজ। রেলমন্ত্রক দেশব্যাপী একটিই গেজ রাখার পক্ষে মত দেয়। কারণ, খরচ কমাতে হবে। সেই কারণে ষাটের দশকের পর এনজেপি স্টেশন গড়ে উঠলে অবহেলার যাত্রা শুরু টাউন স্টেশনের। পরবর্তীতে শিলিগুড়ির অন্যতম বড় রেলস্টেশন হয়ে ওঠে

> আজ থেকে প্রায় ১৪৫ বছর আগের কথা। টাউন স্টেশন হয়ে ছুটে চলত ট্রেন। একসময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, গান্ধিজি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপ্লবী বাঘা যতীনের মতো বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এই স্টেশনে পা রেখেছিলেন বলে ছোট থেকে শুনে আসছি। এমন একটা স্টেশন কি 'মডেল' হয়ে উঠতে পারত না শহরে! আলবাত পারত।

এনজেপি। জংশন স্টেশনও থেকে যায় স্বমহিমায়।

এখন তো শুনি, টাউন স্টেশন এলাকাজুড়ে দখলদার ও সমাজবিরোধীদের আড্ডা। কিছুদিন আগে খবরে পড়লাম, সেখানকার মহিলা কর্মীরাও কর্মক্ষেত্রে অসুরক্ষিত। অথচ এমনটা হওয়ার কথা নয়।

একই শহরে একাধিক স্টেশনকে সচল রাখা গেলে নাগরিকদেরই সুবিধা। টাউন স্টেশনকে রুগ্নদশা থেকে ফেরাতে হলে এখান থেকে কয়েকটি ট্রেন চালানো উচিত। এতে একদিকে যেমন অন্য স্টেশনগুলির ওপর চাপ কমবে, পাশাপাশি শহরের মানুষকেও কম হয়রানির শিকার হতে হবে।

দিন-দিন বিভিন্ন রাস্তায় যানজট বাড়ছে, আরও বাড়বে। এখন শুনছি, শহরের অনেকেই টাউন স্টেশনের হেরিটেজ স্বীকৃতির দাবি করছেন। আমি অবশ্যই এই দাবির সঙ্গে একমত। কিন্তু শুধু হেরিটেজ স্বীকৃতি দিয়ে অচল করে দেওয়ার পক্ষে আমি নই। তবে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে মনে হয়েছে বিগত কিছু বছরে রেল নিয়ে দেশে রাজনীতি হচ্ছে বেশি। একসময় পরিষেবা দেওয়া মুখ্য বিষয় থাকলেও পরবর্তীতে যেন উপার্জনই প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে রেলের। সেই কারণে বিভিন্ন সময়ে রাজনীতির শিকার হয়েছে ভারতীয় রেল। সেই একই কারণে বারবার উপেক্ষিত হতে হয়েছে শিলিগুড়িকে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, মহানন্দা লিংক এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেলের মতো ট্রেনগুলির সঙ্গে এখানকার আবেগ জড়িত। অথচ ট্রেনগুলি এখান থেকে চলে গিয়েছে দূরে, বহু দূরে। বর্তমানে শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা, গুয়াহাটি, দিল্লি, মুম্বই অথবা দক্ষিণ ভারতে সফর করার যাত্রী সংখ্যা প্রচুর। তাহলে কেন এখান থেকে সরাসরি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ট্রেন থাকবে না? শিলিগুড়ি-কলকাতা রাত্রিকালীন ট্রেনের যে দাবি উঠেছে, আমি তাতেও সহমত। যাত্রী পরিষেবা ও স্থানীয় ভাবাবেগকে মর্যাদা দিয়েই শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন সহ এই শহরের রেল পরিষেবাকে মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করানো সম্ভব।

গ্যালারিয়া'র প্রচারপত্র লঞ্চ

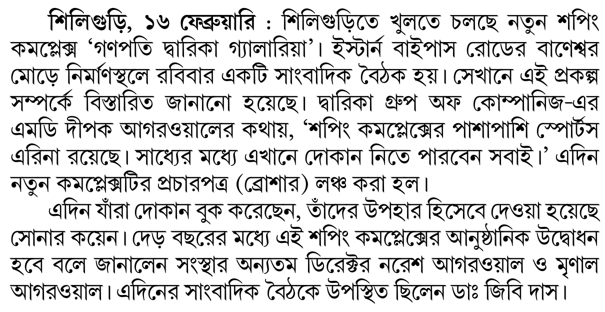

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়িতে খুলতে চলছে নতুন শপিং কমপ্লেক্স 'গণপতি দ্বারিকা গ্যালারিয়া'। ইস্টার্ন বাইপাস রোডের বাণেশ্বর মোড়ে নির্মাণস্থলে রবিবার একটি সাংবাদিক বৈঠক হয়। সেখানে এই প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। দ্বারিকা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ-এর এমডি দীপক আগরওয়ালের কথায়, 'শপিং কমপ্লেক্সের পাশাপাশি স্পোর্টস এরিনা রয়েছে। সাধ্যের মধ্যে এখানে দোকান নিতে পারবেন সবাই।' এদিন নতুন কমপ্লেক্সটির প্রচারপত্র (ব্রোশার) লঞ্চ করা হল।

এদিন যাঁরা দোকান বুক করেছেন, তাঁদের উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে সোনার কয়েন। দেড় বছরের মধ্যে এই শপিং কমপ্লেক্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে বলে জানালেন সংস্থার অন্যতম ডিরেক্টর নরেশ আগরওয়াল ও মৃণাল আগরওয়াল। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ জিবি দাস।

দুষ্কৃতীদের টার্গেট রান্নাঘর

নুন-হলুদে মাদক মিশিয়ে হানা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : আগে রেইকি। এরপর সুযোগ বুঝে হাতিয়ার প্রয়োগ। পরে অপারেশন। রীতিমতো ছক কষে ফাঁদ পাতছে দুষ্কৃতীরা। আর সেই ফাঁদে কেউ পা দিলেই কেল্লা ফতে। সেক্ষেত্রে দুষ্কৃতীদের তুরুপের তাস বাড়ির রান্নাঘর। সেখানে নুন, হলুদে মাদক বা সিডেটিভ ড্রাগস মিশিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাড়িতে হানা দিচ্ছে তারা। আর সকালে উঠে যতক্ষণে বাড়ির লোক বিষয়টি বুঝতে পারছেন ততক্ষণে বাড়ির সব জিনিস উধাও।

সম্প্রতি নাগরাকাটার সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাটোয়ারিপাড়ার একটি বিয়েবাড়িতে এধরনের ঘটনার পর পাশের ছাড়টন্ডু বস্তির একটি বাড়িতেও একই ঘটনা ঘটে শনিবার গভীর রাতে। পরিবারটি রবিবার সকালে টের পায়। একের পর এক এধরনের ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই চক্র কোচবিহারের। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, চক্রের মূল পান্ডাদের সঙ্গে কমিশনের ভিত্তিতে নিযুক্ত কয়েকজন লোকাল এজেন্টও রয়েছে। ওই এজেন্টদের মাধ্যমেই কাজ চলছে।

জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, '৪-৫ জনের একটি দল এসবের সঙ্গে জড়িত বলে আমাদের ধারণা। এর আগে তারা সংশোধনাগারেও ছিল। পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে।'

ছাড়টন্ডু বস্তির বাসিন্দা জবেদুল হকের বাড়িতে চুরি হয়। তাঁর আলমারি থেকে নগদ টাকা সহ সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা বলে দাবি। শনিবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন বুঝে উঠতে পারেননি।

মনেও নেই কিছু। প্রতিদিন আজানের শব্দ শুনে ভোরে উঠে পড়েন জবেদুল। কিন্তু এদিন সকাল ৭টায় ঘুম ভাঙে তাঁর। জবেদুল বলেন, রাতে কিছুই টের পাইনি। সকালে উঠে দেখি ঘরের অবস্থা লন্ডভন্ড। আলমারি খোলা। পুলিশকে সবকিছু জানানো হয়েছে।

জেলার নাগরাকাটা ছাড়াও একাধিক স্থানে সম্প্রতি একই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাড়ির লোক কিছুই টের পাচ্ছে না বলে তদন্তে উঠে এসেছে। এর আগে গত ১৫ জানুয়ারি রাতে লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের লালঝামেলাবস্তির ঠুলে প্রধান নামে এক ব্যক্তির বাড়ির খাটের নীচে রাখা বাক্স থেকে অলংকার চুরি যায়।

তবে এসব হচ্ছে কীভাবে? পুলিশ জানিয়েছে, ওই দুষ্কৃতীচক্রের পাখির চোখ বাড়ির রান্নাঘর। সেখানেই থাকে নুন, হলুদ সহ রান্নার উপকরণ।

কেউ আগে রেইকি করে যাচ্ছে। পরিস্থিতি দুষ্কর্মের অনুকূল থাকলে সুযোগ বুঝে রান্নাঘরে ঢুকে সিডেটিভ ড্রাগস বা মাদক জাতীয় কিছু কেউ বা কারা মিশিয়ে রেখে যাচ্ছে বলে ধারণা। এবার রাতের খাওয়া শেষ করতেই ঘুমে ঢলে পড়ছেন পরিবারের সদস্যরা।

এধরনের ঘটনাগুলির প্রতিটিতেই দেখা যাচ্ছে, বাড়ির রান্নাঘর নড়বড়ে। কোথাও দরজা ভাঙা। আবার কোথাও দরজা শক্তপোক্ত থাকলেও জানলার পরিস্থিতি খারাপ। এই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছে চক্রটি।

নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার বলেন, 'দুষ্কৃতীরা কেউ রেহাই পাবে না। পাশাপাশি বাসিন্দাদেরও সজাগ থাকতে হবে।'

> ৪-৫ জনের একটি দল এসবের সঙ্গে জড়িত বলে আমাদের ধারণা। এর আগে তারা সংশোধনাগারেও ছিল। পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে।
>
> **খান্ডবাহালে উমেশ গণপত,** পুলিশ সুপার

বাড়ির লন্ডভন্ড আলমারি। ছাড়টন্ডু বস্তিতে।

বাংলাদেশিদের জন্য মোদিকে আর্জি শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখদের মতো সংখ্যালঘু ও আওয়ামি লিগের নেতা- কর্মীদের এ দেশে শরণার্থী হিসেবে গণ্য করা ও তাঁদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার জন্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে আবেদন করলেন। রবিবার 'খোলা হাওয়া' নামে বিজেপি প্রভাবিত এক সংস্থার উদ্যোগে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের প্রেক্ষাগৃহে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় বিষয় ছিল 'বাংলাদেশের সংকট'। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'সম্প্রতি পুলিশ রায়গঞ্জে সীমান্ত পেরিয়ে এ রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া ৮৫ বছর বয়স্ক এক বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। আইনানুযায়ী তাঁকে রায়গঞ্জ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। তাঁর বয়সের বিষয়টি বিবেচনা করে বিচারক অবশ্য ওই বৃদ্ধাকে দুই মাসের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। একই কারণে রানাঘাটে ৫১ জন, কালিয়াগঞ্জে ৬ জন ও খড়দা থেকে আওয়ামি লিগের ৬ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁদের জেল হেপাজত হয়েছে। এই সমস্যার বিষয়ে আমাদের রাজ্যকে বলে কোনও লাভ নেই। বিজেপি শাসিত রাজ্যে এমনটা হচ্ছে না। তাই প্রধানমন্ত্রীর কাছেই আর্জি জানালাম।'

বিপর্যয়ের পর।। *নয়াদিল্লি স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা। রবিবার সকালে। - এএফপি*

চেয়ারম্যান আজ বসবেন চেয়ারে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৬ ফেব্রুয়ারি : তিনি মাল পুরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন মাসখানেক ধরেই। কিন্তু সেই যে দায়িত্ব নেওয়ার দিন অল্প সময়ের জন্য চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসেছিলেন উৎপল ভাদুড়ি, তারপর থেকে আর কিন্তু সেই চেয়ারে বসেননি। প্রোটোকল মেনেছেন। সোমবার তাঁর চেয়ারম্যান পদে 'অভিষেক'। সোমবার থেকে তিনি আক্ষরিক অর্থেই 'চেয়ারম্যান'।

মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের পদের দায়িত্ব পালনের শপথ নেবেন উৎপল। সেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সম্পন্ন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মালবাজার শহরের বেশ কয়েকজন প্রবীণ নাগরিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সোমবার মহকুমা শাসক শুভম কুণ্ডল তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন। দুপুর ১২টায় মাল মহকুমা শাসকের দপ্তরের কনফারেন্স হলে চেয়ারম্যান পদে শপথবাক্য পাঠ করবেন উৎপল। তিনি বলেন, 'শপথগ্রহণটা সম্পূর্ণ একটি আনুষ্ঠানিক বিষয়। শপথ নেওয়ার পর পুরসভার নাগরিকদের প্রতি আমার দায়িত্ব বেড়ে যাবে।'

ফেব্রুয়ারি মাসের ৭ তারিখে মাল পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান পদে উৎপল ভাদুড়ির নাম সমর্থন করেন তৃণমূলের সমস্ত কাউন্সিলাররা। দলনেতা তথা কাউন্সিলার নারায়ণ দাসের এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা নিজেও। সেদিন রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক মাল গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে পুরসভায় পৌঁছে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন উৎপলকে। সেদিন মন্ত্রীর অনুরোধে কিছুক্ষণের জন্য চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসলেও তারপর থেকে তিনি আর সেই চেয়ারে বসেননি। সেই চেয়ারের পাশে রাখা অন্য একটি চেয়ারে বসতেন উৎপল।

সেই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বুলু, জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ, যুব সভাপতি সন্দীপ ছেত্রী, মাল ব্লক সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ, টাউন সভাপতি অমিত দে সহ দলের বিভিন্ন পদাধিকারীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তৃণমূল কাউন্সিলারদের পাশাপাশি বিজেপির একজন কাউন্সিলার সুশান্ত সাহাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমন্ত্রিত অতিথির তালিকায় আছেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহাও।

বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'আমাদের শহরের উন্নয়ন থমকে আছে। আশা করছি, উৎপল চেয়ারে বসে নিরপেক্ষভাবে পুরসভার উন্নয়নের কাজ করবেন।' কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত দাস বলেন, 'এর আগে অনেক দুর্নীতি হয়েছে মাল পুরসভায়। আশা করছি নতুন চেয়ারম্যান স্বচ্ছভাবে প্রশাসন পরিচালনা করবেন।' সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্তও উৎপলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সাঁড়াশি চাপে পড়ে নিজের পদত্যাগ ঘোষণা করতে জরুরি ভিত্তিতে বোর্ড অফ কাউন্সিলার্সের বৈঠক ডেকেছিলেন স্বপন। ৩১ জানুয়ারি শেষমেশ স্বপন চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন। সেদিনই সিদ্ধান্ত হয়, সাতদিন পর নতুন চেয়ারম্যানের পদে নাম নিয়ে আলোচনা হবে বোর্ড মিটিংয়ে। ৭ ফেব্রুয়ারি বোর্ড মিটিংয়ে উৎপলকে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এতদিন অপেক্ষা ছিল শপথগ্রহণের।

আজ সরকারিভাবে পুরসভার দায়িত্ব নেবেন উৎপল ভাদুড়ি।

নবীনদের স্বাস্থ্যে শঙ্কা

প্রথম পাতার পর

সামনে আসে সত্যিটা। ক্লাস নাইন থেকেই নাকি ফ্লেভার্ড সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস তার, যা এখন আসক্তিতে পরিণত হওয়ায় বাড়িতে বকা খেয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করছে।

সন্তানকে নিয়ে কিন্তু শুধু প্রধাননগরের বাসিন্দা সমর সেনগুপ্ত (পরিবর্তিত নাম) ভুক্তভোগী নন, একই সমস্যা নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের অন্বেষা ক্লিনিকের বহির্বিভাগে ছুটে যাচ্ছেন বহু অভিভাবক। সেখানকার কাউন্সেলার পিয়ালি পাইড়ার কথায়, 'পড়ুয়াদের মধ্যে তামাকজাতীয় নেশায় আসক্ত হওয়ার প্রবণতা এখন অনেকটা বেড়েছে। নতুন কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে আগ্রহী কিশোর-কিশোরীরা। সেই থেকে নিত্যনতুন সামগ্রী ব্যবহার করে ওরা। আমার কাছে এধরনের অসুবিধে নিয়ে যখন কেউ আসে, ধীরে ধীরে নেশা ছাড়ানোর চেষ্টা করি। তবে কিছুক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ওষুধের পরামর্শ দেওয়া হয়।'

শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মূলত চিন, থাইল্যান্ড ও দিল্লি থেকে তাঁরা এসব আনছেন। একেকটি প্যাকেটের দাম, তিনশো থেকে চারশো টাকার মধ্যে। এছাড়া অনলাইনে মিলছে সহজে। খুব বেশি বড় দোকানেও যেতে হয় না, চাহিদার কথা মাথায় রেখে এখন ছোট দোকানদাররা এধরনের সিগারেট রাখছেন, সেসব বিকোচ্ছে রমরমিয়ে।

মৃত ১৮, বিভ্রান্তির জেরে

প্রথম পাতার পর

তাঁদের মধ্যে একজন সিঁড়িতে পড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় স্টেশনে যে অস্বাভাবিক ভিড় ছিল, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রেলের এক আধিকারিকের কথায় সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে নয়াদিল্লি স্টেশনে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় দেড় হাজার করে টিকিট বিক্রি হয়েছে। এর থেকে ভিড়ের পরিমাণ আন্দাজ করা যায়। দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রেল। কমিটিতে রয়েছেন উত্তর রেলের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার নরসিংহ দেও এবং উত্তর রেলের প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার পঙ্কজ গাঙওয়ার। অন্যদিকে, আলাদা করে তদন্তে নেমেছে দিল্লি পুলিশও। স্টেশনের যাবতীয় সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার জন্য রেল ও দিল্লি প্রশাসনের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছে বিরোধীরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'দিল্লিতে ১৮ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর মন ভেঙে দিয়েছে। এটি আরও বেশি করে মনে করিয়ে দিল যে, মানুষের সুরক্ষার ব্যাপারে পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা কত জরুরি। যাঁরা মহাকুম্ভে যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য উন্নত পরিষেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই যাত্রা যাতে নিরাপদ হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন এই কামনা করছি।'

সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করতে গিয়ে মহাকুম্ভকে 'ফালতু' বলে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব। প্রাক্তন রেলমন্ত্রী বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। রেলের অব্যবস্থার কারণে এতগুলি মানুষকে প্রাণ দিতে হল। রেলমন্ত্রীকে এর দায় নিতে হবে।' লালুর বক্তব্য, 'এই কুম্ভের কোনও অর্থ হয়? এটা একদম ফালতু।' কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন, 'নয়াদিল্লি স্টেশনে এতগুলি মানুষের পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু দুঃখজনক। আমি মৃতদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি। এটা রেল এবং অসংবেদনশীল সরকারের ব্যর্থতা।' সপা প্রধান অখিলেশ যাদব বলেন, 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। রাজনীতি করার বদলে ক্ষমতাসীনদের উচিত মৃতদের পরিবারের সদস্যদের অবস্থা অনুধাবন করা।... মৃত্যুর তথ্য লুকিয়ে বিজেপির আর পাপ বাড়ানো উচিত নয়।' বিজেপি অবশ্য বিরোধীদের দাবি খারিজ করে দিয়েছে। দলের মুখপাত্র অজয় অলোক বলেন, 'ঘটনার তদন্ত হবে। সেই তদন্তের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে সরকার।'

নাতির সামনে ঠাকুমাকে কুপিয়ে লুঠপাট

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি : নাবালক নাতির সামনে ঠাকুমাকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে লুঠপাট দুষ্কৃতীদের। লুঠ করে নগদ টাকা সহ সোনার গয়না। যাওয়ার আগে দুষ্কৃতীরা ঘরের বাইরে থেকে শিকল দিয়ে দরজা বন্ধ করে চম্পট দেয়। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আপাতত মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। রবিবার রাত আড়াইটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার তিন নম্বর কেন্দুয়া এলাকায়। বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই ঘটনার পরে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন নম্বর কেন্দুয়া এলাকার বাসিন্দা সুব্রত মৃধা। তিনি ত্রিপুরায় সিআরপিএফ জওয়ান পদে কর্মরত। বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধা মা আন্নাবালা মৃধার সঙ্গে থাকেন স্ত্রী কণিকা মৃধা এবং নাবালক দুই ছেলে।

গৃহবধূ কণিকা মৃধা বলেন, 'একজন দুষ্কৃতী প্রথমে শাশুড়ি আন্নাবালার শোয়ার ঘরে গিয়ে তাণ্ডব চালায়। আন্নাবালার গলায় বঁটি দিয়ে একাধিক আঘাত করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুঠপাট করে। পরে আমার ঘরে ঢুকেও লুঠপাট চালায়। তবে দুষ্কৃতী একা ঢুকলেও বাইরে মোটরবাইক নিয়ে কেউ ছিল। যাওয়ার আগে আমাদের ঘরের বাইরে শিকল তুলে দরজা আটকে চলে যায়।'

গৃহবধূর বছর দশেকের ছেলে সৌভিক মৃধার কথায়, 'রাত আনুমানিক আড়াইটা নাগাদ হঠাৎ একজন ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। আমার ঠাকুমা বাথরুম থেকে ঘরে ফিরতেই ওই লোক ঠাকুমার মুখ চেপে ধরে। টাকা, সোনা সব দিয়ে দিতে বলে। এরপর বঁটির কোপ দেয়। ঠাকুমা রক্তাক্ত হলে ওই লোক আলমারি থেকে টাকা, সোনার জিনিস সব বের করে নেয়। ঠাকুমার গা থেকেও সব সোনার গয়না খুলে নেয়। এরপর আমাকে বলে, পাশের ঘরে তোর মাকে ডেকে তোল। আমি মাকে ডাকলে সেই ঘর থেকেও অনেক কিছু নিয়ে নেয়। এরপর আমাদের ঘরে আটকে শিকল দিয়ে চলে যায়। বাইরে মোটরবাইক নিয়ে কেউ অপেক্ষা করছিল।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, আন্নাবালা মৃধার শোয়ার ঘরে ঢুকে তাঁকে রক্তাক্ত করে সেখান থেকে নগদ টাকা ও অলংকার নিয়ে গিয়েছে।

তদন্তে পুলিশ

- তিন নম্বর কেন্দুয়া এলাকায় রাতে হঠাৎ এক দুষ্কৃতী স্থানীয় বাসিন্দার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে
- আন্নাবালা বাথরুম থেকে ঘরে ফিরতেই দুষ্কৃতী তাঁর মুখ চেপে ধরে
- এরপর বঁটির কোপ দেয়
- তিনি রক্তাক্ত হলে দুষ্কৃতী আলমারি থেকে টাকা, সোনার জিনিস সব বের করে নেয়
- এরপর বাড়ির সবাইকে ঘরে আটকে শিকল দিয়ে চলে যায়

অভিযুক্তদের একজন বামনগোলা ব্লকের নালাগোলা এলাকার আশিস সরকার (২৬)। অভিযুক্ত আহতের আত্মীয়। সে ধরা পড়েছে এবং তার অপরাধ স্বীকার করেছে। লুঠ হওয়া মাল উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

স্থানীয় মানুষজনের দাবি, গ্রামে তিনদিন ধরে কীর্তনের আসর চলছে। আক্রান্ত পরিবারের চিৎকারেও তাই টের পাননি গ্রামবাসীরা। দুষ্কৃতী পালিয়ে যেতেই হইচই পড়ে গ্রামে। তবে গ্রামের মধ্যে বাড়িতে ঢুকে হামলা চালিয়ে লুঠের ঘটনায় আতঙ্কিত মানুষজন।

রেলের দিকে উঠছে আঙুল

প্রথম পাতার পর

তাহলে এই বিপুল সংখ্যক যাত্রীর জন্য স্টেশনের বাইরে 'হোল্ডিং এরিয়া' তৈরি করা হয়নি কেন? ভিড় নিয়ন্ত্রণে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি কেন? এদিকে দুর্ঘটনার পর প্রথমে রেল কর্তৃপক্ষ একে 'গুজব' বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রাণহানির সংখ্যা বাড়তেই তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রেলের তরফে উত্তর রেলের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার নরসিংহ দেব এবং উত্তর রেলের চিফ সিকিউরিটি কমিশনার পঙ্কজ গাঙওয়ার-এর নেতৃত্বে দুই সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। রবিবার তাঁরা দুর্ঘটনাস্থল অর্থাৎ প্ল্যাটফর্ম ১৪-তে তদন্ত করেন এবং সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করেন।

অন্যদিকে দুর্ঘটনার পর রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে বৈঠক করেন এবং রেলমন্ত্রকের ওয়াররুমে এসে ঘটনার পর্যালোচনা করেন। যদিও এত বড় বিপর্যয়ের পরেও তিনি কোনও সাংবাদিক বৈঠক করেননি। দুর্ঘটনার সময় আরপিএফ-এর সদস্য সংখ্যা এত কম কেন, সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দেয়নি তদন্ত কমিটি।

উত্তর রেলের মুখপাত্র হিমাংশুশেখর উপাধ্যায় দাবি করেছেন, দুর্ঘটনার সময় প্ল্যাটফর্ম ১৪-তে পাটনাগামী মগধ এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে ছিল এবং প্ল্যাটফর্ম ১৫-তে জম্মুগামী উত্তর সংযোগ ক্রান্তি এক্সপ্রেস ছিল। একজন যাত্রী সিঁড়িতে পড়ে গেলে তাঁর পিছনে থাকা লোকজনও পড়ে যান, ফলে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। কোনও ট্রেন বাতিল হয়নি, সময়সূচি পরিবর্তন হয়নি এবং অতিরিক্ত ট্রেনও চালানো হয়েছে।

৪৪ বছরে এত ভয়ংকর

প্রথম পাতার পর

রাতেই টিভির পর্দায় খবর দেখে গ্রাম থেকে ছুটে এসেছেন পরিবারের লোকজন। কিন্তু বারবার ফোন করেও স্ত্রীর সাড়া পাননি। তাই সকাল থেকে পুলিশের কাছে ছুটছেন। একটাই আশা, কোনওভাবে যদি খোঁজ মেলে ভালোবাসার মানুষটির।

রেলমন্ত্রকের তরফে সরকারিভাবে এখনও মৃতের সংখ্যা ঘোষণা হয়নি। কিন্তু বেসরকারি মতে ২১ জনের নিথর দেহ পড়ে আছে হাসপাতালের মর্গে।

আহত ও নিখোঁজের সংখ্যা তার চেয়েও বেশি। তাঁদেরই একজন লালি দেবী।

রবিবার সকাল থেকেই অবশ্য স্টেশনে ভিন্ন দৃশ্য।

ছড়িয়ে থাকা জামাকাপড়, ব্যাগ, ছেঁড়া জুতো, প্লাস্টিকের প্যাকেটে রাখা আঙুর, বিস্কুটের প্যাকেট, জলের বোতল, সব গুছিয়ে তুলছে রেল পুলিশ। দুপুর বারোটার মধ্যেই ১৪ এবং ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম ঝাঁ চকচকে। যেন রাতের বিভীষিকার চিহ্ন মুছে ফেলার মরিয়া চেষ্টা।

গীতা প্রেস বুক স্টলের মালিক সুনীল ভরদ্বাজের কণ্ঠেও একই ক্ষোভ। বললেন, '১২ বছর ধরে এখানে বই বিক্রি করছি। কিন্তু এত পরিষ্কার প্ল্যাটফর্ম কখনও দেখিনি। পুলিশ হয়তো একটু বেশি তৎপর হয়ে উঠেছে গত রাতের সব স্মৃতি মুছে ফেলতে!'

তিনি বললেন, 'সাধারণত ৭.৩০টায় দোকান বন্ধ করে দিই। কিন্তু গত রাতে যেভাবে ভিড় বাড়ছিল, বেরোতেই ভয় লাগছিল। মনে হচ্ছিল, একটু চাপ বাড়লেই পুরো প্ল্যাটফর্ম ভেঙে পড়বে!'

শনিবার রাতে প্রতি ঘণ্টায় ১৫০০ টিকিট বিক্রি হয়েছে। এত মানুষের ঢল নামবে, তা অনুমান করা কঠিন ছিল না।

কিন্তু তবুও কেন আগেভাগে সতর্ক হয়নি রেল? কেন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না? প্ল্যাটফর্মজুড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা, কন্ট্রোল রুমে সবকিছুর ওপর কড়া নজরদারি ছিল, তবুও যখন দরকার ছিল, তখন কেন এগিয়ে আসেনি পুলিশ বা প্রশাসন? এই প্রশ্নই ঘুরে বেড়াচ্ছে রবিবার সকাল থেকে স্টেশনে আসা মানুষের মুখে।

কুলি কৃষ্ণকুমার হতাশ গলায় বলেন, 'আমরাই পুলিশ আর দমকলকে খবর দিই! তারপর অ্যাম্বুল্যান্স আসে!' বলরামের কথায়, 'আমাদের ঠ্যালাগাড়িতে লাশ চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলেছি।'

প্ল্যাটফর্ম এখন হয়তো পরিষ্কার। ব্যারিকেড বসেছে, পুলিশ টহল দিচ্ছে। কিন্তু যাঁরা হারিয়ে গেলেন, যাঁরা নিখোঁজ, যাঁরা প্রিয়জনের খোঁজে পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের চোখে এখনও জমে থাকা রাতের সেই আতঙ্ক কি আর কখনও মোছা যাবে?

সিঁদুরে মেঘ

প্রথম পাতার পর

ডাউন ট্রেনগুলি পাঁচ, তিন এবং কখনো-সখনো দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকে।' তবে কখনও নিয়মের হেরফের হলে যাত্রীদের মধ্যে তাড়াহুড়োর শেষ থাকে না। সেই সময় ব্যাগপত্র, পরিবার নিয়ে নাজেহাল হতে হয় যাত্রীদের। সেই কারণে প্রতিদিন ওভারব্রিজগুলোর ওপর মানুষ ভিড় করে থাকেন। বলছিলেন অনেকেই।

এমন পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে স্থানীয় ও রেলযাত্রীদের অনেকেই মনে করছেন। স্টেশনে কর্তব্যরত এক আরপিএফ আধিকারিক বলেন, 'পরিস্থিতির ওপর সর্বদা আমাদের নজর থাকে। সমস্যা হলে আমরা মোকাবিলায় প্রস্তুত।' প্রায় একই বক্তব্য জানা গিয়েছে, জিআরপির শিলিগুড়ি রেল পুলিশ সুপার কুঁয়র ভূষণ সিংয়ের কথাতেও। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বলেন, 'দিল্লির এই ঘটনার পরই সমস্ত জিআরপি থানায় বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়েছে। সবরকম পরিস্থিতির জন্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা নিজেরা পর্যবেক্ষণ করে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। আরপিএফের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বিভিন্ন যানবাহন, অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্টেশনের ওভারব্রিজ ও সিঁড়িগুলোর ওপর সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

কোন্দলে হোঁচট

প্রথম পাতার পর

সেই প্রশ্ন উঠছে। এব্যাপারে জানতে চাইলে শংকর বলেছেন, 'আমি আলিপুরদুয়ারের দায়িত্বে আছি। শিলিগুড়িটা ভালো বলতে পারব না। তবে, দলের অনেক নিয়মকানুন মেনে মণ্ডল সভাপতি পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। হয়তো কিছু ক্ষেত্রে সেটা করতে গিয়ে সমস্যা হয়েছে। বাকি মণ্ডলগুলিতেও নিশ্চই দ্রুত সভাপতির নাম ঘোষণা করা হবে।'

মণ্ডল সভাপতি মনোনয়নের জন্য রাজ্য নেতৃত্ব প্রতিটি মণ্ডলের জন্য একজন করে নির্বাচনি আধিকারিক ঠিক করে দিয়েছিল। সেই নির্বাচনি আধিকারিক সংশ্লিষ্ট মণ্ডলের সমস্ত স্তরের কার্যকর্তার সঙ্গে কথা বলে মণ্ডল সভাপতি হিসাবে কয়েকটি নাম তুলে আনেন। সেই নামের তালিকা নিয়ে জেলায় বৈঠক হয়। তার পরেই নামের তালিকা রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে পাঠানো সেই তালিকার সব নামকে অনুমোদন দিল না রাজ্য নেতৃত্ব।

দরিদ্রদের কেউ পাননি আবাসের ঘর

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দপল্লি এলাকায় তিনটি বুথ রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৫ হাজার বাসিন্দা। এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র। অথচ আবাস যোজনায় ঘরপ্রাপকদের তালিকায় নাম ওঠেনি কারও। আবাস-বঞ্চনার ক্ষোভ তো দীর্ঘদিন ধরেই জমছিল। সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটল রবিবার সকালে। প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আবাস যোজনার ঘরের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন বিবেকানন্দপল্লি এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সরকারি ঘরের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে তাঁরা একাধিকবার জানিয়েছিলেন। তারপরেও কোনও লাভ হয়নি। বিবেকানন্দপল্লির প্রবীণ নাগরিক মালা রায়ের একচিলতে টিনের ছাউনির ঘর। সেখানেই কোনওরকমে মাথা গুঁজে থাকেন। একটু ভারী বৃষ্টি হলেই ঘর জলে ভেসে যায়। ঘরের জন্য আবেদন করেও পাননি। হতাশ মালা বলেন, 'ভোটের সময় নেতারা এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ঘরে পেয়ে যাব। কিন্তু এখন যে ঘরের তালিকা প্রকাশ হয়েছে তাতে আমাদের এলাকার কারও নাম নেই। আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।'

কথা হচ্ছিল বিবেকানন্দপল্লির আরেক বাসিন্দা দুলালি বালার সঙ্গে। তাঁরও একই অভিযোগ। তিনি বলেন, 'প্রায় এক বছর আগে আমরা ঘরের জন্য যাবতীয় নথি জমা দিয়েছিলাম। আমাদের পাশের

বিবেকানন্দপল্লি

গ্রামে অনেকেই ঘর পেয়েছেন। এমনকি আশপাশের গ্রামে অনেকেই ঘর পেয়েছেন, যাঁদের পাকা বাড়িও রয়েছে। কিন্তু আমাদের গ্রামে একজনও ঘর পাননি।' কেন ঘর পাননি তাঁরা? খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিরোধী দলনেত্রী বিজেপির পঞ্চায়েত জয়া সরকার বিশ্বাসের দাবি, এর জন্য দায়ী প্রযুক্তিগত ত্রুটি। তিনি বলেন, 'আমি নিজে বিষয়টি নিয়ে প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জানানো হয়েছে, যিনি এই এলাকায় ঘরের জন্য কম্পিউটারে কাজ করেছেন, তাঁর কোনও টেকনিকাল ভুলের জন্য নাকি তথ্য আপলোড হয়নি।'

এখন জয়ার প্রশ্ন, 'একজনের ভুলের জন্য সকলে কেন ভুক্তভোগী হবেন?' কর্তৃপক্ষের ভুলের জন্য জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে এলাকার বাসিন্দাদের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন।

খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষও প্রযুক্তিগত ত্রুটির কথাই মেনে নিয়েছেন। যে কর্মীর গাফিলতি, তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন। মনোজ বলেন, 'পঞ্চায়েত থেকে যে কর্মীকে ঘরের জন্য জিও ট্যাগিং করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি সেই কাজ কোনও সমস্যার কারণে করতে পারেননি। এমনকি যথাসময়ে বিষয়টি আমাদের জানাননি।' উপপ্রধানের আশ্বাস, 'ঘরের জন্য আবার নতুন করে যখন নাম নেওয়া হবে তখন অবশ্যই সকলকে ঘর পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।'

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : শনিবার আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই দুষ্কৃতীর নাম মুকেশ বিশ্বকর্মা। সে পূর্ব সিকিমের রানিপুলের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাতে গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে বাণীমন্দির উচ্চবিদ্যালয়ের কাছে এক ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছে। এরপর প্রধাননগর থানার পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে মুকেশকে প্রথমে আটক করে। এরপর তাকে তল্লাশি চালানোর সময় আগ্নেয়াস্ত্র সহ একটি কার্তুজ উদ্ধার হয়। মুকেশ এর আগেও আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার হয়েছে। যে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গিয়েছে সেটা ব্যবহার করা আগ্নেয়াস্ত্র বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃতকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

‘ভারত ম্যাচ নয়, আসল লক্ষ্য ট্রফি’

প্রধানমন্ত্রীর আবদারে সায় নেই পাক সহ অধিনায়কের

লাহোর, ১৬ ফেব্রুয়ারি : টুর্নামেন্টে ফলাফল যাইহোক, ভারতের কাছে হারা চলবে না। ২৩ ফেব্রুয়ারির মহারণে জিততেই হবে। পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কাছে এমনই আবদার কয়েকদিন আগে করেছিলেন স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। যদিও পাক দলের সহ অধিনায়কের গলায় ভিন্ন সুর। সলমন আলি আঘা সাফ জানালেন, তাঁদের আসল লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতা, কোনও একটা ম্যাচ নয়।

সলমন মানছেন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সঙ্গে দুই দেশের সম্মান, মর্যাদা জড়িয়ে। আবেগের বিস্ফোরণ ঘটে। যে ম্যাচে হারতে নারাজ কেউ। সম্মানের যে দ্বৈরথে মাথা উঁচু করে মাঠ ছাড়তে চান। তবে দলগতভাবে ভারত-বধ নয়, ট্রফিতেই চোখ।

শেষ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে (২০১৯) ভারতকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। এবার আয়োজক খোদ পাকিস্তানই। সলমন বলেছেন, ‘পাকিস্তানের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হচ্ছে। খুশিটা তাই একটু বেশিই। আমি লাহোরের ছেলে। লাহোরে ফাইনাল দ্বৈরথে ট্রফি জিততে পারলে, স্বপ্নপূরণ হবে। আমাদের এই পাকিস্তান দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রসদ, ক্ষমতা রয়েছে।’

সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের সহ অধিনায়ক সলমন আলি আঘা।

১৯ ফেব্রুয়ারি নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান ম্যাচ দিয়ে উদ্বোধন মেগা আসরের। কয়েকদিন আগে কিউয়িদের হাতেই ঘরের মাঠে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে হারতে হয়েছে পাকিস্তানকে। তবে সলমন সামনের দিকে তাকানোয় বিশ্বাসী। ভারত-বধের ক্ষেত্রেও সেই আত্মবিশ্বাসের ঝলক। তবে ঘুরেফিরে একটা ম্যাচে লক্ষ্যটাকে আটকে রাখতে রাজি নন। চ্যাম্পিয়ন্সের আসরে চ্যাম্পিয়ন হতে চান।

> পাকিস্তানের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হচ্ছে। খুশিটা তাই একটু বেশিই। আমি লাহোরের ছেলে। লাহোরে ফাইনাল দ্বৈরথে ট্রফি জিততে পারলে, স্বপ্নপূরণ হবে। আমাদের এই পাকিস্তান দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রসদ, ক্ষমতা রয়েছে।
>
> **সলমন আলি আঘা**

বাস্তববাদী পাক সহ অধিনায়কের যুক্তি, ভারতকে হারানোর পর যদি ট্রফি না আসে, তাহলে লাভের লাভ কিছু নেই। কিন্তু ভারতের কাছে হেরেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে দল, ক্রিকেটারদের জন্য বিশাল প্রাপ্তি হবে। নিঃসন্দেহে যা অনেক বড় সাফল্য।

তবে সমর্থকদের ভারত-ম্যাচ নিয়ে আশ্বাস দিচ্ছেন। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পডকাস্টে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘ভারতকে হারানোর মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব সবাই। সেরাটা তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর প্রত্যেকে। তবে দিনের শেষে পাখির চোখ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেই।’

এদিকে, লক্ষ্যপূরণে বাবর আজমকে তিন নম্বরে খেলানোর পরামর্শ দিচ্ছেন মহম্মদ আমির। প্রাক্তন পাক পেসারের যুক্তি, তিনে নেমে কীভাবে ইনিংস তৈরি করতে হয় জানে বাবর। পাকিস্তান দলের উচিত, সেই দক্ষতাকে কাজে লাগানো।

আমিরের দাবি, ‘তিন নম্বরই বাবরের আসল জায়গা। ওই পজিশনেই অভ্যস্ত। টি২০ ফরম্যাটে এহেন পরীক্ষানিরীক্ষা ঠিক আছে। কিন্তু ওডিআই, টেস্টে ওপেনিং আলাদা চ্যালেঞ্জ। বাবর বড় প্লেয়ার। হয়তো সামলে নেবে। কিন্তু ওকে তিনে খেলালে দল লাভবান হবে বলেই আমার বিশ্বাস।’

যন্ত্রণার চোটে মাঠেই শুয়ে পড়লেন ঋষভ পন্থ। শুশ্রূষায় ফিজিও। রবিবার।

আশঙ্কা যেখানে

- নেটের ধারে শারীরিক কসরত করছিলেন ঋষভ পন্থ।
- হার্দিক পান্ডিয়ার মারা স্কোয়ার কাট আছড়ে পড়ে ঋষভের বাঁ পায়ের হাঁটুতে।
- যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মাঠে শুয়ে পড়েন ঋষভ।
- ভারতীয় দলের সাজঘর থেকে দ্রুত দৌড়ে মাঠে ঢুকে ঋষভের পরিচর্যা শুরু করেন ফিজিও। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সাজঘরে।
- ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর গাড়ি দুর্ঘটনার পর তাঁর এই হাঁটুতেই অস্ত্রোপচার হয়।
- ঋষভের চোট কতটা গুরুতর, টিম ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়নি।

হার্দিকের স্কোয়ার কাট ঋষভের হাঁটুতে

দুবাই, ১৬ ফেব্রুয়ারি : লাইফ ইজ শর্ট। মেক ইট সুইট!

দুপুরের দিকে টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের সমাজমাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ পোস্ট। আর সেই পোস্টের রেশ কাটার আগেই হইচই টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলে।

সৌজন্যে ঋষভ পন্থ। ভারতীয় ক্রিকেটের ওয়ান্ডার কিড ঋষভ আজ দুবাইয়ে আইসিসির অ্যাকাডেমির মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের সময় বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট পেলেন। অদ্ভুতভাবে তাঁর পাওয়া চোট নিয়ে শুরু হয়েছে হইচই। নেটের ধারে শারীরিক কসরত করছিলেন ঋষভ। নেটের ভিতরে তখন ব্যাটিং চর্চায় ডুবে তাঁরই সতীর্থ হার্দিক পান্ডিয়া। আচমকা হার্দিকের মারা স্কোয়ার কাট আছড়ে পড়ে ঋষভের বাঁ পায়ের হাঁটুতে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মাঠে শুয়ে পড়েন ঋষভ। সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যে দুবাইয়ের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম দিনের অনুশীলন পর্ব। হার্দিক ব্যাট ফেলে দৌড়ে যান তাঁর সতীর্থের দিকে। ভারতীয় দলের সাজঘর থেকে দ্রুত দৌড়ে মাঠে ঢুকে ঋষভের পরিচর্যা শুরু করেন ফিজিও। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সাজঘরের অন্দরে।

আর ঋষভের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাগ্য নিয়ে শুরু হয়ে যায় জল্পনা। ঋষভ কি পারবেন প্রতিযোগিতার সময় দলের সঙ্গে থাকতে? ভারতীয় দলের কোচ গম্ভীর দেশ থেকে দুবাই রওনা হওয়ার আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন, প্রথম একাদশে উইকেটকিপার-ব্যাটারের ভূমিকায় তাঁর প্রথম পছন্দ লোকেশ রাহুল। ফলে ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচে ঋষভের খেলার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করা হচ্ছিল। তার মধ্যেই আচমকা আজ অনুশীলনে হাঁটুতে চোট পাওয়ার পর ঋষভকে নিয়ে ফের নতুনভাবে জল্পনা চলছে।

একাধিক ব্যাট ও প্রিয় লাল ব্যাগ নিয়ে প্রস্তুতিতে চলেছেন বিরাট কোহলি।

ঋষভের চোট কতটা গুরুতর, টিম ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়নি। আজ আচমকা হাঁটুতে চোট পাওয়ার অনেকটা সময় পর ঋষভ হাঁটুতে মোটা স্ট্র্যাপ জড়িয়ে ভারতীয় দলের নেটে অল্প সময়ের জন্য ব্যাটিংও করেছেন। দেখে তাঁকে স্বস্তিতে রয়েছেন বলে মনে হয়নি একেবারেই।

এদিকে, গতকাল মুম্বই থেকে দুবাই পৌঁছানোর পর আজ সেখানে শুরু হল টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির দিকেই ভারতীয় অনুশীলনে হাজির হওয়া সংবাদমাধ্যমের যাবতীয় নজর ছিল। লাল রংয়ের ক্রিকেট কিট ব্যাগ নিয়ে কোহলি মাঠে হাজির হন। লাল রংয়ের সেই ক্রিকেট কিট ব্যাগ গুছিয়ে নানা ব্যাট পরীক্ষার পর প্রায় আধ ঘণ্টা সময় নিয়ে বিরাট অনুশীলন শুরু করেন। অন্তত ৮-১০টি ব্যাটের মধ্যে থেকে একটি ব্যাট বেছে নিয়ে আজ ভারতীয় নেটে অনুশীলন করেছেন কোহলি।

বৃহস্পতিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। রোহিত-কোহলিরা আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কেমন পারফর্ম করেন, সেদিকে নজর থাকবে ক্রিকেট সমাজের। পাশাপাশি ভারতীয় দলের অন্দরমহল থেকে প্রথম একাদশ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোচ গম্ভীরের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের মতানৈক্যের খবর সামনে আসছে।

অনুশীলনের শুরুতেই ধাক্কা টিম ইন্ডিয়ার

দলের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে তাঁদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে বলে খবর। ঋষভের মতো ম্যাচ উইনারকে সাজঘরে বসিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না আগরকার। প্রয়োজনে ঋষভ ও লোকেশ, দুজনকেই প্রথম একাদশে খেলানোর প্রস্তাব দিয়েছেন আগরকার। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধানের সেই প্রস্তাব কোচ গম্ভীর খারিজ করে দিয়েছেন বলে খবর। যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে দূরত্বও তৈরি হয়েছে। একমাত্র চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলের সাফল্যে সেই দূরত্ব ঘোচাতে পারে।

না হলে সমস্যা আরও বাড়তে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

২৫ মে আইপিএল ফাইনাল ইডেনে

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ৭৪ ম্যাচ। ৬৫ দিন। ১২ ডবল হেডার। ১৩ শহর।

অষ্টাদশ আইপিএলের বাজনা বেজে গেল আজ। প্রত্যাশিতভাবেই আজ সন্ধ্যার দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে ঘোষণা হয়ে গেল আইপিএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি। ২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়ে শুরু প্রতিযোগিতা। ফাইনালও কলকাতায় ২৫ মে।

> আইপিএলের সূচি বরাবরই চ্যালেঞ্জিং হয়। এবারও তাই। শেষবারের চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে এবার আমরা ঘরের মাঠে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছি। জানি প্রত্যাশার চাপ থাকবে। কিন্তু তারপরও বলব, ভালো শুরুর লক্ষ্য নিয়েই সামনে তাকাতে চাই আমরা।
>
> **চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত**
> *কলকাতা নাইট রাইডার্স কোচ*

২০১৫ সালের পর ফের কলকাতায় আইপিএল উদ্বোধন ও ফাইনাল হতে চলেছে। সঙ্গে প্রথম ম্যাচেই থাকছে টানটান উত্তেজনা। কেকেআর বনাম আরসিবি ম্যাচ দিয়ে ২০০৮ সালে প্রথম আইপিএল শুরু হয়েছিল। যদিও সেই ম্যাচ হয়েছিল বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। সময়ের সঙ্গে মাঠ বদলে এবার সেই কেকেআর বনাম আরসিবি ম্যাচ দিয়ে আইপিএল শুরু হচ্ছে কলকাতায়। প্রতিযোগিতার প্রথম কোয়ালিফায়ার (২০ মে) ও এলিমিনেটর (২১ মে) খেলা হবে হায়দরাবাদে। আর কলকাতার ইডেনে ২৫ মে-র ফাইনাল ছাড়াও হবে কোয়ালিফায়ার টু-র ম্যাচও (২৩ মে)। উল্লেখ্য, দশ দলের প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট দশটি শহরের পাশে এবার থাকছে আরও তিনটি শহর। সেকেন্ড হোম হিসেবে দিল্লি ক্যাপিটালস তাদের কয়েকটি ম্যাচ খেলবে বিশাখাপত্তনমে। রাজস্থান রয়্যালস তাদের দুইটি ম্যাচ খেলবে গুয়াহাটিতে। আর পাঞ্জাব কিংস খেলবে ধরমশালায়।

গতবারের খেতাব জয়ী কেকেআর আসন্ন আইপিএল মরশুমের জন্য এখনও তাদের অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেনি। কিন্তু তার আগেই শাহরুখ খানের দলের খেতাব ধরে রাখার সম্ভাবনা নিয়ে বিশাল প্রত্যাশা তৈরি হয়ে গিয়েছে। ঘরের মাঠ ইডেনে আরসিবি-র বিরুদ্ধে ২২ মার্চ প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ খেলেই কেকেআর চলে যাবে গুয়াহাটি। যেখানে ২৬ মার্চ রাজস্থান রয়্যালসের (রাজস্থানের সেকেন্ড হোম গুয়াহাটি) বিরুদ্ধে খেলবেন আজিঙ্কা রাহানেরা। ৩১ মার্চ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে মর্যাদার লড়াই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ৩ এপ্রিল ঘরের মাঠ ইডেনে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে কেকেআর, প্রতিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ৬ এপ্রিল ইডেনে নাইটদের প্রতিপক্ষ লখনউ। ১১ এপ্রিল চিপকে ধোনিদের বিরুদ্ধে খেলবে নাইটরা। ১৫ এপ্রিল পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে মুল্লানপুরে খেলবে নাইটরা। লিগ পর্বে নাইটদের শেষ ম্যাচ ১৭ মে বেঙ্গালুরুতে। সন্ধ্যার দিকে সূচি ঘোষণার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে কেকেআরের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, ‘আইপিএলের সূচি বরাবরই চ্যালেঞ্জিং হয়। এবারও তাই। শেষবারের চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে এবার আমরা ঘরের মাঠে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছি। জানি প্রত্যাশার চাপ থাকবে। কিন্তু তারপরও বলব, ভালো শুরুর লক্ষ্য নিয়েই সামনে তাকাতে চাই আমরা।’

শুধু কেকেআর নয়, সব দলই তাদের সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্যেই মাঠে নামবে। ২২ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ১৮ মে, লিগের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত টানটান উত্তেজনাও থাকবে। আর তার মধ্যেই করব, লড়ব, জিতব, রে-র রিংটোন কত তীব্রভাবে বাজবে, সেদিকে নজর থাকবে নাইট সমর্থকদের।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রীড়াসূচি

তারিখ	প্রতিপক্ষ	সময়	স্থান
২২ মার্চ	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	কলকাতা
২৬ মার্চ	রাজস্থান রয়্যালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	গুয়াহাটি
৩১ মার্চ	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	মুম্বই
৩ এপ্রিল	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	কলকাতা
৬ এপ্রিল	লখনউ সুপার জায়েন্টস	দুপুর ৩.৩০ মিনিট	কলকাতা
১১ এপ্রিল	চেন্নাই সুপার কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	চেন্নাই
১৫ এপ্রিল	পাঞ্জাব কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	মুল্লানপুর
২১ এপ্রিল	গুজরাট টাইটান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	কলকাতা
২৬ এপ্রিল	পাঞ্জাব কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	কলকাতা
২৯ এপ্রিল	দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	নয়াদিল্লি
৪ মে	রাজস্থান রয়্যালস	দুপুর ৩.৩০ মিনিট	কলকাতা
৭ মে	চেন্নাই সুপার কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	কলকাতা
১০ মে	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	হায়দরাবাদ
১৭ মে	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	বেঙ্গালুরু

প্রথম কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর হায়দরাবাদে যথাক্রমে ২০ ও ২১ মে

দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার কলকাতায় ২৩ মে

২৫ মে ফাইনাল ইডেন গার্ডেন্সে

INDIAN PREMIER LEAGUE

মারমৌশের প্রশংসায় পেপ

লন্ডন, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ওমর মারমৌশ। এই মুহূর্তে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে আলোচিত নাম। শনিবার এই মিশরীয় ফুটবলারের দুরন্ত হ্যাটট্রিকে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। লিভারপুলের মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহর সঙ্গে মারমৌশের তুলনা করা শুরু করে দিয়েছেন ফুটবলপ্রেমীরা। কয়েকদিন আগেই এইনট্রাখট ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে এই ফুটবলারকে দলে নেয় ম্যান সিটি।

এদিকে মারমৌশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ স্বয়ং সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তিনি বলেছেন, ‘অনবদ্য ফুটবল খেলেছে মারমৌশ। লেইটন ওরিয়েন্টের বিরুদ্ধে ও তিনটি সুযোগ নষ্ট করেছিল। কিন্তু আমরা জানতাম মারমৌশ ঠিক গোল পাবে। নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে ও নিজের জাত চিনিয়ে দিয়েছে।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘মারমৌশকে ঘিরে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। আশা করছি সেই চাপ ও সামলাতে পারবে।’

নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে নয়া রেকর্ড গড়েছেন সিটি গোলরক্ষক এডেরসন মোয়ারেস। শনিবার তাঁর বাড়ানো বল থেকে গোল করেছেন মারমৌশ। এই অ্যাসিস্টটি করার সঙ্গে সঙ্গে ইপিএলের ইতিহাসে গোলরক্ষকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্ট করার নজির গড়েছেন তিনি।

রবিবার প্রিমিয়ার লিগে জয় পেল শীর্ষ স্থানে থাকা লিভারপুল। ২-১ গোলে তারা হারিয়েছে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে। ঘরের মাঠে তাদের ১৫ মিনিটে এগিয়ে দেন লুইস দিয়াজ। ৩৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়ান সালাহ। ৬৭ মিনিটে ম্যাথিয়াস কুনহা একটি গোল ফেরালেও লিভারপুলের জয় আটকাতে পারেননি।

জিতল লিভারপুল

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যে দুবাইয়ে প্রস্তুতি শুরুর আগে টিম হাডলে ভারতীয় দল। (বাঁদিকে)
টুর্নামেন্ট শুরুর আগে মিষ্টিমুখ গৌতম গম্ভীরের। সঙ্গে লিখলেন, লাইফ ইজ শর্ট। মেক ইট সুইট!

গজনফারের বদলি মুম্বইয়ে মুজিব

অক্ষরের কাঁধেই সম্ভবত টিম দিল্লির দায়িত্ব

নয়াদিল্লি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বেশিরভাগ দলই অধিনায়ক নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নিয়ে ফেলে। যদিও এই ব্যাপারে এখনও ধীরে চলো নীতিতেই আটকে দিল্লি ক্যাপিটালস। গত কয়েক বছরের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ বর্তমানে লখনউ সুপার জায়েন্টসের নেতৃত্বে। কিন্তু ঋষভের শূন্য জুতোয় কে পা রাখবে, এখনও তা চূড়ান্ত নয়।

দৌড়ে একাধিক নাম-অক্ষর প্যাটেল, ফাফ ডুপ্লেসির সঙ্গে লোকেশ রাহুল। ডুপ্লেসি গত মেগা লিগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। লোকেশ সামলেছেন লখনউয়ের অধিনায়কত্ব। তবে আইপিএল নেতৃত্বে অভিজ্ঞ দুই তারকা নয়, এগিয়ে অক্ষরই।

টিম সূত্রের খবর, ভারতীয় টি২০ দলের বর্তমান অধিনায়কেই নাকি আস্থা রয়েছে পার্থ জিন্দালদের। অধিনায়ক করার ভাবনাতেই ১৬.৫ কোটি টাকায় অক্ষরকে ধরে রাখা হয় এবার। ডুপ্লেসি অভিজ্ঞ। কিন্তু বয়স তাঁর বিপক্ষে যাচ্ছে। লোকেশের ফর্ম নিয়ে চাপানউতোরও ভাবাচ্ছে।

সেদিক থেকে গত একবছরে অক্ষরের গ্রাফ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। সাদা বলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টপ অর্ডারে ব্যাট হাতে যেমন সফল, তেমনই বোলিংয়ে ভরসা জোগাচ্ছেন। দীর্ঘদিন দিল্লি ক্যাপিটালসেও রয়েছেন। রাতারাতি ভাবনায় বদল না ঘটলে শীঘ্রই অক্ষরের নাম ঘোষণাও হয়তো করবে দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজি।

এদিকে, চোটের জন্য ছিটকে যাওয়া আল্লাহ মহম্মদ গজনফারের বদলি হিসেবে আফগানিস্তানের মুজিব উর রহমানকে নিচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আইপিএলে নতুন নন মুজিব। ১৭ বছর বয়সেই মেগা লিগে অভিষেক ঘটে। একাধিক দলে খেললেও গত নিলামে জায়গা হয়নি। জাতীয় দলের সতীর্থ গজনফারের (৪.৮ কোটি টাকায় নিয়েছিল মুম্বই) চোটে আইপিএলের দরজা খুলে গেল মুজিবের। কাকতালীয়ভাবে গতবার মুজিব চোট পাওয়ার পর কলকাতা নাইট রাইডার্স নিয়েছিল গজনফারকে। এবার গজনফারের বদলি হিসেবে মুম্বইয়ে মুজিব!

গুজরাট টাইটান্স আবার তরুণ অধিনায়ক শুভমান গিলকে নিয়ে ট্রফি পুনরুদ্ধারের মেজাজে। দলের সিওও অরবিন্দার সিং বলেছেন, ‘শুধু আমাদের নয়, শুভমানের কাছে প্রত্যাশা গোটা ক্রিকেট বিশ্বের। গুজরাট টাইটান্স ওকে লিডারশিপ দক্ষতা ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে। গতবার সাফল্য সেভাবে না এলেও নেতৃত্বের ভূমিকায় ওর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় ছিল। এবারও দায়িত্ব সামলাবে।’

রনজি সেমিফাইনালে নেই

গোড়ালির চোটে মাঠের বাইরে যশস্বী

মুম্বই, ১৬ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রাথমিক ১৫ জনের দলে ছিলেন। যদিও দুবাইগামী বিমানে ওঠার সুযোগ হয়নি। শেষ মুহূর্তে বাদ। রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকে অন্তর্ভুক্ত করতে কোপ পড়ে যশস্বী জয়সওয়ালের ওপর। রেশ কাটার আগেই নতুন মাথাব্যথা তরুণ বাঁহাতি ওপেনারের। গোড়ালির চোটে খেলতে পারছেন না রনজি ট্রফির সেমিফাইনালেও।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত দলে সুযোগ না পাওয়ার পর জানিয়েছিলেন মুম্বইয়ের হয়ে রনজি সেমিফাইনালে খেলবেন। মুম্বইয়ের তরফে সেকথাও জানিয়ে দেওয়া হয়। যদিও গোড়ালির সমস্যা আগামীকাল শুরু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ালেন তারকা ওপেনার।

যশস্বীকে নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রভাব মুম্বইয়ের পাশাপাশি পড়ছে ভারতের মিশন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও। মূল দলের বাইরে তিনজনকে রিজার্ভে রাখা হয়েছিল। প্রয়োজনে যাঁদের রাতারাতি দুবাইয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। মহম্মদ সিরাজ, শার্দূল ঠাকুরের সঙ্গে যে তালিকায় ছিলেন যশস্বীও।

রনজি সেমিফাইনালের আগে হালকা মেজাজে সূর্য।

গোড়ালির চোটে আপাতত অনিশ্চয়তা তৈরি হল রিজার্ভে থাকা যশস্বীকে নিয়ে। সেক্ষেত্রে ব্যাকআপ হিসেবে নতুন কাউকে অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি বেছে নেন কি না, এখনও পরিষ্কার নয়।

তিনজন রিজার্ভ প্লেয়ারকেই প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছিল। দলের কেউ চোট বা অন্য কোনও ইমার্জেন্সি কারণে ছিটকে গেলে শূন্যস্থান পূরণে রিজার্ভ দল থেকেই ডাক পড়বে কারও। যশস্বীর চোটের ফলে রিজার্ভ তালিকায় এখন পরিবর্তন হয় কি না, সেটাই দেখার।

গতবার বিদর্ভকে হারিয়েই রনজি চ্যাম্পিয়ন হয় মুম্বই। এবার সেমিতেই গতবারের দুই ফাইনালিস্ট দলের দ্বৈরথ। নাগপুরে আগামীকাল শুরু যে দ্বৈরথে যশস্বী থাকলে মুম্বইয়ের শক্তি অনেকটা বাড়ত। সূত্রের খবর, আপাতত নাগপুরে না থেকে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে যশস্বীকে। এবার রনজিতে একটি মাত্র ম্যাচই খেলেছেন। জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ম্যাচে করেন ৪ ও ২৬ রান।

আক্ষেপ নেই বায়ার্ন কোচের

লেভারকুসেন, ১৬ ফেব্রুয়ারি : বুন্দেশলিগায় পয়েন্ট টেবিলে দুই নম্বরে থাকা বেয়ার লেভারকুসেনের সঙ্গে পয়েন্ট নষ্ট বায়ার্ন মিউনিখের। ম্যাচ গোলশূন্য ড্র। তবুও আক্ষেপ নেই বায়ার্ন কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানির। আসলে দুই দলের মধ্যে পয়েন্টের ব্যবধান যে এখনও ৮।

এদিন ম্যাচে গোল উদ্দেশে দুটি শট নিলেও একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি জার্মান জায়েন্টরা। বল দখলের লড়াইয়েও খানিকটা হলেও এগিয়ে ছিল লেভারকুসেন। এক্ষেত্রে বায়ার্ন কোচের যুক্তি, ‘সবসময়ই আমরা ম্যাচে আধিপত্য রাখতে চাই। তবুও কখনও রক্ষণাত্মক হওয়ার প্রয়োজন। লেভারকুসেন যেভাবে চাপ তৈরি করছিল তাতে এছাড়া উপায় ছিল না। সেই নিরিখে আমরা খুবই ভালো লড়াই করেছি।’ একইসঙ্গে দলের খেলার প্রশংসাও করেছেন কোম্পানি।

হামাদের কাছে হার ড্যানিলের

মার্সেই, ১৬ ফেব্রুয়ারি : হামাদ মেদজেডোভিক নামটা খুব একটা পরিচিত নয় টেনিস সার্কিটে। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি আলোচনার শিরোনামে। শনিবার এই সার্বিয়ান টেনিস খেলোয়াড় রুশ তারকা ড্যানিল মেদভেদেভকে ৬-৩, ৬-২ গেমে হারিয়ে মার্সেই ওপেনের ফাইনালে উঠেছেন। ম্যাচ জেতার পর হামাদ বলেছেন, ‘গত এক সপ্তাহের মধ্যে সেরা ম্যাচটা খেললাম আজ। আমি খুব খুশি। নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলেছি।’ নিজের টেনিস কেরিয়ারের শুরুতে জকোভিচের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছেন তিনি। হামাদের যাতায়াত ও কোচিং খরচ বহন করেছেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক।

লাল কার্ড দেওয়ায় রেফারির সঙ্গে তর্কে রিয়াল মাদ্রিদের জুডে বেলিংহাম।

বেলিংহামের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ

পামপ্লোনা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : শীর্ষস্থান হারানোর আশঙ্কা। ওসাসুনার সঙ্গে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র। ফলস্বরূপ লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্টের ব্যবধান আরও কমল।

শনিবার ম্যাচের শুরু থেকে অবশ্য সব ঠিকঠাকই এগোচ্ছিল। ১৫ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণও রেখেছিল কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা। তবে আচমকাই রিয়াল কোচের সমস্ত পরিকল্পনা এলোমেলো হয়ে যায়। ৩৯ মিনিটে রেফারির সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে লাল কার্ড দেখেন রিয়াল ফুটবলার জুডে বেলিংহাম। প্রথমার্ধের বাকি সময়টুকু ব্যবধান ধরে রাখলেও দ্বিতীয়ার্ধে আর সম্ভব হয়নি। বল দখল বা আক্রমণের নিরিখে এগিয়ে থাকলেও ৫৬ মিনিটে পেনাল্টি আদায় করে নেয় ওসাসুনা। তা থেকেই সমতায় ফেরে তারা। একজন কম নিয়েই বাকি সময় লড়ে গেল রিয়াল। তবে আর গোলের দেখা মেলেনি।

রিয়ালের পয়েন্ট খোয়ানোর অন্যতম কারণ হিসাবে উঠে এসেছে বেলিংহামের লাল কার্ড। ইংলিশ ফুটবলার তবুও পাশে পেয়েছেন কোচ আন্সেলোত্তিকে। অভিযোগ হতাশা প্রকাশ করতে গিয়ে রেফারির উদ্দেশে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন বেলিংহাম। ইংল্যান্ডের ফুটবলার যদিও তা অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, 'আমি রেফারির উদ্দেশে অশ্লীল বা অপমানসূচক কোনও কথা বলিনি। সবটাই ভুল বোঝাবুঝির জেরে।' বেলিংহামের পাশে দাঁড়িয়ে আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'রেফারিং নিয়ে কিছু বলতে চাই না। কারণ পরের ম্যাচে বেঞ্চে থাকতে চাই আমি।'

এদিকে, শনিবার পয়েন্ট খুইয়েছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদও। ফলে আরও কিছুটা সুবিধা হল বার্সেলোনার। ২৪ ম্যাচে রিয়াল ও অ্যাটলেটিকোর ঝুলিতে যথাক্রমে ৫১ ও ৫০ পয়েন্ট। সেখানে এক ম্যাচ কম খেলে ৪৮ পয়েন্ট রয়েছে বার্সার ঝুলিতে। সোমবার রায়ো ভায়েকানোকে হারাতে পারলে মাদ্রিদ জায়েন্টদের ছুঁয়ে ফেলবে কাতালান জায়েন্টরা।

ওডিশার বিপক্ষে লক্ষ্যপূরণই লক্ষ্য

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলে পরপর দুইবার লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন তো দূরের কথা, নকআউট চ্যাম্পিয়নও এখনও পর্যন্ত হতে পারেনি কোনও দল। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট এবার সেই অনন্য নজির গড়ার পথে।

গত মরশুমের শিল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আর দরকার মাত্র তিন পয়েন্ট। ওডিশা এফসি ম্যাচেই তিন পয়েন্ট তুলে ঘরের মাঠের সমর্থকদের সামনেই জেমি ম্যাকলারেনরা যে জয়ের উৎসব পালন করতে চাইবেন, তা বলাই বাহুল্য। ফুটবলারদের সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ক্লাবের লাখ লাখ সদস্য-সমর্থক। কেরালা ব্লাস্টার্স বধ করে দল শহরে ফিরতেই শুরু হল আগামী ম্যাচের প্রতীক্ষা। অথচ কেরালা ম্যাচে একেবারেই আহামরি নয় মোহনবাগানের পারফরমেন্স। যা স্বীকার করে নিচ্ছেন কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য, 'ম্যাচের শুরুর দিকে আমরা একেবারেই জায়গা ও বল পজেশন পাচ্ছিলাম না। কেরালা ফুটবলারদের পায়েই বল ঘোরাফেরা করছিল এবং ওরাই আমাদের চাপে রাখে। ওই সময়ে ওদের একটা শট দুর্দান্ত সেভ করে বিশাল। তারপরেই আমরা গোল এবং ছন্দ খুঁজে পাই। লিস্টন (কোলাসো) আর জেসন (কামিংস) গোল পেতে সাহায্য করে জেমিকে। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ রাখলেও একটার বেশি গোল করতে পারিনি। তবে তিন পয়েন্টে আমি খুশি।' ১৩ ম্যাচে ক্লিনশিট রাখা কম কৃতিত্বের বিষয় নয়। আর তাতে যে বিশাল কেইথের সত্যিই বিশাল অবদান আছে তা নিয়ে কারও কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মোলিনার মুখে বরাবরের মতো গোটা দলের কথা, 'অবশ্যই বিশাল খুব ভালো খেলছে। কিন্তু ক্লিনশিট রাখার ক্ষেত্রে দলের প্রতিটি ফুটবলারের অবদান রয়েছে। কেরালার বিপক্ষে এমনকি জেমি-জেসনরাও ডিফেন্সে নেমে এসে সাহায্য করেছে। গোলকিপার ও ডিফেন্ডাররা দারুণ সামাল দিয়েছে। কিন্তু বাকিদের সাহায্য না পেলে ওরা ক্লিনশিট রাখতে পারত না। গোটা মরশুমেই দলের প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করেছে।'

ইতিমধ্যেই এক ম্যাচ বেশি খেলে মোহনবাগান দশ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করে ফেলতে পেরেছে দুই নম্বরে থাকা দল এফসি গোয়ার থেকে। অর্থাৎ ২২ তারিখ যদি কেরালার কাছে কোনও কারণে হেরে যায় মানোলো মার্কুয়েজের দল তাহলে ওডিশা ম্যাচের আগেই চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। কিন্তু এসব নিয়ে ভাবতেই রাজি নন মোলিনা। তিনি এখনও ফোকাস ঠিক রাখার কথাই বলে চলেছেন, 'কোচিতে তিন পয়েন্ট পেয়ে আমরা আরও একটু কাছে পৌঁছালাম ঠিকই কিন্তু কাজ তো এখনও শেষ হয়নি। রবিবার থেকেই আমাদের আবার ওডিশা ম্যাচ নিয়ে ভাবনা শুরু করতে হবে। সব ম্যাচের মতো ওই ম্যাচেও আমরা তিন পয়েন্টই চাই। সেই লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। তবেই হয়তো সেদিন ঘরের মাঠে নিজেদের লক্ষ্যপূরণ করতে পারব।'

> কোচিতে তিন পয়েন্ট পেয়ে আমরা আরও একটু কাছে পৌঁছালাম ঠিকই কিন্তু কাজ তো এখনও শেষ হয়নি। রবিবার থেকেই আমাদের আবার ওডিশা ম্যাচ নিয়ে ভাবনা শুরু করতে হবে। সব ম্যাচের মতো ওই ম্যাচেও আমরা তিন পয়েন্টই চাই। সেই লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। তবেই হয়তো সেদিন ঘরের মাঠে নিজেদের লক্ষ্যপূরণ করতে পারব।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জয় নিশ্চিত করে আলবার্তো রডরিগেজ।

কোচিতে পরিষ্কার ৩ গোল ও আরও সব ভালোর মধ্যে একটাই চিন্তার বিষয়। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি চোট পেয়ে বসে যান মনবীর সিং। তাঁর চোট কতটা গুরুতর তা জানা না গেলেও মনবীরকে অন্যের সাহায্যে বাইরে আসতে দেখা যায়। সোমবার স্ক্যান হওয়ার সম্ভাবনা। তারপরেই জানা যাবে, আদৌ ওডিশা ম্যাচ তিনি খেলতে পারবেন কিনা।

গোলের পর জার্সিতে চুমু নাওরেম মহেশ সিংয়ের। ছবি : ডি মণ্ডল। গোল করে উচ্ছ্বসিত ডেভিড লালহালানসাঙ্গাও।

নিরুত্তাপ 'ডার্বি'-তে জয় ইস্টবেঙ্গলের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১ (ফ্রাঙ্কা)
ইস্টবেঙ্গল-৩
(মহেশ, সাউল, ডেভিড)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : ম্যাচটা দুই দলের কাছেই ছিল সম্মানরক্ষার। সেই লড়াইয়ে ৩-১ গোলে জিতে কিছুটা অক্সিজেন পেল ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে পরপর হারের ধাক্কায় আরও অন্ধকারে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

নিরুত্তাপের ডার্বির শুরুটাই হল একটু ধীরগতিতে। মহমেডান আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার পরিকল্পনা নিয়ে নামলেও মাঠে সেটা দেখা গেল না। বরং একের পর এক মিস পাসের বহর দেখা গেল। তুলনায় ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা ছিল মন্দের ভালো। তুলনায় তাদেরকেই বেশি আক্রমণে যেতে দেখা গেল।

২৭ মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পায় ইস্টবেঙ্গল। পিভি বিষ্ণুর বাড়ানো বল ধরে দ্রুতগতিতে বক্সে ঢুকে প্রথম পোস্টে ফিনিশ করেন নাওরেম মহেশ সিং। তিনি শট নেওয়ার আগে মহমেডান গোলরক্ষক পদম ছেত্রী কেন যে প্রথম পোস্ট ফাঁকা রেখে বাঁদিকে শুয়ে পড়লেন তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। প্রথম ডার্বিতে লাল কার্ড দেখেছিলেন মহেশ। এদিন সেই গোল করে যেন প্রায়শ্চিত্ত করলেন তিনি।

৩১ মিনিটে অবশ্য গোলশোধের সুযোগ পেয়েছিল সাদা-কালো শিবির। মনবীর সিংয়ের বাড়ানো পাস থেকে বল পেয়ে মার্ক আন্দ্রে সমারবক সরাসরি প্রভসুখান সিং গিলের হাতে মেরে বসেন। এই একটি ক্ষেত্র ছাড়া মহমেডানের অস্ট্রিয়ান তারকাকে সেভাবে মাঠে খুঁজে পাওয়া গেল না। তাই গোলশোধ করতে মার্ককে তুলে সন্তোষ ট্রফির সর্বাধিক গোলদাতা রবি হাঁসদাকে মাঠে নামান মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু।

৬৪ মিনিটে পরিবর্ত সাউল ক্রেসপোর সৌজন্যে আরও একবার মুখে হাসি ফুটে ওঠে লাল-হলুদ সমর্থকদের। মাফেলার কাছ থেকে বল কেড়ে রাফায়েল মেসি বাউলিকে বাড়িয়ে দেন তিনি। ক্যামেরুনের স্ট্রাইকার নিজে শট না নিয়ে ফের সাউলকেই বাড়িয়ে দেন তিনি। সেখান থেকে দুরন্ত ফিনিশ স্প্যানিশ মিডিওর। মিনিট চারেকের মধ্যে মহমেডান একটি গোলশোধ করে। সৌজন্যে সন্তোষ নায়ক রবি। তাঁর বাঁ পায়ের দুরন্ত থ্রু পাস খুঁজে নেয় কার্লোস ফ্রাঙ্কাকে। গোল করতে কোনও ভুল করেননি এই ব্রাজিলিয়ান।

৭৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল প্রায় করেই ফেলেছিল মহমেডান। অ্যালেক্সিস গোমেজের শট প্রভসুখান বাঁচালে ফিরতি বলে রবির দুরন্ত শট ক্রসপিসে লেগে ফিরে আসে। ফিরতি বলে রেমসাঙ্গা ফানাইয়ের দুরন্ত বাইসাইকেল কিক গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন আনোয়ার আলি। এরপরেই প্রভসুখানকে তুলে দেবজিৎ মজুমদারকে মাঠে নামান অস্কার ব্রুজোঁ। এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ লাল-হলুদ গোলরক্ষক উঠে যাওয়ার আগে কর্নার ফ্ল্যাগে লাথি মেরে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

৮৯ মিনিটে মহমেডানের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। প্রভাত লাকড়ার পাস থেকে দুরন্ত ভলিতে পূর্বতন দলের জাল কাঁপিয়ে দিলেন তিনি। এই ম্যাচ জয়ের পরে লিগ টেবিলে দুই দলের অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি। ২০ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে রইল ইস্টবেঙ্গল। সমসংখ্যক ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে সবার শেষে মহমেডান।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব : পদম, জুইডিকা, ফ্লোরেন্ট, গৌরব, জোহেরলিয়ানা, মাফেলা, অ্যালেক্সিস, ফ্রাঙ্কা, রেমসাঙ্গা (বিকাশ), সমারবক (রবি) ও মনবীর (মাকান)।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান (দেবজিৎ), নীশু, হেক্টর, আনোয়ার, রাকিপ, সৌভিক, মহেশ (প্রভাত), নন্দকুমার (সাউল), বিষ্ণু, দিয়ামান্তাকোস ও রাফায়েল (ডেভিড)।

'গোল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম'

মোহনবাগানকে জিতিয়ে বলছেন ম্যাকলারেন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : জেমি ম্যাকলারেন এখনও তেমন বিধ্বংসী ফর্মে আসতে পারেননি কেন?

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে ম্যাচের আগে এই প্রশ্নটাই হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে করেন এক সাংবাদিক। কথাটা তাঁর কানে কেউ তোলেন কিনা জানা নেই। তবে তারপর থেকে সেই সাংবাদিকের জন্য তুলে রাখাটা রাগটা বোধহয় এই অজি তারকা উগরে দিচ্ছেন সব প্রতিপক্ষের উপর। মাত্র ৩৩ শতাংশ বল পজেশন নিয়েও কেরালা ব্লাস্টার্সকে স্রেফ ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে এদিন কলকাতায় ফিরছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। আর এই জয়ের প্রধান কারিগর ম্যাকলারেনই। ম্যাচের পর তিনি, টম অ্যালড্রেড, জেসন কামিংসরা কোচিতে উপস্থিত সমর্থকদের উদ্দেশ্যে নিজেদের জার্সি ছুড়ে দিয়ে তাঁদের সঙ্গে আনন্দে মাতলেন। পরে ম্যাকলারেনের মুখেও সমর্থকদের কথা, 'অ্যাওয়ে ম্যাচ হলেও গ্যালারিতে প্রচুর আমাদের সমর্থক এসেছিলেন। ওদের ধন্যবাদ এতটা সফর করে আমাদের পাশে থাকার জন্য।' মোলিনার মুখেও ম্যাকলারেনের প্রশংসা। বাগানের হেডস্যর বলেছেন, 'জেমির পারফরমেন্স দুর্দান্ত। প্রথম গোলটা লিস্টন কোলাসোর একটা দুর্দান্ত মুভ থেকে আসে এবং দ্বিতীয়টার সময়ে জেসন ভালো পাস বাড়ায়। জেমির দুইটি গোলই আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং কেরালার কাজটা কঠিন করে দেয়।'

দুই গোল করায় স্বাভাবিকভাবেই ম্যাকলারেনই ম্যাচের সেরা। যদিও অনেকেই মনে করছেন, এদিন ডিফেন্ডারদের বা এমনকি বিশাল কেইথকেও দেওয়া যেত এই পুরস্কার। অজি বিশ্বকাপারের মুখেও সতীর্থদের কথা। বিশেষ করে কামিংসের ভূয়সী প্রশংসা করলেন, 'দ্বিতীয় গোলটার ক্ষেত্রে জেসন দুর্দান্ত বল বাড়ায়। আশপাশে ওর মতো ফুটবলার থাকলে কাজটা সহজ হয়ে যায়। ও যে এত ভালো অ্যাসিস্ট করতে পারে, সেটা আমার সেভাবে জানা ছিল না।' জোড়া গোলের নায়ক অবশ্য তাঁর কোচের মতোই বলছেন, এখনও কাজ বাকি আছে, 'গোল স্বস্তি দিয়েছে একথা বলব না। বরং আত্মবিশ্বাস ছিল গোল আসবেই। প্রথম গোলের পর সেই আত্মবিশ্বাস আরও বাড়ে। তবে এখনও অনেক কাজ বাকি আছে আমাদের।' মোহনবাগানকে সত্যিকারের চ্যাম্পিয়নের মতোই লাগছে এবার। যা নিয়ে গর্বও আছে ম্যাকলারেনের, 'ওরা চেষ্টা করেছিল আমাদের উপর চেপে বসার। কিন্তু আমরা সেটা হতে দিইনি। চ্যাম্পিয়নদের এরকমই খেলা উচিত। আমাদের সবকিছুই ঠিকটাক চলছে।'

মোহনবাগানে এখন একাধিক গোল করার ফুটবলার। তারই মধ্যে ১০ গোল করে ফেলেছেন ম্যাকলারেন। আর মাত্র ২ গোল করলেই তিনি ছুঁয়ে ফেলবেন কামিংসকে। তিনি গত মরশুমে সবুজ-মেরুনের হয়ে ১২ গোল করেন।

জোড়া গোলের পর অভিনব সেলিব্রেশনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জেমি ম্যাকলারেন।

বড় ম্যাচে জিতে আক্ষেপ অস্কারের

গোল না পেলেও হতাশ নন রবি

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলে ১৬ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গলের নয়, পরিসংখ্যানটা অস্কার ব্রুজোঁর।

আগেও আক্ষেপ শোনা গিয়েছে লাল-হলুদ কোচ অস্কারের গলায়। শুরুর দিকের ম্যাচগুলো থেকে যদি আরও কয়েকটা পয়েন্ট পেত ইস্টবেঙ্গল। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পাওয়ার পরও পরোক্ষে বোধহয় একই কথা বলতে চাইলেন। আসলে এবারের মতো ইস্টবেঙ্গলের আইএসএল সুপার সিক্সের স্বপ্ন কার্যত শেষ। তবে অস্কার রবিবারও বলেছেন, 'মরশুমের শুরুটা ভালো হয়নি। সেখানেই আমরা অনেকটা পিছিয়ে পড়ি। তবে আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর শেষ ১৫-১৬টা ম্যাচের নিরিখে দেখলে আমরা প্রথম ছয়ের মধ্যেই থাকব। এত সমালোচনার মাঝেও এটা আমাদের জন্য ইতিবাচক দিক।' আসলে অস্কার বরাবরই স্পষ্টভাষী। আর এই মন্তব্যে সম্ভবত তিনি বোঝাতে চাইলেন, মরশুমের শুরু থেকে দায়িত্ব নিলে এই দলটাই হয়তো আরও ভালো জায়গায় থাকত।

মহমেডানের বিরুদ্ধে হলেও আইএসএলের মঞ্চে এটাই ইস্টবেঙ্গলের প্রথম ডার্বি জয়। অস্কার বলেছেন, 'ডার্বি জিততে না পারলে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। সেখানে এটা আমাদের প্রথম বড় ম্যাচ জয়। সেইদিক থেকে এই জয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' এদিকে এদিন ম্যাচের শেষদিকে গোলরক্ষক প্রভসুখান সিং গিলকে তুলে দেবজিৎ মজুমদারকে নামায় ইস্টবেঙ্গল। আসলে প্রভসুখানের সম্ভবত পেশির সমস্যা হচ্ছিল। তবুও মাঠ ছাড়ার সময় বিরক্তি প্রকাশ করেন লাল-হলুদ গোলরক্ষক। বদলির কারণ ব্যাখ্যা করে অস্কার বলেছেন, 'চোটের জন্য এমনিতেই অনেকে মাঠের বাইরে। চাই না আর কেউ নতুন করে সেই তালিকায় নাম লেখাক।' এদিকে ক্লাবের খারাপ সময়ও মহমেডান ফুটবলাররা যেভাবে লড়ছেন তার প্রশংসা করেন ইস্টবেঙ্গল কোচ।

এদিকে আইএসএল অভিষেকেই নজর কাড়লেন মহমেডানের রবি হাঁসদা। কার্লোস ফ্রাঙ্কার গোলে অবদান রাখলেন। নিজে অল্পের জন্য একটি গোল করতে পারলেন না। তবুও হতাশ নন। রবি বললেন, 'কোচ বলেছিলেন সেরাটা উজাড় করে দিতে। সেটাই চেষ্টা করেছি। নিজে গোল করতে না পারলেও হতাশ নই। সাজঘরে অনেকেই আমার খেলার প্রশংসা করেছেন।'

দুইটিতে প্রথম সন্তু, বর্ণালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব মাঠে জলপাইগুড়ি মাস্টার্স অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের উত্তরবঙ্গ মাস্টার্স অ্যাথলেটিক মিটে শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের বর্ণালি ভৌমিক প্রথম হয়েছেন ৩০ ঊর্ধ্ব মহিলাদের শট পাট ও ডিসকাস থ্রোয়ে। ৪৫ ঊর্ধ্বদের বিভাগে সোমা গুহ মজুমদার ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম, শট পাটে দ্বিতীয় ও লংজাম্পে তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। একই বয়স বিভাগে প্রমীলা রায় ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম ও ১০০ মিটার দৌড়ে হন দ্বিতীয়। একই বিভাগে ডিসকাস থ্রোয়ে প্রথম ও হাঁটায় তৃতীয় হয়েছেন মালতি দে। সীমা বারুই ৫০ ঊর্ধ্বদের শট পাটে প্রথম, ১০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় ও ডিসকাস থ্রোয়ে তৃতীয় হয়েছেন। শান্তি সিংহ ৬০ ঊর্ধ্বদের ডিসকাস থ্রোয়ে পেয়েছেন প্রথম স্থান।

পুরুষদের ৪০ ঊর্ধ্ব বিভাগে সন্তু ঝা শট পাট ও ডিসকাস থ্রোয়ে প্রথম হয়েছেন। অসিত দেব ৬৫ ঊর্ধ্বদের ৪০০ মিটার হাঁটায় প্রথম, ১০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় ও ২০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। অজিত দেব ৬০ ঊর্ধ্বদের ১০০ মিটার দৌড়ে থাকেন দ্বিতীয় স্থানে। সফল প্রতিযোগীদের সংস্থার তরফে অভিনন্দন জানিয়েছেন অমল আচার্য।

এসটিএসি-তে চ্যাম্পিয়ন সাভানা হান্টার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি টি অকশন কমিটির ষষ্ঠ বর্ষ এসটিএসি স্পোর্টস কার্নিভালে চ্যাম্পিয়ন হল সাভানা হান্টার্স। রবিবার জুগিভিটার উৎসব রিসর্টে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট, ফুটসল, রিলে রেস (৪x১০০ মিটার), টাগ অফ ওয়ার ও টানেল বলে সম্মিলিত পয়েন্টের নিরিখে সর্বাধিক সংগ্রহের ভিত্তিতে তারা খেতাব নিশ্চিত করে। রানার্স হয়েছে মিলিওনেয়ার বয়েজ। তৃতীয় স্থান ফাইভ স্টারের (প্রিমিয়ার কোয়ালিটি) দখলে যায়। এছাড়া বেশ কিছু ব্যক্তিগত পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে। ক্রিকেটে ফাইনালের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন সাভানার প্রবেশ আগরওয়াল। প্রতিযোগিতার সেরা মিলিওনেয়ারের প্রদীপ ঝা। ফুটসলে ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা মিলিওনেয়ারের অভিনব গান্ধি নির্বাচিত হয়েছেন। পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজু বিস্ট, এসটিএসি-র চেয়ারম্যান মহেন্দ্রপ্রসাদ বনসল, ভাইস চেয়ারম্যান অরুণকুমার পেরিয়াল, প্রাক্তন চেয়ারম্যান কমলকিশোর তিওয়ারি, প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান অনুজ পোদ্দার প্রমুখ।

শুধু খেলার উত্তেজনা নয়, ডিজের গানের সঙ্গে চিয়ার লিডারদের নাচ, মাঠের ধারেই লাইভ সম্প্রচার ও রঙিন পোশাকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল টি অকশন কমিটির স্পোর্টস কার্নিভাল। মহেন্দ্রপ্রসাদ ও অরুণের কথায়, 'ক্রেতা-বিক্রেতা-ব্রোকারদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি করতেই এই টুর্নামেন্টের আয়োজন ছয় বছর ধরে করা হচ্ছে। প্রথম পাঁচ বছরের তুলনায় এবার প্রতিযোগিতায় বেশ কিছু নতুন জিনিস সংযোজন করা হয়েছে।' যার জন্য আয়োজকদের তরফে অনুজের প্রশংসাও করা হয়।

সাংসদ রাজু বিস্টের হাত থেকে ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস সাভানা হান্টার্সের। রবিবার জুগিভিটায়।

কিশোর সংঘের ব্রিজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি কিশোর সংঘের ভূপেন দে, ছায়ারানি দে, সুখেন্দু গুহ ও প্রবীর বসু ট্রফি ওপেন অকশন ব্রিজ রবিবার শুরু হয়েছে। প্রথমদিন উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে কালিদাস সরকার-বিজয় রায়, কমলেন্দু গুহ-কানু বিশ্বাস, মনোজ সরকার-পি দাস, স্বপন মজুমদার-ডি বর্মন, গৌর ঘোষ-সুরঞ্জন চৌধুরী ও পরিমল মিত্র-রবি আচার্য প্রথম রাউন্ডে জয় পেয়েছেন। কিশোরের সহ সভাপতি রবিন মজুমদার জানিয়েছেন, অষ্টম বর্ষের প্রতিযোগিতায় ৪৪টি জুটি অংশ নিয়েছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কাউন্সিলার বিবেক সিং, প্রাক্তন কাউন্সিলার পরিমল মিত্র, ক্লাবের প্রবীণ সদস্য পূর্ণেন্দু গুহ প্রমুখ।

উত্তরের খেলা

সোনা দীপ্তি, বিনয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স সংস্থার অ্যাথলেটিক্স মিটে সোনা জিতলেন মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার শিলিগুড়ি শাখার দীপ্তি পাল ও বিনয়কুমার বিশ্বাস। মহিলাদের ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগে দীপ্তি ৪০০ মিটার রেস ওয়াকিংয়ে সোনা জেতেন। ১০০ মিটার ও লং জাম্পে দ্বিতীয় হয়েছেন তিনি। বিনয় পুরুষদের ৭৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে ডিসকাসে প্রথম ও শট পাটে দ্বিতীয় হয়েছেন। এছাড়াও পুরুষদের ৭০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ১০০ মিটার ও লং জাম্পে দ্বিতীয় হয়েছেন তপন সেনগুপ্ত। গণেশ ধর পুরুষদের ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ৪০০ মিটারে তৃতীয় ও লং জাম্পে দ্বিতীয় হয়েছেন। তুহিন বিশ্বাস ১০০ ও ৪০০ মিটারে দ্বিতীয় হয়েছেন। সংস্থার তরফে পদকজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন বিদ্যুৎ বসাক।

মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স বাণীমন্দিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৪০তম উত্তরবঙ্গ মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিযোগিতা শুরু হবে আগামী রবিবার সকাল ৯.৩০ মিনিটে। গোটা উত্তরবঙ্গ থেকেই তাঁরা প্রতিযোগীদের আশা করছেন বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জিত রায় - কে 06.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81J 01927 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এখন প্রচণ্ড হতচকিত ও উত্তেজনার মধ্যে আছি। এখন আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হয়েছি এবং আমার মনে হচ্ছে আমার কাঁধ থেকে বিশাল একটি বোঝা সরে গেছে। আমি এখন আমার জীবনশৈলীকে কতটা সুন্দরভাবে পরিচালিত করা যায় তাঁর দিকে মনস্থির করতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।